পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 230 Saturday, 20 July, 2024 ✻ ২৯ বর্ষ, ২৩০ সংখ্যা ✻ ৪ শ্রাবণ ১৪৩১, শনিবার, ২০ জুলাই, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

নকশায় বদল! দলনেত্রীর জন্য হচ্ছে পৃথক র‍্যাম্প!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাইঃ তৃণমূলের ডাকা ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ স্থল পরিদর্শন করলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। শুক্রবার বিকেল পৌনে ৫টা নাগাদ ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে এসে পৌঁছন তিনি। তার পর মঞ্চ, মঞ্চের আশপাশের এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন তিনি। দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকর্তাদের সঙ্গে কথাও বলেন। মঞ্চের আশপাশের বহুতলেও নিরাপত্তা রাখতে হবে। সে বিষয়েও খোঁজ করেন তিনি। মঞ্চ থেকে নেমে বিনীত সোজা চলে যান ভিক্টোরিয়া হাউসের একেবারে উপরে। সেখান থেকেও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন পুলিশকর্তাদের। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিনীত বলেন, ''আমাদের কাছে মূলত তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। এক, ট্রাফিক ব্যবস্থা মসৃণ রাখা, দুই, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং তিন ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।'' কলকাতার পুলিশ কমিশনার এ-ও বলেন, ''আমরা সব ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত।'' ২১ জুলাই নিয়ে যে পুলিশও দীর্ঘ দিন ধরে পরিকল্পনা সাজিয়েছে, তা-ও জানিয়েছেন বিনীত। রবিবার বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সে প্রসঙ্গে সিপি বলেন, ''আমরা সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য তৈরি। তার মধ্যে বৃষ্টিও রয়েছে। বৃষ্টি হলে রাস্তাঘাট, মাঠ ভিজে থাকবে। সে বিষয়গুলি মাথায় রেখেই প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।'' পাঁচ বছর পর ২১ জুলাই রবিবার। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ ছুটি থাকবে। শহর কলকাতায় প্রতি দিন কর্মসূত্রে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন, তাঁদের অধিকাংশই আসবেন না। যা ট্রাফিক ব্যবস্থা মসৃণ রাখার জন্য পুলিশের কাছে সুবিধাজনক। তবে লোকসভা ভোটে জয় এবং তার পর চার বিধানসভার উপনির্বাচনেও বিপুল জয় পেয়েছে তৃণমূল। ফলে এ বারের ২১ জুলাই গ্রামবাংলার তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেদের কাছে বিজয়োৎসব। তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন, এ বার রেকর্ড ভিড় হবে। শুক্রবার থেকেই সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে উত্তরবঙ্গ থেকে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা আসতে শুরু করেছেন। তা ছাড়াও নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম, কসবার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম, আলিপুরের উত্তীর্ণে দূরবর্তী জেলার কর্মী-সমর্থকদের রাখার ব্যবস্থা করেছে তৃণমূল।

‘রাজ্যপাল বলে কি সাত খুন মাফ’! বোসের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে নির্যাতিতা

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাইঃ বিচার চেয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হলেন নির্যাতিতা। ওই মামলায় শুক্রবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পর্দিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রর বেঞ্চে তীব্র সওয়াল করেন নির্যাতিতার আইনজীবী। আদালতে তিনি বলেন, ''রাজ্যপাল বলে কি সাত খুন মাফ! এভাবে সংবিধানের ৩৬১ ধারার দোহাই দিয়ে রাজ্যপাল ফৌজদারি মামলা থেকে পুরোপুরি অব্যাহতি

পেতে পারেন না। এমন হলে সুবিচার থেকে বঞ্চিত করা হবে আমার মক্কেলকে।'' রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তদন্তে ছাড়পত্র দেওয়ার দাবি জানায় রাজ্যও। এরপরই মামলাটি গ্রহণ করে এ ব্যাপারে তিন সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রকে বক্তব্য জমা দিতে বলেছে আদালত। গত ২ মে রাজ্যপাল বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনেন রাজভবনেরই এক অস্থায়ী মহিলা কর্মী। হেয়ার স্ট্রিট থানায় গিয়ে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগও দায়ের করেন তিনি। পুলিশকে ওই মহিলা লিখিত অভিযোগে জানান, ২ মে রাজ্যপালের সঙ্গে তিনি দেখা করতে যান। তখনই তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয়। যদিও পরে রাজভবনের তরফে বিবৃতি দিয়ে ওই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়। এমনকী ঘটনার একাংশ সিসিটিভি ফুটেজও প্রকাশ করা হয়। তবে নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অনুসন্ধান শুরু করলেও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ থাকায় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা এই ধরনের বিস্ফোরক অভিযোগের ক্ষেত্রে কোনও আইনি পদক্ষেপ করতে পারেনি কলকাতা পুলিশ। মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। সেখানে পুলিশি অনুসন্ধানে স্থগিতাদেশ জারি করা হয়। এরপরই বিচার চেয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই মহিলা। আজ শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগকারিণীর আইনজীবীরা দাবি করেন, গত ২৪ এপ্রিল এবং ২ মে দু'টি ঘটনায় কিছু তথ্য সংগ্রহ হয়েছে। কিন্তু তদন্ত করা যাচ্ছে না। অভিযোগ গুরুতর হলেও সংবিধানের ৩৬১ অনুচ্ছেদের রক্ষাকবচ রয়েছে। তিন সপ্তাহ পরে আবার এই মামলার শুনানি হবে। অভিযোগকারিণীর আবেদন, সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজ্যপালের বয়ান রেকর্ড করুক। পুলিশ তাঁকে সুরক্ষা দিক এবং পরিচয় গোপন রাখা হোক।

নরওয়ে থেকে শহরে ফিরলেন অভিষেক! চার্টার্ড বিমানে পৌঁছলেন কলকাতায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাইঃ 'ছুটি'তে ছিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা নির্বাচনের পর এক্স মাধ্যমেই জানিয়েছিলেন সেই ছুটির কথা। বেশ কিছুদিন ধরে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে দেখা যায়নি তাঁকে। শুক্রবার কলকাতায় ফিরলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক। এদিন সকাল ৭টায় বিমানবন্দর থেকে বেরতে দেখা যায় তাঁকে। ইমিগ্রেশন দফতর সূত্রের খবর, নরওয়ে থেকে দুবাই ফেরেন অভিষেক। দুবাই থেকে চার্টার্ড বিমানে কলকাতায় ফিরেছেন তিনি। বিমানবন্দরের গেট দিয়ে বেরিয়ে সোজা গাড়িতে উঠে যান অভিষেক। সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও কথা বলেননি তিনি। গাড়ির সঙ্গে কোনও কনভয়ও ছিল না এদিন। তাঁর সঙ্গে আর কাউকে দেখা যায়নি। লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে রেকর্ড ভোটের ফারাকে জয়ী হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের আগে রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রচারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। দফায় দফায় জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকও করেন। এরপরই তিনি এক্স মাধ্যমে জানান, কিছুদিনের জন্য ছুটি নেবেন তিনি। তাঁর সেই পোস্ট নিয়ে বাড়ে জল্পনা। ওই ঘোষণার পর

কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে একটি ছোট অস্ত্রোপচার হয় তাঁর। এরপর আর কোনও কর্মসূচিতে তাঁকে দেখা যায়নি। আগামী রবিবার অর্থাৎ ২১ জুলাই প্রতি বছরের মতো শহিদ দিবস পালন করবে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই তার তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। শহরে আসতে শুরু করেছেন বিভিন্ন জেলার নেতা-কর্মীরা। সদ্য শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনের জয়ের উদযাপনও সেই মঞ্চে হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। তারই মধ্যে শহরে ফিরলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একুশের মঞ্চে তাঁকে দেখা যাবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিজেপির মিছিলে অনুমতি দিল হাইকোর্ট, তবে থাকছে শর্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাইঃ বিজেপির ভিক্টোরিয়া হাউজ অভিযান নিয়ে নির্দেশ আদালতের। বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিজেপির মিছিলে অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে সেই অনুমতি দেওয়া হয়েছে শর্ত সাপেক্ষে। ২২ জুলাই রাজ্য বিজেপি এই কর্মসূচির ডাক দিয়েছে। তবে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ, ২২ জুলাইয়ের পরিবর্তে ২৬ জুলাই এই মিছিল অবস্থান করতে হবে। শুক্রবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের এজলাসে এই মামলার শুনানি হয়। বিজেপির মুরলীধর সেন লেনের দফতর থেকে ভিক্টোরিয়া হাউজ পর্যন্ত মিছিলের অনুমতি দেন বিচারপতি। আদালতের নির্দেশ, দুপুর আড়াইটে বিকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত মিছিল করা যাবে। ১ হাজার নেতা-কর্মী-সমর্থক নিয়ে করা যাবে মিছিল। খেয়াল রাখতে হবে, কোনওভাবেই মানুষের যেন অসুবিধা না হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশকর্মী মোতায়েন করতে হবে বলেও নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা আদালত। পরিবেশ বিধি মেনে করতে হবে কর্মসূচি, সে কথাও জানিয়েছে হাইকোর্ট। সিইএসসি এলাকায় ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিজেপি এই কর্মসূচির ডাক দেয়। যদিও এদিন রাজ্য জানায়, সিইএসসি এলাকায় ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি হয়নি। ফলে যে সমস্যার প্রেক্ষিতে এই মিছিল এবং অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে, সেই সমস্যাই নেই। বিজেপির তরফ থেকে এখনও সিইএসসির কাছে কোনও অভিযোগ জানানো হয়নি, বিজেপির প্রতিনিধিদল গিয়ে সেখানে অভিযোগ জানাতেই পারেন বলে সওয়াল করে রাজ্য। বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ প্রশ্ন করেন, ''কীভাবে বা কোন পদ্ধতিতে অভিযোগ জানাতে হবে সেটা কি রাজ্য ঠিক করতে পারে?'' এদিন রাজ্যের তরফে বলা হয়, ওয়াই চ্যানেলে অবস্থান বিক্ষোভ করলে কোনও সমস্যা নেই। ওয়াই চ্যানেলের অবস্থান থেকে প্রতিনিধিদল গিয়ে দাবিপত্র জমা দিয়ে আসতে পারে। পাল্টা বিজেপির তরফে সওয়াল করা হয়, যদি ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে কোনও কর্মসূচিতে অসুবিধা থাকে, সেক্ষেত্রে আজ থেকে সমস্ত দলের কর্মসূচিতেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক। যদিও আদালত শর্তসাপেক্ষে বিজেপির কর্মসূচির অনুমোদন দিয়েছে।

একুশের মঞ্চ থেকেই ছাব্বিশের সুর বাঁধবেন তৃণমূল সুপ্রিমো?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাইঃ এবারের একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেই ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির বার্তা দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? এমনটাই চর্চা তৃণমূলের অন্দরে। অতীত বলছে, একুশের মঞ্চ তৃণমূলের কাছে শপথ গ্রহণের মঞ্চ। এক সময় বামেদের হঠাবার শপথ নিতেই একুশে শহিদ দিবস পালন উদযাপন করত তৃণমূল। পরে ২০১৪ সালে এই মঞ্চ থেকেই 'দিল্লি চলো'র ডাক দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গ রাজনীতির গণ্ডী পেরিয়ে জাতীয় রাজনীতির ঢেউ বারবার আছড়ে পড়েছে একুশের মঞ্চে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে হঠাবার শপথ নিয়ে ২০১৮ সালের একুশে জুলাই মঞ্চ থেকে সরব থেকেছে

তৃণমূল নেতৃত্ব। দিল্লিতে বদলের ডাক বারবার দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার ২০২৪-এর একুশে জুলাই ভোট সাফল্যের আবহে উদযাপিত হচ্ছে। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ও বিধানসভা উপনির্বাচনের জয়কে উৎসর্গ করা হবে একুশে জুলাইয়ের শহিদদের উদ্দেশে। কিন্তু এবার কোন শপথ একুশের জুলাইয়ের সভা থেকে? তৃণমূলের অন্দরের খবর, এবারের মঞ্চ থেকে ২০২৬ এর বিধানসভার প্রস্তুতি শুরু করার আহ্বান জানাতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সংগঠনকে আরও ঐক্যবদ্ধ ও গতিশীল করতে বার্তা দিতে পারেন মমতা। একুশের সমাবেশের পরই দলীয় সংগঠনে বেশ কিছু রদবদল ঘটাতে পারেন নেত্রী। এদিনের মঞ্চে সংগঠনে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়েও নেত্রী কোনও বার্তা দেন কি না সেদিকে তাকিয়ে তৃণমূল শিবির। জাতীয় রাজনীতিতে জোট ইন্ডিয়ার শরিক হিসাবে সক্রিয় রয়েছে তৃণমূল। সেদিক থেকে সংসদ ও সংসদের বাইরে লড়াইয়ের কী স্ট্র্যাটেজি হবে, তাও ঠিক করে দিতে পারেন মমতা। সেদিকেও নজর রয়েছে সবার। রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, রাজ্যে এই মুহূর্তে বিজেপি নির্বাচনী ফলাফলের নিরিখে ব্যাকফুটে। প্রতিদিন নেতাদের পরস্পর বিরোধী বার্তা সামনে আসছে। বিরোধী দলের এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে আক্রমণাত্মক বার্তা শোনা যেতে পারে তৃণমূল সুপ্রিমোর কাছ থেকে। তবে গত কয়েকদিনে বারবার রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। একাধিক হিংসার ঘটনার ছবি সামনে আসছে, যেখানে নাম জড়াচ্ছে শাসকশিবিরের কারও কারও। সার্বিক আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কোন বার্তা দেন তৃণমূল নেত্রী, সেদিকেও থাকছে নজর।

নিজের গড় অধীর কেন বাঁচাতে পারলেন না? সোনিয়ার কাছে দিলেন ব্যাখ্যা

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাইঃ লোকসভা নির্বাচনে তুলনামূলকভাবে ভাল ফল করেছে কংগ্রেস। কিন্তু বাংলায় শোচনীয় ফল কংগ্রেসের। এমনকী, কংগ্রেসের গড় বলে পরিচিত বহরমপুরেও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের কাছে হেরে গিয়েছেন কংগ্রেসের পাঁচবারের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এবার নির্বাচনী পরাজয়ের কারণ এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বে রদবদল নিয়ে সোনিয়া গান্ধির বাসভবনে বৈঠকে বসলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সূত্রের খবর, কী কারণে নিজের গড়ে পরাজয়, তা নিয়ে সোনিয়া গান্ধির কাছে ব্যাখ্যা দিয়েছেন অধীর চৌধুরী। পরাজয়ের নেপথ্যে তৃণমূলের সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের চেষ্টাকেই দায়ী করেছেন অধীর, এমনটাই সূত্রের খবর। এছাড়া, প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে রদবদলের ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে খবর। তবে অধীরের এই ব্যাখ্যায়

সোনিয়া গান্ধি আদৌ সন্তুষ্ট কি না, বা এর ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ করবেন, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের পর প্রথম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে যোগ দিলেও, সম্পূর্ণ চুপ ছিলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। একটিও শব্দ খরচ করেননি তিনি। কংগ্রেসের একাংশের মত, শুধুমাত্র অধীর চৌধুরীর কারণেই বাংলায় ইন্ডিয়া জোট হয়নি। কংগ্রেস ও সিপিআইএম কেবল জোট সমঝোতায় লড়েছে। সেখানে একাই লড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং দুর্দান্ত ফলও করেছে। লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর হার মাথা পেতে নিলেও, হারের কারণ হিসাবে দুষেছিলেন তৃণমূলকে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতি করা, বাইরে থেকে প্রার্থী এনে দাঁড় করানোর মতো অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, বিজেপিকে হারানো নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্য ছিল অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে হারানো। সেই কারণেই লোকসভা নির্বাচনের ষষ্ঠ লড়াইয়ে হেরে গিয়েছেন তিনি।

নিয়োগ মামলায় নয়া মোড়!

২০১৭ সালের সমস্ত ওএমআর শিট আদালতে তলব করল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাইঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নয়া মোড়! ২০১৪ সালের প্রাথমিক টেট নিয়ে জটিলতার মাঝেই এবার ২০১৭ সালের প্রাথমিক টেটের উত্তরপত্র বা ওএমআর শিটের সমস্ত 'ডিজিটাইজড কপি' তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আগামী ১৪ আগস্ট মামলার পরবর্তী শুনানি। সেদিন পর্ষদকে ওই ওএমআর শিটের কপি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আদালত সূত্রের খবর, ২০১৭ সালের টেটেও একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে। টিনা মুখোপাধ্যায় নামে এক মামলাকারীর অভিযোগ, ২০১৭ সালের টেটে অকৃতকার্য হওয়ার পর তিনি পর্ষদের কাছে ওএমআর শিটের কপি পেতে চেয়ে আবেদন জানান। অভিযোগ, পর্ষদের তরফে আসল ওএমআর শিটের বদলে তাকে ওএমআর শিটের একটি ফটোকপি দেওয়া হয়। মামলাকারীর আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত এবং বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে বলেন, তাঁর মক্কেলকে ওএমআর শিটের যে কপি দেওয়া হয়েছে সেটি আদৌ তার নয়। প্রসঙ্গত, এই মামলায় এর আগে পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছিল, তৎকালীন পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমস্ত ওএমআর শিটের আসল কপি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। যে রেজুলেশনের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তার যাবতীয় তথ্য ইতিমধ্যে আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। পরে ওই মামলাটি বিচারপতির মান্থার এজলাস থেকে বদলে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এসেছে। আদালতের নির্দেশ মেনে রেজলিউশনের কপি জমা দিয়েছে পর্ষদ। আর তাতেই উল্লেখ রয়েছে পর্ষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল আসল ওএমআর শিট নষ্ট করা হলেও তার হুবহু ডিজিটাইজড কপি রেখে দেওয়া হবে। এরপরই ২০১৭ সালের প্রাথমিক টেটের উত্তরপত্র বা ওএমআর শিটের সমস্ত 'ডিজিটাইজড কপি' তলব করেছেন বিচারপতি।

ছাদ ডিঙিয়ে জানলা ভেঙে ঘরে ঢুকল চোর, ১২ লক্ষ টাকা ও সোনার গয়না নিয়ে চম্পট

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ জুলাইঃ এসি চালিয়ে সপরিবারে ঘুমোচ্ছিলেন বাড়ির কর্তা। ছাদ ডিঙিয়ে পাশের ঘরের ছোট জানলা ভেঙে ঘরে ঢোকে চোর। এরপর আলমারি খুলে নগদ ১২ লক্ষ টাকা ও আড়াই ভরি সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। দুষ্কৃতীরা সংখ্যায় একাধিক ছিল বলেই পুলিশের অনুমান। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সাঁকরাইলের ধুলাগড়ে এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। হাজিসাহেব পাড়ায় থাকেন জরির দোকানের মালিক মিরজাহান সেপাই। রাতে ভ্যাপসা গরম থাকায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে মিরজান এসি ঘরে ঘুমোতে যান। পাশের ঘরে আলমারিতে ছেলে এবং মেয়ের বিয়ের জন্য যাবতীয় টাকা এবং সোনার গয়না রাখা ছিল। ছিল ব্যবসার

কিছু টাকাও। ছাদ টপকে বাড়িতে ঢোকে চোর। এরপর ছোট জানলা ভেঙে পাশের ঘরে ঢুকে চাবি খুঁজে বের করে। আলমারির খুলে বারো লাখ টাকা নগদ এবং আড়াই ভরি সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর চুরির ঘটনাটি পরিবারের লোকেদের নজরে আসে। তাঁরা দেখেন, আলমারি খোলা। সমস্ত কিছু ছড়িয়ে রয়েছে। খোয়া গেছে টাকা ও সোনার গয়না। সঙ্গে সঙ্গে ধুলোগড় পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন। ব্যবসায়ী মিরজাহান সেপাই জানান, ছেলে ও মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। সেজন্য টাকা ও গয়না বাড়ির আলমারিতে এনে রেখেছিলেন। যা কয়েকজন পরিচিত জানতেন। তাই পরিচিতদের দিকেই সন্দেহের আঙুল উঠেছে। পুলিশও বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। এসিপি সাউথ অরিজিৎ পাল চৌধুরী জানান, যেভাবে চোরেরা আলমারির চাবি খুঁজে বের করে তা দেখে অনুমান তারা মিরজানের পরিচিত। সর্বস্ব চুরি যাওয়ায় মিরজাহান এখন বুঝতে পারছেন না কীভাবে ছেলে এবং মেয়ের বিয়ে দেবেন।

বিশ্বজুড়ে বিপর্যস্ত মাইক্রোসফ্‌টের পরিষেবা সমস্যা মিটে গিয়েছে, দাবি করল সংস্থা

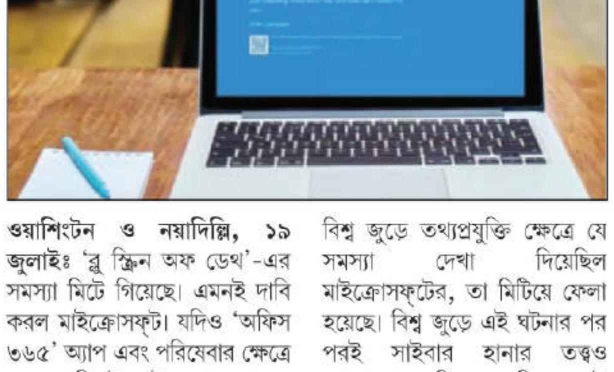

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাইঃ 'ব্লু স্ক্রিন অফ ডেথ'-এর সমস্যা মিটে গিয়েছে। এমনই দাবি করল মাইক্রোসফ্‌ট। যদিও 'অফিস ৩৬৫' অ্যাপ এবং পরিষেবার ক্ষেত্রে এখনও কিছুটা এই প্রভাব থাকবে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। অ্যান্টিভাইরাস সংস্থা ক্রাউডস্ট্রাইক-এর সিইও জানিয়েছেন, শুক্রবার বিশ্ব জুড়ে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল মাইক্রোসফ্‌টের, তা মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। বিশ্ব জুড়ে এই ঘটনার পর পরই সাইবার হানার তত্ত্বও জোরালো হচ্ছিল। যদিও সেই তত্ত্বকে পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছে মাইক্রোসফ্‌ট। শুক্রবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ আচমকাই কম্পিউটারের স্ক্রিন নীল হয়ে যায়। চলতে চলতে হঠাৎই কম্পিউটারের স্ক্রিন নীল হয়ে যাওয়া, তার পর শাট ডাউন, পুনরায় নিজে থেকেই চালু হওয়ার মতো ঘটনা নিয়ে হইচই পড়ে যায়। কেন হল, কী ভাবে হল, কোথায় সমস্যা এ নিয়ে যখন বিশ্ব জুড়ে হইচই চলছে, তখন মাইক্রোসফ্‌ট দাবি করে, 'ক্রাউডস্ট্রাইক' আপডেটের জন্য এই সমস্যা হয়েছে। যার জেরে উইন্ডোজ রয়েছে এমন ডেস্কটপ এবং ল্যাপটপে সমস্যা দেখা দেয়। যাকে কম্পিউটারের পরিভাষায় 'ব্লু স্ক্রিন অফ ডেথ' বলা হচ্ছে। মাইক্রোসফ্‌টের এই সমস্যার জেরে বিশ্ব জুড়ে বিমান, ব্যাঙ্ক, শেয়ার বাজারেও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এই সমস্যার জেরে গোটা বিশ্বে ১৪০০টি বিমান বাতিল হয়েছে বলে বিমান চলাচল সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণকারী সংস্থা সিরিয়াম। ওই সংস্থার তথ্য বলছে, আমেরিকায় ৫১২টি বিমান বাতিল হয়েছে। জার্মানিতে ৯২, ভারতে ৫৬, ইতালিতে ৪৫ এবং কানাডায় ২১টি বিমান বাতিল হয়েছে। বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরের টার্মিনালে ১ থেকে ৯০ শতাংশ বিমান পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বিশ্বজুড়ে মইক্রোসফ্‌ট অচল হওয়ার জেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সমস্ত পরিষেবা। ফ্লাইট থেকে শুরু করে স্টক এক্সচেঞ্জ, অফিস-কাছারির কাজ আটকে যায়। এই পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধান করতে তৎপর হয় কেন্দ্রীয় সরকার। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে এ কথা জানান কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এ দিন সকালেই জানা যায়, বিশ্বজুড়ে বিপর্যস্ত মাইক্রোসফ্‌টের পরিষেবা। ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে ব্লু স্ক্রিন অব ডেথ এরর হচ্ছে। অর্থাৎ ল্যাপটপ-কম্পিউটার আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিংবা রিস্টার্ট নিতে গিয়ে স্ক্রিন ওভাবেই আটকে থাকছে। এর জেরে উড়ান পরিষেবা থেকে শুরু করে স্টক মার্কেট, অফিস, ব্যাঙ্কের কাজ ব্যাহত হয়ে যায়। এই নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব লেখেন, 'মেইটি (মিনিস্ট্রি অব ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনেলজি) মাইক্রোসফ্‌ট ও অ্যাসোসিয়েটদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিশ্বজুড়ে ব্যাহত হওয়া পরিষেবা নিয়ে। এই সমস্যার কারণ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে এবং সমস্যা মেটাতে আপডেট প্রকাশ করা হয়েছে। সিইআরটি টেকনিক্যাল সতর্কতা জারি করছে। এনআইসি নেটওয়ার্ক প্রভাবিত হয়নি।'

পঞ্চায়েত অফিসের ১১টা আলমারি ভাঙল চোর, খোয়া গেল না কিছুই!

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৯ জুলাইঃ গুচ্ছ গুচ্ছ ফাইল যা ছিল, সবই আছে। ল্যাপটপ-নগদ টাকা যেমন ছিল তেমনই রয়েছে। নৈটি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের ১১টা আলমারি, লকার, ড্রয়ার-সব ভাঙল চোর। কিন্তু নিল না কিছুই। চোরের কাণ্ডে হইচই পড়ল চণ্ডীতলায়। শুক্রবার সকালে পঞ্চায়েতের এক কর্মী এসে দেখতে পান গেটের তালা ভাঙা। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে চলে আসেন পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যরা। দেখা যায় অফিসের ১১টি আলমারি ভাঙা, ভেঙে পড়ে রয়েছে লকার ও টেবিলের ড্রয়ারও। ছড়িয়ে রয়েছে জিনিসপত্র। চণ্ডীতলার নৈটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাপস মান্না জানান, পঞ্চায়েতের এক মহিলা কর্মী এদিন সকালে কাজে এসে দেখেন আলমারির তালা ভাঙা। হইচই পড়ে যায়। কিন্তু পরে দেখা যায় কিছুই খোয়া যায়নি। পঞ্চায়েত অফিসে কিছু টাকা ছিল। ছিল ল্যাপটপ ও ফাইলপত্র। সব যেমন ছিল, তেমনই আছে। তিনি বলেন, ''এর থেকেই আমাদের সন্দেহ কোনও বিশেষ উদ্দেশে হানা দিয়েছিল। কিন্তু কারণটা বোঝা যাচ্ছে না। পঞ্চায়েতের সিসি ক্যামেরাগুলো অকেজো হয়ে আছে গত কয়েকদিন ধরে। যার ফলে বোঝার উপায় নেই চোর এক না একাধিক ছিল।'' পুলিশসূত্রে জানা গেছে, জনাইয়ের আরও দুটি স্কুলে তালা ভেঙে ঢুকে আলমারি ভাঙে দুষ্কৃতীরা। জনাই ভগবান দেবী গোয়েঙ্কা গার্লস হাইস্কুলে তালা ভেঙে ঢুকে সিসিটিভির হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে গেছে চোর। বাঁকা গাছা প্রাথমিক স্কুলেও হানা দিয়েছিল তস্করের দল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চণ্ডীতলা থানার পুলিশ।

ভারতে আর্থিক অবস্থা কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেঃ শক্তিকান্ত দাস

মুম্বই, ১৯ জুলাই ঃবর্তমানে ভারতের আর্থিক অবস্থা কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই অভিমত পোষণ করলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, আরবিআই সক্রিয়ভাবে ইউপিআই-এর মতো উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করছে, ভারতে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ক্ষেত্র তৈরি করতে পেমেন্ট সিস্টেমকে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। শুক্রবার মুম্বইয়ে এফই মডার্ন বিএফএসআই সম্মেলন ২০২৪-এ বক্তৃতায় আরবিআই-এর গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেছেন, ব্যাঙ্কগুলি অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভরতা বাড়িয়ে ক্রেডিট-আমানতের ব্যবধান পূরণ করতে চেয়েছে। এটি সুদের হারের গতিবিধির প্রতি তাঁদের সংবেদনশীলতা বাড়ায় এবং তারল্য ব্যবস্থাপনার জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। ক্রেডিট বৃদ্ধি শক্তিশালী থাকার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাঙ্কগুলিকে ক্রেডিট আন্ডাররাইটিং স্ট্যান্ডার্ডগুলিতে মনোনিবেশ করতে হবে।

বন্দিদের ক্রিকেট শিখিয়ে আইসিসি-র পুরস্কার পেল মেক্সিকো

মেক্সিকো, ১৯ জুলাই ঃ ক্রিকেট বিশ্বে নাম নেই মেক্সিকোর। আর সেই দেশটার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন বন্দিদের ক্রিকেট শিখিয়ে আইসিসি-র নজর কেড়ে জিতে নিল পুরস্কার। আর এই উদ্যোগের জন্য এ বছরের 'আইসিসি ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ অব দ্যা ইয়ার' ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার জিতল মেক্সিকো। আইসিসির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মেক্সিকো ক্রিকেটের চেয়ারম্যান বেন ওয়েন এই প্রাপ্তিকে বলেছেন'বিশাল এক সম্মান।' মেক্সিকোর পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পুরস্কার জিতেছে আরও পাঁচটি দেশ- ওমান, নেদারল্যান্ডস, সংযুক্ত আরব আমিরাত, নেপাল ও স্কটল্যান্ড।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৬ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই ঃ শুক্রবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি সরকারি তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, নয়াদিল্লিতে পেট্রোল ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকা, ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি ৩২৯ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে সপ্তাহের পঞ্চম দিনে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ৮৬ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রায় ৮৩ ডলার প্রতি ব্যারেল। প্রারম্ভিক বাণিজ্যে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.৪৪ বা ০.৫২ শতাংশ কমে ৮৪.৬৭ ডলারে লেনদেন করছে এবং ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লুটিআই) ক্রুড প্রতি ব্যারেল ০.৫৭ ডলার বা ০.৬৯ শতাংশ কমে ৮২.৫৫ ডলারে লেনদেন করছে।

মুম্বই বিমানবন্দরের চেক-ইন বিভ্রাট, বিপাকে যাত্রীরা

মুম্বই, ১৯ জুলাই ঃ শুক্রবার সকাল থেকে মুম্বই বিমানবন্দরের চেক-ইন সিস্টেমে সমস্যা। ফলে বিপাকে পড়তে হয় যাত্রীদের। জানা গেছে, শুক্রবার সকাল ১০টা ৪৫ নাগাদ মুম্বই বিমানবন্দরের চেক-ইন সিস্টেম কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।বিমানবন্দর সূত্রে খবর, চেন-ইন সিস্টেম কাজ না করার ফলে ইন্ডিগো, আকাসা, স্পাইসজেট বিমান সংস্থার যাত্রীদের ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ভ্রমণের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন যাত্রীরা।

আমেরিকাকে সফল, নিরাপদ, মুক্ত ও শ্রেষ্ঠ করাই এই নির্বাচনের লক্ষ্যঃডোনাল্ড ট্রাম্প

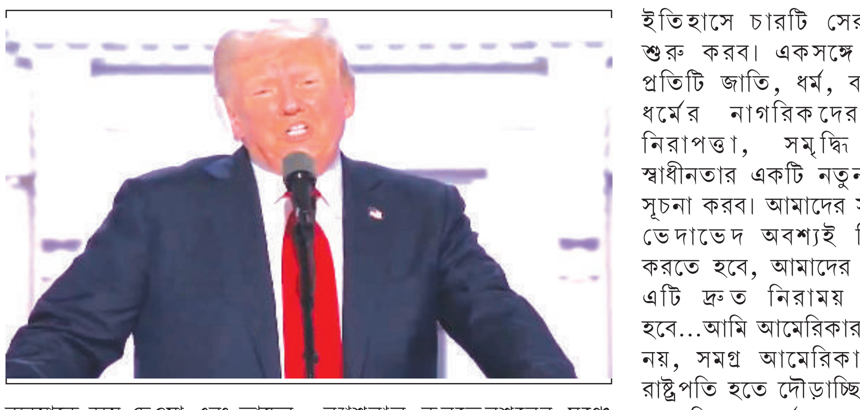

মিলওয়াকি, ১৯ জুলাইঃ আমেরিকাকে সফল, নিরাপদ, মুক্ত ও শ্রেষ্ঠ করাই এই নির্বাচনের লক্ষ্য। জোর দিয়ে বললেন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার মিলওয়াকিতে অনুষ্ঠিত রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশনে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, এই নির্বাচন হওয়া উচিত আমাদের দেশের মুখোমুখি হওয়া সমস্যাগুলি নিয়ে এবং কীভাবে আমেরিকাকে সফল, নিরাপদ, মুক্ত এবং শ্রেষ্ঠ করা যায়। ট্রাম্প বলেছেন, আমাদের অবশ্যই ভিন্নমতকে অপরাধী করা অথবা রাজনৈতিক মতানৈক্যকে দানবীয় রূপ দেওয়া উচিত নয়, যা আমাদের দেশে সাম্প্রতিক সময়ে এমন একটি স্তরে ঘটছে যা কেউই আগে কখনও দেখেননি। সেই চেতনায়, ডেমোক্র্যাট পার্টির অবিলম্বে বিচার ব্যবস্থাকে অস্ত্র দেওয়া এবং তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে গণতন্ত্রের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা বন্ধ করা উচিত, বিশেষত যেহেতু এটি সত্য নয় ‐ আসলে, আমিই আমাদের দেশের জনগণের জন্য গণতন্ত্র রক্ষাকারী।আমেরিকার মিলওয়াকিতে রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আমি এই সন্ধ্যায় আপনাদের সামনে আত্মবিশ্বাস, শক্তি এবং আশার বার্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এখন থেকে চার মাস পরে, আমাদের একটি অবিশ্বাস্য বিজয় হবে এবং আমরা আমাদের দেশের ইতিহাসে চারটি সেরা বছর শুরু করব। একসঙ্গে আমরা প্রতিটি জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং ধর্মের নাগরিকদের জন্য নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি এবং স্বাধীনতার একটি নতুন যুগের সূচনা করব। আমাদের সমাজের ভেদাভেদ অবশ্যই নিরাময় করতে হবে, আমাদের অবশ্যই এটি দ্রুত নিরাময় করতে হবে...আমি আমেরিকার অর্ধেক নয়, সমগ্র আমেরিকার জন্য রাষ্ট্রপতি হতে দৌড়াচ্ছি, কারণ আমেরিকার অর্ধেকের জন্য জয়ী হওয়া কোনও জয় নয়। ট্রাম্প যোগ করেছেন, আজ রাতে, বিশ্বাস এবং নিষ্ঠার সঙ্গে, আমি গর্বের সঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের জন্য মনোনয়ন গ্রহণ করছি। সাম্প্রতিক হামলা প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেছেন, ঈশ্বর তাঁকে বাঁচিয়েছে।

ভোট মিটতেই উর্ধমুখী, দুর্গাপুর- পানাগড়ে সব্জির দামে নাভিশ্বাস দশা মধ্যবিত্তের

দুর্গাপুর, ১৯ জুলাই ঃ লোকসভা ভোট শেষ। শেষ হয়েছে রাজ্যের চার বিধানসভার উপনির্বাচন। ভোটের আগে অগ্নিমূল্য ছিল সব্জি বাজার। ভোট মিটতেই আবারও লাফিয়ে বা।ছে সব্জির। আকাশছোঁয়া সব্জির দামে ছ্যাঁকা লাগছে গৃহীনিদের। ফঁড়ে রাজের দিকে অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছে। নজরদারি শিকেয়। টাস্ক ফোর্সের নজরদারি নিয়ে জোর চর্চাও শুরু হয়েছে দুর্গাপুর, পানাগ। শিল্পাঞ্চলের সবজি বাজার থেকে চা'য়ের দোকানে।মাসখানেক আগেই লোকসভা ভোট শেষ হয়েছে। ভোট মিটতেই অগ্নিমূল্যবাজারে নাভিশ্বাস দশা মধ্যবিত্তের। শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর, পানাগ।, বুদবুদ, অন্ডাল বাজারে আকাশছোঁয়া শাক-সব্জি। তাতেই হাত ছ্যাকা লেগেছে গ্রামবাংলার সাধারন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির। কাঁচা লঙ্কা থেকে টমেটো, আদা থেকে আলু, পটল ঝিঙে আকাশছোঁয়া দামে পকেটে টান প।ছে মধ্যবিত্তের। অভিযোগ ওঠে ফঁ।রোজের বিরুদ্ধে। কৃত্রিম সঙ্কট তৈরী করায় সব্জির দাম লাগামছাড়া বৃদ্ধি পায়। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ঝিঙে কেজি প্রতি ৮০ টাকা, করলা কেজি প্রতি ৮০ টাকা, পটল কেজি প্রতি ৬০-৭০ টাকা, কুমো।-কেজি প্রতি ৩০-৪০ টাকা, লাও ২৫- ৩০ টাকা পিস। শসা কেজি প্রতি ৭০-৮০ টাকা, বেগুন ১২০-১৪০ টাকা কেজি।কুন্দরী কেজি প্রতি ৪০ টাকা। ঢেঁড়স কেজি প্রতি ৮০ টাকা। বাজারের দাম আগুন হলেও চাষীরা লোকসানে জর্জরিত। দাম পাচ্ছে না বলে অভিযোগ। বাজারে এবারে দামের দিক নজর কেঁড়েছে আলু। যা এরাজ্যে চাষ হয়। বাজারে আলু বিকোচ্ছে ৩২-৩৩ টাকা কেজি। একই সঙ্গে লাফিয়ে বা।ছে পেঁয়াজের দাম। খুচরো বাজারে কাঁচালঙ্কা কেজি প্রতি ১৫০-২০০ টাকার দরজায় ও আদা কেজি প্রতি ৩০০ টাকা দরজায় পোঁছেছে। যা নিয়ে রীতিমতো সোশ্যাল সাইটে ট্রোলও শুরু হয়েছে। দামোদর তীরবর্তী মানাচরের চাষীদের দাবী, কিষানমান্ডীতে সরকারি নির্ধারিত মূল্যে সব্জি ক্রয়-বিক্রিয়ের ব্যাবস্থা করুক সরকার। তার সঙ্গে স্থানীয় আ।তগুলোর বৈধতা নিয়ে অভিযান করুক সরকার। তাতে চাষীরা দাম যেমন পাবে, তেমনই বাজার নিয়ন্ত্রিত থাকবে।গত ২০২৩ সালের জানুয়ারী মাসেদুয়ারে সরকারের পর এবার দুয়ারে টাটকা সব্জির স্টল করে রাজ্য সরকার। ফঁড়েরাজ ঠেকানোর পাশাপাশি গৃহিনীদের সস্তায় টাটকা সব্জি দিতে চালু হয় ভ্রাম্যমান সুফল বাংলার স্টল। কলকাতা থেকে রাজ্যের পশ্চিম বর্ধমান, শিলিগুড়ি ও কলকাতার তিনটি হাবে দো'শ সুফল বাংলার পয়েন্টের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার একটি হাব রয়েছে কাঁকসায়। একই সঙ্গে পশ্চিম বর্ধমান জেলার জন্য ৮ টি ভ্রাম্যমান সুফল বাংলার গাড়ীরও উদ্বোধন করেন তিনি। পশ্চিম বর্ধমান জেলা কৃষি বিপনন দফতর সুত্রে গেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার জন্য ৮ টি ভ্রাম্যমান সুফল বাংলার গাড়ি রয়েছে। দুর্গাপুরে ২২ টি ও আসানসোলে ৩ টি সহ জেলায় মোট ২৫ টি সুফল বাংলার পয়েন্টের করা হয়।সপ্তাহে ২-৩ দিন সুফল বাংলার ভ্রামমান্য গাড়ি টাটকা সব্জি নিয়ে শহরের নির্দিষ্ট করা ওই পয়েন্টেট পৌঁছে যাবে। সকাল সাড়ে ৭ টা থেকে বেলা ১১ টা পর্যন্ত থাকবে সুফল বাংলার গাড়ি পয়েন্টে ঢোকার সময় বাসিন্দাদের জানান দিতে সাইরেন বাজিয়ে যাবে। থাকবে মাইকিংয়ের ব্যাবস্থা। এছাড়াও গাড়ীতে থাকবে কম্পিউটারাইজি ওজন ও বিলিংয়ের ব্যাবস্থা। লকডাউনে স্বনির্ভরতার আশা দেখাতে উপাদন নির্ভরশীলে তপর হয় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। কৃষির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। তারজন্য চালু হয় মাটিসৃষ্টি ও ১০০ দিনের কাজে সব্জি চাষ। এছাড়াও গুরুত্ব পায় উষরমুক্তি প্লাস প্রকল্প। উষর অর্থা ডাঙা অনুর্বর জমিকে উর্বর করে চাষের উপযুক্ত করতেই উষরমুক্তি প্রকল্প। বছর কয়েক আগেই প্রকল্পটি চালু হয়েছিল। এখন নতুন নাম হয়েছে উষরমুক্তি প্লাস প্রকল্প। কাঁকসা ব্লকের গোপালপুর ফারাকিডাঙায় প্রায় ১৫ বিঘা জমিতে করলা, ঢেঁড়স, বিনস চাষ শুরু করা হয়। এছাড়াও আমলাজোড়া পঞ্চায়েতের মানিকাড়া, মলানদীঘি পঞ্চায়েতের ঘটকডাঙা, দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের প্রতাপপুর, মাধাইগঞ্জ এলাকায় ওইসব সব্জি বাগান তৈরী হয়।সেচের জন্য ১০০ দিনের কাজে করা হয়েছে বিশাল জলাশয়। সেখান থেকে নালা ও সৌরবিদ্যুৎতের পাম্পের মাধ্যমে সেচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লকডাউনের সময় আসানসোল-দুর্গাপুরে সব্জির জোগানে যেমন চাহিদা মেটানো তেমনই দাম নিয়ন্ত্রনে গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা নিয়েছিল। তবে বর্তমানে কার্যত লাটে উঠেছে সেসব জমিতে সব্জি চাষ। জানা গেছে, বনকাটির শ্যামবাজার এলাকায় নতুন করে উষরমুক্তি প্রজেক্টে করলা, টমেটো সব্জি চাষ শুরু হয়েছে। ফলন ধরতে এখন মাসখানেক সময় লাগবে। আর জোগান কম হওয়ায় বাজার যখন অগ্নিমূল্য, ফঁড়দের তখন স্বৈরাচারী রাজ। বাজারে কৃতিম সঙ্কট তৈরী করে মাঝপথে নিজেদের মত দামে বিক্রি করে মুনাফা লুটছে ফঁড়রো। এক কথায় বাজারের দাম নিয়ন্ত্রন করছে ফঁড়রো। কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার বলেন, কৃষকরা দাম পাচ্ছে না। আ।তদার কম দামে কিনে মজুত করে বাজারে সঙ্কট তৈরী করছে। ফলে সাধারন মানুষ সঙ্কটে ভুগছে। চাষীরা লোকসানে জর্জরিত হচ্ছে। এসব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নীতির ফল। বিজেপি বিধায়ক লক্ষন ঘুই বলেন, আমদানি নেই। দাম সেরকমভাবে কিছুই কমেনি। কৃষকরা চাষ করে সব্জির দাম পাচ্ছে না। ফঁড়েদের রাজত্ব চলছে। কম দামে কিনে মজুত করে বাজারে সঙ্কট তৈরী করছে। ফলে সাধারন মানুষ সঙ্কটে ভুগছে। চাষীরা লোকসানে জর্জরিত হচ্ছে। নজরদারি নেই। বাজারে দাম নিয়ন্ত্রনে ব্যার্থ রাজ্য সরকার। যার দরুন নাভিশ্বাস দশা মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির। যদিও পশ্চিম বর্ধমান জেলা কৃষি বিপনন আধিকারিক দিলীপ মন্ডল বলেন, নিয়মিত নজরদারি রাখা হয়েছে। আলুর রপ্তানির ওপর কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে। জেলার বিভিন্ন বাজারে অভিযান চলছে। দাঁড়িপাল্লা, বাটখারার ওজন ঠিক রয়েছে কিনা, আড়তগুলোতে অভিযান করা হচ্ছে। গত কয়েকদিন ৫ টি ওজন মেশিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ফলে তুলনামুলকভাবে কাঁচা সব্জির দাম অনেকটাই কমতে শুরু করেছে। শিল্পাঞ্চলে সুফল বাংলা স্টলে পর্যাপ্ত সব্জি মজুত রাখতে বলা হয়েছে।

অসমে এ-পর্যন্ত সিএএ আবেদনকারী মাত্র আটজন, সাক্ষাৎকার দিয়েছেন দুজনঃমুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৯ জুলাই ঃ ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে অসমে এখন পর্যন্ত আবেদন করেছেন মাত্র আটজন। তাঁদের মধ্যে সাক্ষাকার দিয়েছেন মাত্র দুজন, জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা ফরেন ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্টের অধীনে হিন্দু বাঙালিদের বিরুদ্ধে মামলা বাদ দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।গত সোমবার জনতা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, গত চার মাসে মাত্র আটজন নতুন সংশোধিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) অধীনে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন। ওই আবেদনকারীদের মধ্যে মাত্র দুজন সাক্ষাকারে উপস্থিত ছিলেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ' বহু হিন্দু বাঙালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছি। জিজ্ঞাসা করেছি, কেন তাঁরা সিএএ-র অধীনে আবেদন করছেন না। তাঁরা আমাকে বলেন, আমরা আমাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত। কেননা আমরা ১৯৭১ সালের আগে ভারতে প্রবেশ করেছি। তাই সিএএ-র অধীনে আবেদন করতে চাই না, বরং আমরা আদালতে আমাদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে চাই।' তিনি বলেন, ২০১৫ সালের আগে আগত শরণার্থীদের ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে।অসম সরকার হিন্দু বাঙালিদের বিরুদ্ধে সিএএ-র অধীনে মামলাগুলি প্রত্যাহার করছে কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ' বিভ্রান্তিকর, কেননা আমরা কোনও মামলা বাদ দিতে পারি না। আমরা শুধু বলেছি, মামলা করার আগে পোর্টালে আবেদন করতে হবে সংশ্লিষ্টদের। কেননা, মামলা করলেও কোনও ফল হবে না, কারণ তাঁরা নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকারী। 'মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, কীভাবে সিএএ-বিরোধী বিক্ষোভকারী নেতারা মানুষকে ভযভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করেছিলেন তা সবাই জানেন। তারা বলেছিলেন, ৫০ লক্ষ পর্যন্ত অবৈধ হিন্দু বাঙালি সংশোধিত আইনের অধীনে নাগরিকত্ব পাবেন।তিনি বলেন, নাগরিকত্ব অসমের একটি সংবেদনশীল ইস্যু যা কয়েক দশক ধরে বহিরাগত বিরোধী আঃেদালনের আগুনে জ্বলছিল। ২০১৯ সালে অসমে সিএএ-বিরোধী ব্যাপক আন্দোলনের সময় পাঁচজনকে নিহত হতে হয়েছে। তিনি বলেন, ' বলছি না নামবো না নামবো না, আমরা শুধু আইনি বিধানকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি।'মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা ফরেন ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্টের অধীনে হিন্দু বাঙালিদের বিরুদ্ধে মামলা বাদ দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তিনি সংশোধিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) অধীনে নাগরিকত্বের মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে বলেন, রাজ্য সরকার কোনও মামলা বাদ দিচ্ছে না। তবে আবেদনকারীদের আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে উসাহিত করে সরকার। বরাক উপত্যকায় চলমান আউটরিচ প্রোগ্রামগুলির উল্লেখ করে এখন পর্যন্ত অতি কম সংখ্যক আবেদন প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সিএএ-র অধীনে আরও বেশি আবেদন আশা করছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের দাবি ভারতের, রাষ্ট্রসংঘে ভারসাম্যের খেলায় নয়াদিল্লি?

গাজায়,১৯জুলাইঃ১০ মাস পেরিয়ে গেলেও গাজায় জারি রয়েছে হত্যাযজ্ঞ। ইজরায়েলি সেনার অভিযানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গোটা ভূখণ্ড। পাশাপাশি গাজায় হামাসের ডেরায় এখনও বন্দি ইজরায়েলের শতাধিক মানুষ। এই পরিস্থিতিতে গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়েছে ভারত। একইসঙ্গে দ্রুত পণবন্দিদের ঘরে ফেরানোর বিষয়টির উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে।গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে বেনজির হামলা চালায় প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাস। এই সন্ত্রাসবাদের কড়া নিন্দা জানিয়েছিল ভারত। আবার গাজায় নিরীহ প্যালেস্তিনীয়দের মৃত্যুতেও সরব হয়েছে নয়াদিল্লি। গত বুধবার রাষ্ট্রসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধি আর রবীন্দ্র বলেন, গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে যে হামলা হয়েছিল ভারত তার কড়া প্রতিবাদ জানায়। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান একই থাকবে। তবে হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধের ফলে প্রাণ হারাচ্ছেন নিরীহ মানুষ। আমরা এর নিন্দা জানাচ্ছি। আমরা আলোচনা ও কূটনৈতিক বৈঠকের মাধ্যমে এই সংঘাতের সমাধানের দাবি জানাচ্ছি।একদিকে চলছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, অন্যদিকে জঙ্গিদের ডেরায় বন্দি শয়ে শয়ে মানুষ। এনিয়ে আর রবীন্দ্র বলেন, সকলের নিরাপত্তার ও মঙ্গলের জন্য আমরা অবিলম্বে গাজায় যুদ্ধবিরতি চাই। এই লড়াই যেন পুরোপুরীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। একই সঙ্গে গাজায় যেন মানবিক সহায়তা অব্যাহত থাকে সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। অবিলম্বে এবং নিঃশর্তভাবে পণবন্দিদের ঘরে ফেরানোর বিষয়েও আমরা জোর দিচ্ছি। বিশ্লেষকদের মতে, মিশর, সৌদি আরবের মতো মুসলিম বিশ্বের দেশের কাছে ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চায় না ভারত। আবার সময় পরীক্ষিত বন্ধু ইজরায়েলের পাশ থেকেও সরে আসতে চায় না সাউথ ব্লক। তাই রাষ্ট্রসংঘে এদিন ভারসাম্য বজায় রেখেই অবস্থান স্পষ্ট করেছে ভারত। সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করে পণবন্দিদের মুক্তির বিষয়ে যেমন জোর দেওয়া হয়েছে। তেমনই গাজার মৃত্যুমিছিল বন্ধের জন্য যুদ্ধবিরতির আহ্বানও জানানো হয়েছে। এদিকে, ইজরায়েলের অভিযানের ফলে গাজায় তীব্র হয়েছে ওষুধের সংকটও। যা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো। গাজায় জারি রয়েছে মৃত্যুমিছিল। মৃতের সংখ্যা পেরিয়ে গিয়েছে ৩৮ হাজার। হাসপাতালগুলো উপচে পড়ছে মৃতদেহে। আহতের সংখ্যাও দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফলে সবকিছু সামাল দিকে হিমশিম খেতে হচ্ছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে। এর মাঝেই গত এপ্রিল মাস থেকে দেখা দিয়েছে ওষুধের আকাল।

২৮ জুলাই ফের শোনা যাবে মনকিবাত, প্রধানমন্ত্রীর বার্তা শোনার প্রতীক্ষায় দেশবাসী

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই ঃ লোকসভা ভোটের পর গত ৩০ জুন প্রথমবার শোনা গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মনকিবাত অনুষ্ঠান। ৩০ জুনের পর আগামী ২৮ জুলাই আবারও শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মনকিবাত। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তৃতীয়বার দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই হবে তাঁর দ্বিতীয় মনকিবাত অনুষ্ঠান। ২৮ জুলাইয়ের মনকিবাত অনুষ্ঠানটি হবে ১১২তম পর্ব।বেলা ১১টা থেকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সবকটি চ্যানেলে এবং আকাশবাণীর নিউজ অন এআইআর ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে ও ইউটিউব চ্যানেলেও মনকিবাত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। প্রতিবারের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী মোদী মনকিবাত অনুষ্ঠানে কী বক্তব্য রাখেন, তা জানার অপেক্ষায় সমগ্র দেশবাসী।

শান্তি ফিরল না বাংলাদেশে, ভারতীয়দের ফের সতর্ক করল নতুন দিল্লি

ঢাকা, ১৯ জুলাই ঃ সংরক্ষণ সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে এখনও অশান্ত রয়েছে বাংলাদেশ। বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা, আগুন জ্বলছে রাজধানী ঢাকায়। শুক্রবার ঢাকার সঙ্গে গোটা দেশের মধ্যে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। সমগ্র দেশে আংশিকভাবে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। সরকার যে কোনওভাবেই আন্দোলন রুখতে তৎপর। কিন্তু, আন্দোলনকারীরা নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড়। মীরপুর ১০ নম্বর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ৫টি মোটরবাইককে। রামপুরা বাড্ডায় পুলিশ ছাত্রলীগ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়।এই পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের ফের সতর্ক করল নতুন দিল্লি। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল শুক্রবার এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, বাংলাদেশে ভারতীয় নাগরিকদের ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের জারি করা পরামর্শ অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ভারতীয় নাগরিকদের যে কোনও সহায়তার জন্য হাই কমিশন এবং সহকারী হাই কমিশনগুলি হেল্পলাইন নম্বরগুলিতে উপলব্ধ রয়েছে।

নিট-ইউজি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ২২ জুলাই ফের শুনানি, এনটিকে বিশেষ নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই ঃ নিট-ইউজি পরীক্ষায় অনিয়ম ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে পুনরায় শুনানি হবে আগামী ২২ জুলাই। গত বৃহস্পতিবারের শুনানির পর পরবর্তী শুনানির দিন ২২ জুলাই ধার্য করা হয়েছে। একইসঙ্গে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সিকে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।সুপ্রিম কোর্ট এদিন এনটিএ-কে নিজেদের ওয়েবসাইটে নিট-ইউজি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের পরিচয় আড়াল রাখতে হবে। ফলাফল আলাদাভাবে শহর এবং কেন্দ্রভিত্তিক ঘোষণা করা উচিত বলেও জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

প্যারিস অলিম্পিকে পর্যটকদের সুবিধা দিতে তৈরি এআই প্রযুক্তি

প্যারিস, ১৯ জুলাইঃ এসে গেল প্যারিস অলিম্পিক। গেমসকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষ ফ্রান্সে আসবেন। আর গেমসে আসা মানুষদের সুবিধা দিতে প্যারিস জুড়ে এক উদ্যোগ নিয়েছে ফ্রান্স সরকার। ত্রাদিভিয়া নামক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) নির্ভর ট্রান্সলেটর ডিভাইস নিয়ে তিন হাজারের বেশি এজেন্ট দর্শনার্থীদের সাহায্য করতে তৈরি। স্টেডিয়াম খুঁজে পেতে এবং আরও বেশ কিছু বিষয় জানতে এই প্রযুক্তি সাহায্য করবে।এই ডিভাইস প্রায় ১৬টি ভাষা অনুবাদ করতে পারে। ফলে পর্যটকদের ভাষা বুঝতে পারবে এজেন্টরা। সুবিধা অনুযায়ী পর্যটকদের স্টেডিয়ামের অবস্থান থেকে শুরু করে পর্যটন স্থানগুলো নিয়ে নানাভাবে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারবে এইসব এজেন্ট।

হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক খাট্টারের

চন্ডীগড়, ১৯ জুলাই ঃহিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু ও হিমাচল মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে এক বিশেষ বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার। শুক্রবার চন্ডীগড়েএই বৈঠক হয়। বৈঠকে বিদ্যুৎ, স্মার্ট সিটি-সহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সঙ্গে এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সুখু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হিমাচলের মন্ত্রীরাও।কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু বলেছেন, আমরা বিদ্যুৎ, স্মার্ট সিটি এবং আরও অনেক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরছেন বাইডেন! 'সিদ্ধান্ত কার্যত চূড়ান্ত', বলছেন দলীয় নেতৃত্ব

ওয়াশিংটন,১৯জুলাইঃপ্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে চান জো বাইডেন! এমনটাই শোনা যাচ্ছে মার্কিন রাজনীতির অন্দরে কান পাতলে। বেশ কয়েকদিন ধরেই তাঁর দল থেকেই দাবি উঠছে, প্রেসিডেন্ট পদের লড়াই থেকে বাইডেনের সরে দাঁড়ানো উচিত। সেই দাবি তুলেছেন বারাক ওবামাও। এহেন পরিস্থিতিতেই করোনা আক্রান্ত হন বাইডেন। সবমিলিয়ে সূত্রের খবর, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহারের কথা ভাবছেন তিনি।৮১ বছর বয়সি নেতা কি আগামী চার বছর ধরে আমেরিকাকে (USA) পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য শারীরিকভাবে সক্ষম? নির্বাচনের অন্তত বছরখানেক মার্কিন মুলুকে ঘোরাফেরা করছে সেই প্রশ্ন। বিশেষত প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটে' ডোনাল্ড ট্রাম্পের (Donald Trump) সামনে রীতিমতো বেকায়দায় পড়তে হয়েছিল ডেমোক্র্যাট নেতাকে। তার পর থেকেই ডেমোক্র্যাটদের একাংশ সোজাসুজি দাবি তোলেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে এবার সরে দাঁড়ান বাইডেন (Joe Biden)। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা থেকে প্রাক্তন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি- একই কথা বলেন প্রত্যেকেই।এহেন পরিস্থিতিতেই বুধবার জানা যায়, করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বাইডেন। কয়েক দিন ডেলাওয়ারে নিজের বাসভবনে নিভৃতবাসে থাকবেন তিনি। সেখান থেকেই যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করবেন। নির্বাচনী প্রচারেও দেখা যাবে না তাঁকে। উল্লেখ্য, গত দুবছরে এই নিয়ে তিনবার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বাইডেন। সুস্থ হয়ে ফিরে তিনি কি আবার পুরোদমে নির্বাচনী প্রচারে নামতে পারবেন, উঠছে সেই প্রশ্নও।তার মধ্যেই বাইডেনের এক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর বিষয়টি নিয়ে খুব গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করছেন প্রেসিডেন্ট। ডেমোক্র্যাট সেনেট জানিয়েছেন, কোভিডের কারণে আপাতত আইসোলেশনে রয়েছেন বাইডেন। সেখানেই ভাবনাচিন্তা করছেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবেন কিনা। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশের মতে, বাইডেনের সরে যাওয়া কার্যত নিশ্চিত। কেবলমাত্র ঘোষণার অপেক্ষা।

আইইডি বিস্ফোরণে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর, সাই বললেন নকশালবাদের অবসান করবই

রায়পুর, ১৯ জুলাই ঃ ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত বিজাপুর জেলায় সম্প্রতি আইইডি বিস্ফোরণে শহীদ হয়েছেন দু'জন এসটিএফ জওয়ান। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ভরত লাল সাহু, শুক্রবার সকালে ওই জওয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই। একইসঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন, নকশালবাদের অবসান আমরা করবই।ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই শহীদ জওয়ান ভরত লাল সাহুর কফিনবন্দি দেহ কাঁধে নেন। শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আমরা ভরত লাল সাহুকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি, যিনি বিজাপুর জেলায় আইইডি বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন। চারজন আহত জওয়ান বিপদমুক্ত। আমরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে নকশালবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লড়াই করছি, আমরা নকশালবাদের অবসান করব।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল চিলি তীব্রতা ৭.৩, তবে নেই সুনামির সতর্কতা

সান্তিয়াগো, ১৯ জুলাইঃ জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণ আফ্রিকার চিলি। আমেরিকার ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে)-এর তরফে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার (স্থানীয় সময় অনুযায়ী) কম্পন অনুভূত হয় চিলির উপকূলবর্তী শহর আন্তোফাগাস্তা-সহ বিস্তীর্ণ অংশে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৭.৩।ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলটি আন্তোফাগাস্তার ২৬৫ কিলোমিটার পূর্বে, ভূপৃষ্ঠ থেকে অন্তত ১২৬ কিলোমিটার গভীরে ছিল। ভূমিকম্পের জেরে আপাতত কোনও সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি। কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির খবরও মেলেনি।

আবহাওয়া

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে আগামী ২২ জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৬ শতকরা এবং ৬৯ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৭ টা ২৪ মিনিট এবং রাত ৮টা ১৯ মিনিট। ভাটা-বেলা ১১টা ৪৭ মিনিট এবং রাত ১২ টা ০১ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ০২ মিনিট এবং অস্ত ৬ টা ২৪মিনিট।

রাশিফল

মেষরাশিঃ কর্মপ্রার্থীরা বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নানা কাজে নিয়োজিত হতে পারে।

বৃষ রাশিঃকর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় কর্ম পরিবর্তনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। নতুন বাড়ি বা ফ্ল্যাট কেনার জন্য সময়টি শুভ। ব্যবসায়ীরা নিজের সাধ্যের অতীত ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করবেন না।

মিথুনঃআশা- শ্বশুরকুলের সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদে জ।িয়ে পড়তে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের থেকে সহযোগিতা পাবেন। ।

কর্কট রাশি ঃ পিতার শারীরিক অসুসুতার জন্য মানসিক উদ্বেগ- বৃদ্ধি পাবে। নব-বিবাহিত দম্পতিরা বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন।।

সিংহ রাশিঃসপ্তাহের শুরুতে আপনার জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে। সন্তানের লেখাপড়ায় সাফল্যের জন্য মানসিক শান্তি।

কন্যা রাশিঃ অংশীদারি ব্যবসায় মনোমালিন্য দেখা দিলে এককভাবে ব্যবসা পরিচালনার চেষ্টা করুন।

তুলারাশিঃ কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে চলবে। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য এখনই কোনও বড় বিনিয়োগ করবেন না।

বৃশ্চিক রাশি ঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত শ্রম ও বুদ্ধির ফলে ব্যবসায় উন্নতি।

ধনু রাশি ঃ হঠাৎ কোনও কারণে সংসারে ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। পুরনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে হঠা সাক্ষা হতে পারে।

মকর রাশিঃ জীবনে উত্থান-পতন থাকলেও ক্রমান্বয়ে কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

কুম্ভ রাশি ঃকর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুর থেকে সাবধানে থাকুন। শ্বশুরকুল থেকে কিছু সম্পত্তি হাতে আসতে পারে।

মীন রাশিঃ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে টাকা-পয়সার লেনদেন বুঝেশুনে করবেন। বাড়িতে অতিথি আসতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফে চালু হল পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পাওয়ার অনলাইন মাধ্যম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য অনলাইন মাধ্যম চালু করা হল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সদর ভবানী ভবন থেকে। এর আগে কলকাতা পুলিশ কমিশনারেট এবং বিধান নগর পুলিশ কমিশনারেট এ অনলাইন মাধ্যমে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পাওয়া যেত। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আওতাধীন এলাকায় শুধুমাত্র ম্যানুয়াল মাধ্যমেই এত দিন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পাওয়া যেত। তাতে সাধারণ মানুষ অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তেন। যার ফলে এই সার্টিফিকেট পেতে সাধারণ মানুষকে অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের যৌথ উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের জন্য পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট অনলাইন মাধ্যমে চালু করা হলো। PCC.WB.gov.in এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ওয়েবসাইটেও এই ওয়েবসাইটের লিংক শেয়ার করা রয়েছে। সার্টিফিকেট এর এপ্লিকেশন করার ৭২ ঘণ্টা থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই পাওয়া যাবে সার্টিফিকেট অনলাইন মাধ্যমেই। পশ্চিমবঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকেও এই আবেদন করা যেতে পারে অনলাইন মাধ্যমেই। অনলাইন মাধ্যম শুরু করা হলেও ম্যানুয়াল মাধ্যমও সমান্তরাল ভাবে থাকছে। শুধুমাত্র পাসপোর্ট এর ক্ষেত্রেই নয় এই সার্টিফিকেট ইমিগ্রেশন বিদেশে কাজ করতে যাওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন কাজের জন্য এই সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয়। আগামী ১ থেকে দু সপ্তাহের মধ্যে আরও একটি পরিষেবা চালু করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। এই চালু করার সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সুকেশ কুমার জৈন IPS, IGP TRAFFIC WB. সুপ্রীম সরকার ADG IGP , SOUTH BENGAL. অজয় কুমার ADG IGP (HQS), WB অনলাইন এ PCC অ্যাপ্লিকেশন এর পদ্ধতি- PCC.WB.gov.in ওয়েব সাইট এ গিয়ে অ্যাপ্লাই ফর পিসিসি তে ক্লিক করলে মোবাইল নাম্বার দিয়ে ভেরিফিকেশন করতে হবে। তারপরে অ্যাপ্লিকেশন পেজ আসবে। এবং এপ্লিকেশন পেজে প্রয়োজনীয় তথ্য ফিলাপ করার পর সাবমিট করলে আধার কার্ডের সঙ্গে যে মোবাইল নাম্বার যুক্ত রয়েছে সেখানে একটি ওটিপি যাবে সেই ওটিপি ইন্টার করার পর কতদিনের মধ্যে এই সার্টিফিকেট চাইছেন সেখানে ক্লিক করতে হবে। পেমেন্টের অপশন আসবে ৩০০ টাকা পেমেন্ট করার পর এপ্লিকেশন সাবমিট করতে হবে। এপ্লিকেশন সাবমিট করার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেলার এসপি অফিস এবং স্থানীয় থানার আধিকারিকরা জানতে পারবেন এই অ্যাপ্লিকেশনের বিষয়।

বিধানসভার নিরাপত্তায় বাড়তি নজর, লাগানো হচ্ছে ২২টি আধুনিক ক্যামেরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ বিধানসভার নিরাপত্তা আরও আঁটসাঁট করতে পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে খবর মিলেছে। জানা গিয়েছে, সেখানে অতিরিক্ত সিসিটিভি বসাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। লালবাজারের সূত্র জানতে পারা গিয়েছে, বিধানসভার বিভিন্ন কোণে বসানো হচ্ছে মোট ২২ টি আধুনিক সিসিটিভি ক্যামেরা। গত ডিসেম্বর মাসে সাংসদে 'স্মোক গ্রেনেড' নিয়ে হামলার পর বিধানসভায় নিরাপত্তা আরও কড়াকড়ি করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিধানসভায় যাতে দর্শনার্থীদের নামে অযাচিত ব্যক্তিরা না প্রবেশ করতে পারে, তার জন্য নজরদারি বাড়ানোর ব্যাপারেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। নজরদারি বাড়ানোর জন্যই লালবাজারের পুলিশকর্তারা বিধানসভায় অতিরিক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নেন। সেই অনুযায়ীই বিধানসভায় ২২টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। লালবাজারের সূত্র জানিয়েছে, মূলত বাইরের লোকেরা যে জায়গাগুলি দিয়ে প্রবেশ করতে পারেন, সেগুলি সমীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এ ছাড়াও বাইরে থেকে এসে যদি কেউ লুকিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে চায়, তা-ও যাতে পুলিশের নজরদারির মধ্যে আসে, সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বিধানসভা চত্বরে যাতে কোনও ভিভিআইপি অথবা ভিআইপির নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, সেদিকেও নজর রাখার জন্য সিসিটিভির উপরই ভরসা করছেন লালবাজারের কর্তারা। লালবাজারের সূত্র জানিয়েছে, ২২টি আধুনিক চার এমপি বুলেট ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ক্যামেরার ছবি অনেকটাই স্পষ্ট। ক্যামেরার সঙ্গে সঙ্গে তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রও কেনা হচ্ছে। থাকছে বুলেট ক্যামেরার 'ক্যামেরা আর্ম'। ভালভাবে নজরদারির জন্য দুটি ৩২ ইঞ্চির মনিটর কেনা হচ্ছে বলে খবর। যদি কোনও কারণে বিধানসভায় বিদ্যুৎ বিপর্যয়ও হয়, সেই ক্ষেত্রে যাতে সিসিটিভি বা মনিটরের কাজ বন্ধ না হয়, তার জন্য ৩০ মিনিট ব্যাক আপেরও ব্যবস্থা থাকছে। সম্পূর্ণ এই ব্যবস্থার খরচ হচ্ছে প্রায় ২১ লাখ টাকা।

বজবজে জ্যোতিষীর পচাগলা দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৯ জুলাই ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের এমএন ঘোষ এলাকায় অবস্থিত একটি বাড়ি থেকে পুলিশ একটি জ্যোতিষীর পচাগলা দেহ উদ্ধার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত জ্যোতিষীর নাম ত্রিদিব দাশগুপ্ত (৫৫)। পুলিশ মৃতদেহটি নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে জ্যোতিষীর বাড়ি থেকে তীব্র গন্ধ আসছিল। স্থানীয় লোকজন পৌরসভার চেয়ারম্যানকে এই তথ্য জানান। চেয়ারম্যান বিষয়টি পুলিশকে অবহিত করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ওই ব্যক্তির ঘরের দরজা ভেঙে তার পচাগলা দেহ উদ্ধার করে। স্থানীয় লোকজন জানান, ত্রিদিব বাড়িতে একাই থাকতেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন। স্থানীয় লোকজন জানান, মাঝেমধ্যেই তিনি এই কাজে বাইরেও যেতেন। ত্রিদিব তার প্রতিবেশীদের সাথে খুব একটা মেলামেশা করতেন না।

নববারাকপুরে সার্বজনীন দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজো উদ্বোধনে উদ্দীপনা

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ১৯ জুলাই ঃ ঢাকে পড়ল কাঠি। বাঙালির প্রিয় উৎসব দুর্গোৎসব।পুজোর বাকি ৮০ দিন। দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজো একটা চিরাচরিত প্রথা। শহর জুড়ে শুরু হয়েছে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি খুঁটিপুজো।মফস্বল শহরে খুঁটিপুজো ঘিরে বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন গুলি ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত ব্যস্ততা তুঙ্গে।শুক্রবার দুপুরে নববারাকপুর বিদ্রোহী স্পোর্টিং ক্লাবের ৩৩ তম বর্ষের সার্বজনীন দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজো উদ্বোধন ঘিরে এলাকাবাসীর উদ্দীপনা উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণে ঢাক কাশী ঘঃটা বাদ্যি সহকারে খুঁটিপুজো হল।বিদ্রোহী স্পোর্টিং ক্লাবের কর্ণধার অসীম দাস বলেন প্রতিবারের মতো এবারও পুজোতে চমক থাকছে, তাইওয়ানের বৌদ্ধ টেম্পেল এবার বিশেষ আকর্ষণ। মন্ডপের ভিতরে কারুকার্য। কৃষ্ণনগরের অপরুপ মাতৃ প্রতিমা তেও থাকছে সাবেকিয়ানা।এবার ও হাজার হাজার দর্শনার্থীদের ঢল নামবে। পুজোর পাঁচ দিন ধরে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও উপস্থাপনা হবে সুদৃশ্য মঞ্চে। ।পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডে হরিপদ বিশ্বাস শিশু উদ্যান প্রাঙ্গণে হরি পদ বিশ্বাসের আবক্ষ মর্মর মূর্তিতে মালা পরিয়ে.দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজো উদ্বোধন করলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। ছিলেন পুর প্রতিনিধি নীতা দে, বেবি চক্রবর্তী, সমাজকর্মী মৃদুলা সাহা, তনয় দাস সহ পুজো কমিটির সদস্যরা।

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের নামখানা নারায়ন বিদ্যামন্দিরের উদ্যোগে পালন করা হল বনমহোৎসব। উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের নব নির্বাচিত সাংসদ বাপি হালদার, ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার মালি, নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস, প্রাক্তন প্রধান অজিত কুমার গিরি সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

২২ জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে আগামী ২২ জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। বৃষ্টি থেকে রেহাই পাবে না উত্তরবঙ্গও। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ২১ জুলাই পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। আগামী কিছু দক্ষিণ ও উত্তর দুই বঙ্গের আবহাওয়াই থাকবে মনোরম। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৯ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২২ জুলাই পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা ও বাঁকুড়া জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২০ জুলাই পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টি হবে। এরপর ২১ জুলাই পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকু।া, ঝা।গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। ২২ জুলাই বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া ও বর্ধমান জেলায়। উত্তরবঙ্গেও আগামী ২১ জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২০ জুলাই জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এরপর ২১ জুলাই কালিম্পঙ, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার দু-একটি অংশে ভারী বৃষ্টির (০৭-১১ সেন্টিমিটার) সম্ভাবনা রয়েছে।

জুমকার অ্যাপ থেকে গাড়ি নিয়ে বিক্রির চক্রের সন্ধান,পুলিশের জালে ৪ অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ গাড়ি চোরদের নজর পড়লো জুমকার অ্যাপের দিকে। পছন্দের গাড়ি ভাড়া নিয়ে পরে সেই গাড়ি বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে ভিনরাজ্যে। অভিনব গাড়ি চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে কসবা থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম আনিশ গুপ্ত ওরফে অংশু (২০), জসওয়ান্ত মণ্ডল (২১), রণধীর রায় (২৩) এবং ভবেশ ঝা (২১)। আনিশ ও জসওয়ান্ত তিলজলার বাসিন্দা। বাকি দুজনের বাড়ি কসবায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার নিউটাউনের বাসিন্দা প্রবেশ কোঠারি কসবা থানায় গাড়ি চুরির অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তিনি পুলিশকে জানিয়েছিলেন, কসবার একটি শপিংমলের কাছ থেকে গাড়িটি চুরি হয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে গাড়িটি জুমকার অ্যাপ থেকে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। সেই গাড়ি হাতে পাওয়ার পর অ্যাপ ডিঅ্যাক্টিভেট করে দেন অভিযুক্তরা। এরপর গাড়ির জিপিএস লোকেশন ট্রাক করে জানা যায় গাড়িটি পূর্ব বর্ধমানের মেমারির কাছে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে রয়েছে। খবর দেওয়া হয় মেমারি থানায়। ঘটনার কথা জানতে পেরে মেমারি থানার পুলিশ অভিযুক্ত চার যুবক-সহ গাড়িটিকে আটক করে। পরে ধৃতদের কসবা থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃতদের জেরা করে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, যুবকরা একটি চক্র চালাচ্ছিলেন। এই চক্রের কাজ জুমকার থেকে গাড়ি ভাড়া নিয়ে সেই গাড়ি ভিন রাজ্যে বিক্রি করে দেওয়া। এই গাড়িটিওবিক্রি করার পরিকল্পনা ছিল। ধৃতদের আলিপুর আদালতে তোলা হলে ২৩ জুলাই পর্যন্ত পুলিশ হেফাজত দেন বিচারক বলে আদালত সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে।

রাজভবনের তরফে বিধানসভা সচিবালয়কে চিঠি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ ভগবানগোলা এবং বরানগর বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী দুই প্রার্থীকে শপথ বাক্য পাঠ করানোর জন্য উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় কে দায়িত্ব দেওয়া হলেও সেটা মানা হয়েছিল কিনা তা জানতে চেয়ে রাজভবনের তরফে বিধানসভা সচিবালয়কে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি শেষ হওয়া চার বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী প্রার্থীদের শপথ বাক্য পাঠ করানো নিয়ে সচিবালয়ের তরফে রাজভবনে যে চিঠি পাঠানো হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় গতবারের দুই বিধায়ককে শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন বলে সংবাদমাধ্যমে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা কতটা সত্য চিঠিতে তার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে বলে বিধানসভার সূত্রে জানা গিয়েছে। এটা যদি সত্য হয় তবে তার নির্দেশ অমান্য করার পরেও চার বিধায়কের শপথ গ্রহণ নিয়ে কেন তার কাছে অনুমতি চাওয়া হচ্ছে চিঠিতে রাজ্যপাল সেই প্রশ্ন তুলেছেন।

সহায়ক মূল্যে ৫১ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করেছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ রাজ্য সরকার চলতি খরিফ মরসুমে গত পয়লা নভেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ৫১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩৭৮ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করেছে। ১২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭১৫ জন কৃষক ২ হাজার ৫৭১টি কেঃদ্রের মাধ্যমে এই পরিমান ধান বিক্রী করেছন বলে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য চলতি মরসুমে রাজ্য সরকার কুইঃট্যাল প্রতি দুই হাজার ১৮৩ টাকা সহায়ক মূল্যে ধান কিনছে।

পারিবারিক অশান্তির জেরে বৃদ্ধা মাকে মারধর করে হাত ভেঙে দিল ছেলে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ জুলাই ঃ পারিবারিক অশান্তির জের, বৃদ্ধা মাকে মারধর করে হাত ভেঙে দিল 'গুণধর' ছেলে। চরম নৃশংসতা, পারিবারিক অশান্তির জেরে বৃদ্ধা মাকে বেধ।ক মার ছেলের, ভাঙলো হাত। অভিযোগ, হাও।ার ডোমজু। মাক।দহের বাসিন্দা ওই বৃদ্ধাকে বেধড়ক মারধর করেন তাঁর ছেলে। মারের চোটে বৃদ্ধার ডান হাত ভেঙে যায়। বাধা দিতে গেলে ওই বৃদ্ধার নাতি তথা নিজের ছেলেকেও বেধ।ক মারধর করে বৃদ্ধার ছেলে। খবর পেয়ে ওই বৃদ্ধাকে পঞ্চায়েতে নিয়ে আসে স্থানীয় তৃনমূলকর্মীরা। পরে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ওই বৃদ্ধাকে ডোমজু। গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই বৃদ্ধা। অভিযোগ, শুধু এবারই নয়, এর আগেও একাধিক বার ওই বৃদ্ধাকে মারধর করেছেন তাঁর ছেলে। ডোমজুড় থানায় অভিযুক্ত ছেলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই বৃদ্ধা।

পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিকের আওতায় আনার প্রক্রিয়া শুরু, আদালতে জানাল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ জাতীয় শিক্ষা নীতিতে পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিকে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছিল আগেই। এবার এবিষয়ে পদক্ষেপ শুরু করল রাজ্য। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে হলফনামা দিয়ে একথা জানিয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতর। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে জমা দেওয়া হলফনামায় রাজ্য জানিয়েছে, পঞ্চম শ্রেণিকেও প্রাথমিকের আওতায় আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে রাজ্য। ২০২৫ থেকে ২০২৯ সালের মধ্যে পাঁচ দফায় সম্পূর্ণ করা হবে এই প্রক্রিয়া। শুধু পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিকের আনা নয়, সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, পরিকাঠামোগত মানোন্নয়নের কথাও আদালতকে জানিয়েছে রাজ্য। জমা দেওয়া হলফনামায় রাজ্য জানিয়েছে, প্রথম দফায.২৩৩৫টি স্কুল, দ্বিতীয় দফায় ১৭৭৫টি, তৃতীয় দফায় ২৯৬৬টি, চতুর্থ দফায় ১২ হাজার এবং পঞ্চম দফায় ১৩০৯৩টি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিকের আওতায় আনা হবে। স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রের খবর, রাজ্যে মোট প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা প্রায় ৪৯ হাজার। এর মধ্যে ২০১৮ সালে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আমলে প্রাথমিকে পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে প্রায় ১৭ হাজার প্রাথমিকের সঙ্গে পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত করাও হয়েছিল। এবার বাকিগুলিতেও পঞ্চম শ্রেণিকে যুক্ত করা হবে।

পোলবা দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে পালন করা হলো বনমহোৎসব

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৯ জুলাই ঃ ১৪ই জুলাই থেকে শুরু হয়েছে অরণ্য সপ্তাহ, আর এরই মধ্যে আজ হাওড়া বনবিভাগ ও হুগলি জেলা পরিষদের উদ্যোগে পোলবা দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে পালন করা হলো বনমহোৎসব। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, হুগলির জেলা শাসক মুক্তা আর্য, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জনধারা, বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি সহ জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষগন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আজকের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি পরিবেশ রক্ষায় প্রতি বছরই বৃক্ষ রোপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তারই অনুপ্রেরণায় আজকে হাওড়া বনবিভাগের সহযোগিতায় হুগলি জেলা পরিষদের উদ্যোগে পোলবা দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে বনমহোসব অনুষ্ঠান পালিত হলো। এই উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সঙ্গে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বৃক্ষরোপণ, গাছের চারা বিতরণ করা হয়। মন্ত্রী বলেন গাছ কার্বনডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ছাড়ে অন্যদিকে মানুষ অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ে। তাই উদ্ভিদের সঙ্গে মানুষের বেঁচে থাকার পারস্পরিক সম্পর্ক জড়িত রয়েছে। এছাড়াও পরিবেশ রক্ষায.গাছের বিকল্প কিছু নেই। এই জন্যই বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত জরুরী। তিনি জানান মানুষকে বৃক্ষরোপনে সচেতন করতে জন প্রতিনিধির সর্বাঙ্গে এগিয়ে আসা দরকার তারাই মানুষকে বৃক্ষরোপনে সচেতন করতে পারেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলের অপারেটিং এবং বাণিজ্যিক বিভাগের কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছেন রবিন্দর গোয়েল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ শ্রী রবিন্দর গোয়েল,সদস্য অপারেশনস অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, রেলওয়ে বোর্ড আজ (১৬০৭২০২৪) সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার, গার্ডেন রিচ পরিদর্শন করেছেন এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলের অপারেটিং এবং বাণিজ্যিক বিভাগের কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছেন, ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং মেট্রো রেলওয়ে। শ্রী দীপক কুমার ঝা, প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন ম্যানেজার, এসইআর, শ্রী উপিন্দর সিং, প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার, এসইআর এবং অন্যান্য সিনিয়র ট্রাফিক অফিসাররা দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। শ্রী গোয়েল বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের বিষয়ে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক শ্রী অনিল কুমার মিশ্রের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং নতুন লাইন, ডাবলিং, থার্ড লাইন, রোড ওভার ব্রিজ, যাত্রী সুবিধার কাজ ইত্যাদির মতো প্রকল্পগুলি সময়মতো শেষ করার উপর জোর দিয়েছেন। আলোচনাও ছিল। যাত্রী নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হয়। মিটিং চলাকালীন, শ্রী গোয়েল রেলওয়ে অপারেশনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন এবং নিরাপত্তা, সময়ানুবর্তিতা, মাল লোডিং এবং উপার্জনের উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি এসইআর-এর সার্বিক কর্মক্ষমতা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সময়মতো উন্নয়নমূলক কাজ শেষ করার ওপর জোর দেন। ২০২৪-২৫ সালে মালবাহী লোডিং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, মালবাহী ট্রেনের সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য গতি বৃদ্ধি, নতুন লাইনডাবলিংয়ের কাজ, বিভিন্ন ট্রাফিক সুবিধার কাজ ইত্যাদির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল। এর আগে, শ্রী দীপক কুমার ঝা, প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন ম্যানেজার, সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে, সদস্য, অপারেশনস অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, রেলওয়ে বোর্ডকে ২০২৩-২৪ সালে এসইআর-এর অর্জন এবং মূল কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। গত আর্থিক বছরে, এসইআর ২১১.৬০ মিলিয়ন লোড করেছে। টন মালবাহী যা ২০০৩ সালে ট্রাইফার্কেশনের পর থেকে এই রেলওয়ের সর্বকালের সেরা লোডিং পারফরম্যান্স। চলতি আর্থিক বছরে, এসইআর প্রথম ত্রৈমাসিকে ৫২.৩৩ মিলিয়ন টন লোড করেছে, যা ৩.৭৫ বৃদ্ধির বৃদ্ধি। শ্রী গোয়েল বৈঠকে কিছু উন্নতির ব্যবস্থার পরামর্শ দেন এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সামগ্রিক কর্মক্ষমতার প্রশংসা করেন। পরে, শ্রী রবিন্দর গোয়েল, সদস্য অপারেশনস অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্টও আজ এসইআর সদর দফতরে পূর্ব রেলওয়ে এবং মেট্রো রেলওয়ের সাথে নিজ নিজ অঞ্চলের কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা করার জন্য বৈঠক করেছেন। শ্রী সৌমিত্র বিশ্বাস, প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন ম্যানেজার, ইস্টার্ন রেলওয়ে, শ্রী সৌমিত্র মজুমদার, প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার, ইস্টার্ন রেল এবং শ্রী লক্ষেশ্বর সাইকিয়া, প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন ম্যানেজার, মেট্রো রেল এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

২০ ও ২১ জুলাই শিয়ালদহ বিভাগে বাতিল বহু ট্রেন

কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ রেললাইন মেরামতি এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলার জন্য এই সপ্তাহের শনিবার এবং রবিবার একাধিক ট্রেন বাতিল থাকবে শিয়ালদহ ডিভিশনে। বাতিল ট্রেনের প্রায় সব ক'টিই লোকাল। বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রাপথ বদল করা হয়েছে। আর কয়েকটি ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। রবিবার ২১ জুলাই, ওই দিন ধর্মতলায় তৃণমূলের ' সমাবেশ' কর্মসূচি রয়েছে। প্রতি বছরের মতোই জেলা এবং শহরতলি থেকে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের কলকাতায় আসার কথা। সে দিনই শিয়ালদহ ডিভিশনে বহু লোকাল ট্রেন বাতিল থাকায় ভোগান্তির আশঙ্কা করছেন যাত্রীরা। রবিবার এমনিতে ছুটির দিন। অধিকাংশ সরকারি এবং বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকে। তবু বিভিন্ন প্রয়োজনে ওই দিনও পথেঘাটে বেরোন অনেকে। ফলে ট্রেন বাতিল থাকলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির আশঙ্কা রয়েছে।

লগ্নির নামে কোটি কোটি টাকা জালিয়াতি, গাজিয়াবাদ থেকে লালবাজারের জালে যুবক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ লগ্নির নামে পৌনে ২ কোটি টাকার জালিয়াতি। তার মধ্যে ৫৫ লক্ষ টাকা হাতানোর অভিযোগে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ থেকে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল এক যুবক। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম ইন্দর পাল। গত ফেব্রুয়ারি মাসে লালবাজারের সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। প্রথমে অভিযোগকারীর সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে জালিয়াতরা। এর পর তারা টেলিগ্রাম অ্যাপে গ্রুপ তৈরি করে লগ্নি করতে বলে। বিপুল টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই ফাঁদে পা দিয়ে তিনি জালিয়াতদের অ্যাকাউন্টে ১ কোটি ৭৮ লাখ ৩৭ হাজার ১৬৬ টাকা পাঠান। তদন্ত করে গোয়েন্দা পুলিশ জানতে পারে যে, এই টাকার মধ্যে ৫৫ লক্ষ টাকা দিল্লির রাজৌরি গার্ডেনের একটি বস্ত্র বিপণির অ্যাকাউন্টে গিয়েছে। সেই সূত্র ধরে তদন্ত চালিয়ে দেখা যায়, একটি মোবাইল ফোন ওই অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত। গোয়েন্টাদের অভিযোগ, ওই মোবাইল নম্বরটি ইন্দর পালের। সে-ই ওই অ্যাকাউন্টটির নিয়ন্ত্রক। সে ওই জালিয়াতির পুরো টাকা বিভিন্ন অ্যাকাউঃট পাঠিয়েছে। গাজিয়াবাদের লোনি বর্ডার এলাকায় ইন্দরের বাড়িতে লালবাজারের গোয়েন্দারা হানা দেন। তার বাড়ি থেকে ২৩টি এটিএম কার্ড, ১৬টি সিম কার্ড, দশটি বিভিন্ন ব্যাঙ্কের পাস বই, আটটি চেক বই উদ্ধার হয়েছে। তাকে কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

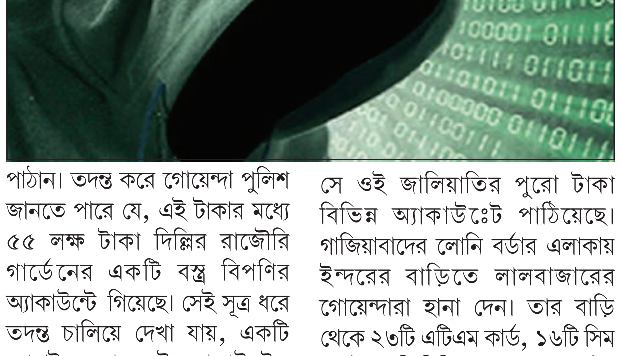

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৩০ সংখ্যা, শনিবার, ৪ শ্রাবণ, ১৪৩১

কলকাতায় প্রথম বিদ্যুৎ

ভারতে বৈদ্যুতিক আলোর প্রথম প্রদর্শনী ১৮৭৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা ছিল বিশ্বের তৃতীয় শহর (১৮৮০-এর দশক) যেখানে বিদ্যুৎ ছিল! এশিয়া এর প্রথম জলবিদ্যুৎ ইনস্টলেশন ১৮৯৭ সালে দার্জিলিং পৌরসভার জন্য সিদ্রাপং-এ একটি চা বাগানের কাছে স্থাপন করা হয়েছিল। এশিয়ার প্রথম বৈদ্যুতিক রাস্তার বাতিটি ১৯০৫ সালের ৫ আগস্ট বেঙ্গালুরুতে জ্বালানো হয়েছিল। ১৮৯৯ সালে ১৯ এপ্রিলে ডালহৌসি স্কোয়ার আর এসপ্লানেডের রাস্তায় ঠেলাগাড়ি আর ঘোড়ার গাড়িতে রঙচঙে পোস্টার লাগিয়ে কলকাতায় প্রথম বিদ্যুৎ আগমনের খবর প্রচার শুরু হল। তার আগে ১৮৯৮ সালের ৬ ডিসেম্বরের স্টেটসম্যান পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছিল ‘ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে কলকাতা শহরে বিদ্যুতের আলো চালু করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদের এজেন্ট হল মেসার্স কিলবার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি। বিদ্যুতের আলোর জন্যে কর্পোরেশন এক লক্ষ স্টার্লিং পাউণ্ড ব্যয় করবে। ষাট হাজার ল্যাম্পের জন্যে মেইন বসানো হয়েছে। ল্যাম্পের সংখ্যা দু’লক্ষ পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে। আপার ও লোয়ার সার্কুলার রোড, ট্র্যাণ্ড রোড ও চিৎপুর অঞ্চলে আলোর ব্যবস্থা করা হবে। আপাতত স্ট্র্যাণ্ড রোড, আপার ও লোয়ার চিৎপুর রোড, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, চৌরঙ্গি রোড, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট, ওয়েলেসলি স্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্ট্রীট, উড স্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, বহুবাজার স্ট্রীট, ধর্মতলা স্ট্রীট, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীটের একাংশ, রাসেল স্ট্রীট ও লাউডন স্ট্রীটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। সমস্ত দিনরাত্রি সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। পাখা চালাবার পক্ষে এই বিদ্যুৎ অত্যন্ত কার্যকর হবে। এতে পাখার কুলির বেতন অপেক্ষাও খরচ কম। মূল কেন্দ্রটি ইমাম বাগ লেনে। সেই কেন্দ্রে ৫০০ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট তিনটি বয়লার আছে। প্রয়োজনে সেই বয়লারকে ৮০০ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট করা যাবে ৮টি ডায়নামো ও একটি স্টোরেজ ব্যাটারির সাহায্যে। এখানকার বিদ্যুতের মূল্য লণ্ডন শহরের বিদ্যুতের মূল্যের সমান হবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিমনিটি কলকাতার মধ্যে সর্বোচ্চ জল সরবরাহ কেন্দ্রের চিমনি অপেক্ষা ৪০ ফুট বেশি উঁচু। জানুয়ারির মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু তার আগেই কোম্পানি বেঙ্গল ক্লাব, ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল এবং বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তির বসত বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করেছেন।’ স্টেটসম্যান পত্রিকার খবরে উল্লেখিত ‘বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তির’ মধ্যে একজন ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর। গগনেন্দ্র নাথের মেয়ে পূর্ণিমা দেবী লিখেছিলেন অখন কলকাতায় ইলেকট্রিক আসে তখন শহরের বড়লোকেরা বাড়িতে ইলেকট্রিক নিতে ভয় পান। লোকে ভাবত বাড়ি ছেঁদা করে আনতে হবে, তারপর হয়ত শক্ লাগতে পারে, নিয়ে কাজ নেই। তার বাবা ই প্রথমে বাড়িতে ইলেকট্রিক আনলেন। তাই দেখে সকলের সাহস হয়। ১৮৯৫ সালে বিদ্যুৎ সরবরাহ আইন পাশ হবার পর ১৮৯৭ সালের ৭ জানুয়ারি তাড়াহুড়ো করে গঠন করা হয় ‘দি ইণ্ডিয়ান ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেড’।

প্রথম পানীয় জল এল

কলকাতায় কলের জল। কলকাতার শুরুতে যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল সেটা হল খাবার জল। কলকাতার এখানে সেখানে তখন পুকুরই ছিল জলের একমাত্র উৎস। কিন্তু সেই সব পুকুরের জলে প্রায়ই দূষিত হয়ে উঠত। সাহেবরা তাই খাবার জলের জন্য চেষ্টা করতে লাগল। ১৭০৬ সালে কলকাতায় পাকাবাড়ি ছিল আটটা। কাঁচাবাড়ি ছিল আট হাজার। পুকুর ছিল সতেরটা। ১৭০৯ সালে লালদীঘি বা ট্যাঙ্ক স্কোয়ারকে ভাল করে কাটিয়ে সংস্কার করে কেল্লা আর কাছারির সাহেবেরা জলের ব্যবস্থা করে। তার আগে তারা জল খেত পুকুর আর গঙ্গা থেকে। শহর যত গড়ে উঠতে লাগল লোকসংখ্যা ততই বাড়তে লাগল। তাই শহরের নানা জায়গায় পুকুর কাটবার দায়িত্ব নিল শহর উন্নয়ন আর লটারি কমিটি। তৈরি হল কর্নওয়ালিশ স্কোয়ার বা হেদুয়া, ওয়েলিংটন স্কোয়ার বা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলেজ স্কোয়ার বা গোলদীঘি, ওয়েলেসলি স্কোয়ার বা গোল তালাও। তবে আদি পুকুর লালদীঘি। লালদীঘির জলকে তখন লোকে বলত সাহেব পুকুরের জল। ১৮২০ সালে চাঁদপাল ঘাটে একটা পাম্প বসানো হয়েছিল। সেখান থেকে খোলা নর্দমার মধ্য দিয়ে জল সরবরাহ হত ধর্মতলা, পার্ক স্ট্রীট, চিৎপুর, লালবাজার, বৌবাজারে। কলকাতার লোকেরা তখন কলসী নিয়ে নর্দমা থেকে জল তুলে বাড়িতে নিয়ে যেত। এছাড়া ভিস্তিওয়ালারা বাড়ি বাড়ি জল বেচতে যেত। বাড়ির গিন্নীরা জল কেনার আগে জেনে নিতেন সেই জল সাহেব পুকুরের কিনা। কারণ লালদীঘির জলই তখন ছিল সবচেয়ে ভাল। এদিকে ভিস্তিওয়ালারা বেশির ভাগ সময়েই ধর্মতলার নর্দমার জল ভরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত সাহেব পুকুরের জল বলে। সামান্য জল নিয়েও তখন জালিয়াতি চলত কলকাতায়। ১৮৪৮ সাল। কলকাতা তখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভাল জলের সমস্যা তখনো মেটেনি। আইন তৈরি হল কলকাতায় জল সরবরাহ নিয়ে। বিশেষজ্ঞরা পলতা থেকে কলকাতায় জল সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিলেন। কাজ শুরু হল। মাটির নীচে লোহার পাইপ বসল আর সেই পাইপ গেল ডালহৌসী স্কোয়ার, লালবাজার, ধর্মতলা, চৌরঙ্গিতে। পলতার ৭২০ একর জমিতে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা হল। এটা অবশ্য ১৮৬৭ সালের কথা। পলতার জল থিতিয়ে সেই জল এসে জমা হত টালা আর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। ১৮৭০ সালে নানা পরীক্ষার পর কলকাতায় জল সরবরাহ শুরু হয়। তখন দৈনিক ষাট লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ হত।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

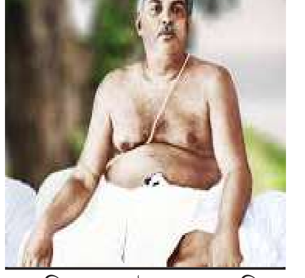

পরোপকারে উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। নারী উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির চর্চায় লাগাতে হবে। সৃষ্টিশীলতার মধ্যে দিয়ে শক্তিশালী ভারত গড়তে হবে। আবিস্কার করতে হবে। নিত্য নতুন আবিস্কারের মধ্যে তরুণদের উৎসাহিত করতে হবে। মাতৃশক্তি দিয়ে জগতকে তৈরি করতে হবে। মহান শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করার ক্ষমতা অধিকার করতে হবে। মানব শক্তি বিশ্বের সেরা বড় শক্তি।

জাগরিত হবে দৈব্য মহাশক্তি। সেই দৈব্য শক্তিকে মানব সমাজের কাজে লাগাতে হবে। দেশের দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন ঠাকুর ছিলেন মাতৃ সাধক। তিনি মাতৃ সাধনা করতেন। মা পাগল ছিলেন। সাধক বামাক্ষ্যাপা এবং রামপ্রসাদও মায়ের নাম গান করতে করতে পাগল হতেন। আর কবি গায়ক রামপ্রসাদ সেনও মায়ের নাম করতে করতে একবারে আত্মহারা হতেন। মায়ের নাম গানের মধ্যে দিয়ে মাতৃভক্তিকে জাগরিত করা যায় বলে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মনে করতেন। তিনি কারোর কাছ থেকে কোনও দিন ভিক্ষা করেননি। একমাত্র মা ভবতারিণীর কাছ থেকে। তিনি মা ভবতারিণীর কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মায়ের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের খাইয়েছেন। কোথা থেকে মা ভবতারিনী তাদের খাদ্য জোগাড় করে দিতেন সেটা ছিল একটি রহস্য। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তির জাগরণের মধ্যে দিয়ে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। বাংলার সব মনীষীরাই মায়ের শক্তি নিয়ে মহান হতে পেরেছেন।

কলিকাতার আড্ডা আজও প্যারিস, বিলাতের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জন করতে পারে বঙ্গ সংস্কৃতি সৃষ্টিতে

রবীন্দ্র কুমার শীল

চাপা-কল থেকে শোঁ-শোঁ করে গঙ্গার জল হোসপাইপ বেয়ে ঝাঁ-চকচকে পেতলের মুখ থেকে বেরিয়ে এসে ধুইয়ে দিচ্ছে আশুতোষ শীল লেনের কালো পিচের রাস্তা। তোড়ে আসা সেই জলরাশি মুহূর্তে দিনভর পথে জমা ধুলো, শালপাতা আর টুকিটাকি জঞ্জাল ধুয়ে সহসা স্রোতস্বিনী-হয়ে-ওঠা বাঁধানো নর্দমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জলের অভিঘাতে প্রথম প্রভাতে খাদ্যসন্ধানী চড়াই আর পায়রার দল উড়ে গিয়ে বসছে গলির সার-সার বাড়ির রেলিং আর কার্নিশে। শার্সি-খোলা জানালাগুলো থেকে রেডিয়ো-বাহিত হয়ে ভেসে আসছে নাৎসি অত্যাচারে এ দেশে পালিয়ে আসা শরণার্থী-সুরকার ওয়াল্টার কাউফম্যান সুরারোপিত ‘আকাশবাণী’র সেই বিখ্যাত সিগনেচার টিউন। মধ্য-ষাট দশকের সুকিয়া স্ট্রিট, উত্তর কলকাতা আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠছে। দশ-বারো ফুটের জলের পাইপ সামনে-পিছনে এনে, কুড়ি প্লাস কুড়ি প্রায় চল্লিশ ফুট রাস্তা ধুয়ে, পাইপওয়ালা তার বাঁ কাঁধে পাইপ গুটিয়ে গলির ভিতর চলে গেল আরও একটি চাপা-কলের কাছে, যেখান থেকে আবার শুরু হবে ধৌত-কর্ম। এই ভাবে ধুতে ধুতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিটে পৌঁছে হয় ডান হাতের সার্কুলার রোড (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড), বা, বাঁ হাত ধরে আমহার্স্ট স্ট্রিটের (রাজা রামমোহন রায় সরণি) দিকে চলে যাবে। প্রাত্যহিক এই প্রভাতি কার্যক্রমে এ পাশ-ও পাশ মিলে ফুট চল্লিশ রাস্তা চকচক করে। তার পর ফুট পাঁচেক রাস্তা বাদ দিয়ে আবার ফুট চল্লিশ জল ধোওয়ার আওতায় থাকে। এই সব জলসিঞ্চিত চিকচিকে কালো রাস্তার মাঝে মাঝে ওই না-ধোওয়া ম্যাটমেটে জায়গাগুলো কলকাতার রাজপথ ও গলিগালায় মিনিট দশেকের জন্য এক জাদু শতরঞ্চি বিছিয়ে রাখে। সূর্যের তাপ একটু বাড়লেই যা উবে যাবে। এই ভাবে গার্সিয়া মার্কেজ পড়ার আগেই উত্তর কলকাতা জাদু বাস্তবতার গূঢ় কথা জেনে যায়!

গলি থেকে গলির ভুলভুলাইয়া পেরোতে পেরোতে মাঝে মাঝে বাস-ট্রাম চলা রাজপথ পেরিয়ে ফের গলির গর্ভে ঢুকে কলকাতা শহরের যে অংশে যে কোনও জায়গা থেকে যে কোনও জায়গায় পৌঁছনো যায়, মহানগরের সেই অংশটিরই নাম উত্তর কলকাতা। সাহেবি আমলের ‘ব্ল্যাক টাউন’। শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর দিক থেকে কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে যেতে চান। কোনও চিন্তা নেই! সাবেক কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (বিধান সরণি) হয়ে ফড়িয়াপুকুরের শিবদাস ভাদুড়ি স্ট্রিটে ঢুকে কীর্তি মিত্র লেন-এ সেঁধিয়ে যান। এর পর ‘মোহনবাগান’-‘শিকদার বাগান’-এর গলিপথ ধরে ক্রমশ দক্ষিণের দিকে এগোতে থাকুন। মাঝে মাঝে গ্রে স্ট্রিট (অরবিন্দ সরণি), বিবেকানন্দ রোড আর কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিটের মতো ছোট-বড় রাজপথ পার হয়ে সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট-কলেজ রো দিয়ে কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছে যান! একই ভাবে বৌবাজার অঞ্চলের নানা গলির চক্রব্যূহ দিয়ে ধর্মতলা বা ডালহৌসির আপিসপাড়ায় গিয়ে উঠুন!

এই সব গলি-উপগলি, পুবে-পশ্চিমে ধাওয়া নানা ছোট রাজপথ (যেমন বাগবাজার স্ট্রিট, গ্রে স্ট্রিট, বিডন স্ট্রিট, সুকিয়া স্ট্রিট বা কেশব সেন স্ট্রিট) থেকে বেরিয়ে শিরা-উপশিরার মতো উত্তর কলকাতাকে একটি ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা হিসেবে বেঁধে রেখেছে বহু দিন। পুবে-পশ্চিমের এই ছোট রাজপথগুলি আবার উত্তর কলকাতার উত্তর-দক্ষিণমুখী তিনটি প্রধান রাজপথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র (আপার সার্কুলার) রোড, বিধান সরণি বা চিত্তরঞ্জন (সেন্ট্রাল) অ্যাভিনিউ, বা কয়েকটি রবীন্দ্র সরণিতেও (চিৎপুর) গিয়ে পড়েছে।

এই ছোট রাজপথগুলিই উত্তর কলকাতার নানা ‘অঞ্চল’-এর নির্ধারক। যেমন, কেউ নিজেকে ‘সুকিয়া স্ট্রিটের ছেলে’ বললে ওই রাজপথের বিস্তৃত অঞ্চলের নানা গলি-উপগলির সামগ্রিক অস্তিত্বকেই বোঝাত। আর ‘পাড়া’ বলতে বোঝাত ওই ‘অঞ্চলের’ একটি বা কয়েকটি গলিকে। যেমন, সুকিয়া স্ট্রিট অঞ্চলের বৃন্দাবন মল্লিক ফার্স্ট লেন, কিংবা বাদুড়বাগান, বা আশুতোষ শীল লেন-কালু ঘোষ লেন নিয়ে এক একটি ‘পাড়া’। পাড়াগুলির সাংস্কৃতিক সীমানা নির্ধারণ করত মূলত বারোয়ারি দুর্গোৎসব। চাঁদা তোলা থেকে ঠাকুর ভাসান, এবং তার পর বছর-শেষ অব্দি নানা খোলা জলসার অনুষ্ঠান, পাড়া সংগঠনগুলিকে পরস্পরের প্রতি কখনও তীব্র, কখনও মৃদু ঈর্ষা-প্রতিযোগিতায় চাগিয়ে রাখত।

উত্তর কলকাতার নানা অঞ্চলে তখনও উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম দিকের পুরনো ‘কালচার’-এর রেশ ইতিউতি লেগে আছে। কিছু পুরনো দিনের মানুষ তখনও রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ‘রবিবাবুর গান’ বলেন। অনেকেই পুরনো বনেদি বাড়ির বৈঠকি আসরের স্মৃতিধর। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ অনুরোধ করলে লালচাঁদ বড়াল, জ্ঞান গোঁসাই বা ‘কানা কেষ্ট’র (কৃষ্ণচন্দ্র দে) দু-এক কলি চোখ বুজে গেয়ে দিতে পারতেন। এঁদের চোখে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় দারুণ আধুনিক, শ্যামল ‘মিত্তির’ তো ‘বাচ্চা ছেলে’! তবে, বোধকরি ‘৪৩-এর মন্বন্তরের মর্মান্তিক দৃশ্য আর ‘৫৯ /৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের টাটকা স্মৃতিতে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ ও সলিল চৌধুরীর গানের প্রতি বিশেষ দুর্বল। এঁরা পঙ্কজ মল্লিক, কে এল সায়গলের ভক্ত। চল্লিশ দশক অবধি হিন্দি গান চলতে পারে কিন্তু ‘লারেলাপ্পা’ হিন্দি গানের প্রতি এঁদের তীব্র অশ্রদ্ধা। অথচ, এই গানেই তখন উত্তর কলকাতার তরুণ সমাজ ভাসছে। রেস্ত-এর টানে বনেদি বাড়ির জলুস কমেছে, ঠাকুরদালানের বৈঠকি গানের প্রদীপও নিভু-নিভু। এই সময় বারোয়ারি পুজো-কেন্দ্রিক পথেই অনুষ্ঠিত গানের জলসাগুলি ‘নতুন’ আধুনিকতা নিয়ে আসে। সাধারণ মানুষের যোগদানে আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক পরিসর বাড়তে থাকে।

এই রকম খোলা জলসায় অতি জনপ্রিয় পিন্টু ভট্টাচার্য, হৈমন্তী শুক্ল থেকে আরতি মুখোপাধ্যায়, বা সদ্য ‘ওঠা’ অনুপ ঘোষাল, মীরা বিশ্বাস-বুবাই বিশ্বাস, বা প্যারডি শিল্পী মিন্টু দাশগুপ্ত; কার গান শুনিনি! শেষোক্ত শিল্পী চলতি হিন্দি ছবির জনপ্রিয় গানে মুহূর্তে মজাদার কথা বসিয়ে তাক লাগিয়ে দিতেন। যেমন, শাম্মি কপুর-শর্মিলা ঠাকুর অভিনীত ‘অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস’ মুক্তি পেলে গেয়েছিলেন ‘আরে ছেলের কথা শুনে হলাম হাবা/ বলে, সিনেমায় নিয়ে চল না বাবা/ পথে পথে পোস্টার দেখি টুপির ওপর মেয়ে নাচে/ নিয়ে চল, চল, চল, চল/ অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস...’ অথবা, রাজেশ খন্না-শর্মিলা ঠাকুরের ‘আরাধনা’র ‘রূপ তেরা মস্তানা’র অনুসরণে; ‘কোথায় তোমার আস্তানা/ দিয়েছিলে ভুল ঠিকানা/ কোন পাড়ার কোন মোড়ের ডাইনে-বাঁয়ে...’

মূলত হারমোনিয়াম-তবলার ভরসায় এই সব অনুষ্ঠান চলত। একটু কেতার হলে সঙ্গত-শিল্পীদের থাকত বুকে ঝোলানো অ্যাকর্ডিয়ান ও বেহালা; তবলার পাশাপাশি থাকত ‘নাল’ বা আফ্রিকার ছোট তবলা-জোড়া, যা ‘বোঙ্গো’ নামে পরিচিত। পপ জাতীয় গানে ম্যারাকাস বাজত, যেমন, আরতির ‘জলে নেমো না/ আর থই পাবে না...’ গানে। অনেক বিখ্যাত শিল্পী কোনও পাড়ার আত্মীয় হলে তাদের গর্বের শেষ থাকত না। যেমন, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বৃন্দাবন মল্লিক ফার্স্ট লেন-এর কোনও বাড়ির ‘জামাই’। সেই সূত্রে প্রায় ফি-বছর তাঁর মাতিয়ে রাখা অনুষ্ঠান দেখেছি। এক বার শোনা গেল, আশুতোষ শীল লেনের এক বাড়ির ‘আত্মীয়’ মান্না দে আসবেন ‘সুকিয়া কেন্দ্র’-এর অনুষ্ঠানে। শেষমেশ কী কারণে হয়নি। তাই নিয়ে অন্যান্য পাড়ার ছেলেদের সে কী প্যাঁক! পুজোর আগে-পরে ছেলেরা আশেপাশের পার্কের এবড়োখেবড়ো অপরিসর জমিতে শতচ্ছিন্ন চামড়ার ব্লাডারওয়ালা ‘ফুটবল’ পেটাত। বেশির ভাগেরই পার্কে স্থান সঙ্কুলান হত না, তারা নিজেদের গলির মধ্যেই রবারের অতি শক্ত বড় বল দিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাত। শীতকালে ইটের ওপর ইট সাজিয়ে উইকেট বানিয়ে ক্রিকেট খেলত। চোখ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও ডাং-গুলি চলত, কাচের মার্বেল গুলিও। ‘কিং-কিং’ নামে একে অন্যের গায়ে ছোট রবারের বল ছুড়ে মারার বিপজ্জনক খেলাও ছিল। এই সময় ছুটে আসা বলের গতি ও দিশা বুঝে পথচারী ও শকটাদিকে নিজের ‘রিস্কে’ যাতায়াত করতে হত। কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হলে ছেলেদের অনেকেরই ঠাঁই হত পাড়ার নানা ‘রক’-এ, যাকে আদর করে ‘রোয়াক’ বলার চল ছিল। সে এক অদ্ভুত আড্ডার ভুবন!

চব্বিশ-পঁচিশের ছোকরা-যুবক থেকে বাহাত্তুরে বুড়ো; নানান বয়স, পোশাক, রুচি আর মতবাদের অদ্ভুত সংমিশ্রণ আর সমন্বয় হত রোয়াকের আড্ডায়। বলা যেতে পারে তর্কশীল কলকাতার এক নিখরচার পথ-প্রান্তিক উত্তুরে রূপ। কবে কী ভাবে উত্তর কলকাতায় ‘রোয়াক’ সংস্কৃতির শুরুয়াত তা হয়তো প্রয়াত বিনয় ঘোষ (‘কালপেঁচা’) বলতে পারতেন, কিন্তু সাদা চোখে দক্ষিণ কলকাতার সঙ্গে উত্তরের যে ক’টি নির্মাণগত তফাত চোখে পড়ত, তার মধ্যে প্রধান হল গলি, গাড়ি বারান্দা আর রোয়াক। দক্ষিণেও কোথাও কোথাও রোয়াক-এর আড্ডার কথা শোনা গেলেও উত্তরের কাছে তা নস্যি! বড় বাড়ির প্রবেশ-দ্বারের পাশে রোয়াক হয়তো গোড়ায় বাড়ির পুরুষদের কাছে আগত বন্ধু বান্ধবদের জন্য তৈরি হয়েছিল; যাদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা ছিল। কিন্তু পরে রোয়াকগুলি হয়ে দাঁড়ায় পাড়ার ‘সামাজিক’/‘কমন’ বা ‘সবার’ বসার ও আড্ডা দেওয়ার অধিকারের ক্ষেত্র; শহুরে চণ্ডীমণ্ডপ!

এঁদো গলি থেকে বড়-ছোট রাজপথ সর্বত্র রোয়াক থাকলেও, আড্ডা জমত কোনও গলি ও ছোট রাজপথের মোড়ের রোয়াকগুলিতেই। উত্তরে বাগবাজার, দর্জিপাড়া, ফড়েপুকুর থেকে দক্ষিণে বৌবাজার-তালতলা অবধি রোয়াক-সংস্কৃতি প্রসারিত ছিল। কাছাকাছি অবশ্যম্ভাবী চায়ের দোকান থাকত; পান-বিড়ির দোকান থাকলে সোনায় সোহাগা। বিকেল পাঁচটা-ছ’টা থেকে আড্ডা শুরু হয়ে আটটা-ন’টা অব্দি গড়াত। ছুটির দিনে দু’বেলাই। চলমান জীবন দেখতে দেখতে চলা আড্ডা কিছুটা এলোমেলো হত বর্ষায়, যদি না মাথায় বড় ঝুলবারান্দার ছাউনি থাকত। বৃষ্টি থামলে যখন সুকিয়া স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিট, ঠনঠনে বা কলেজ স্ট্রিটের অনেক জায়গা ‘ভেনিস’-এর চেহারা নিত, তখন অনেক নাছোড় আড্ডাধারী গন্ডোলার বদলে টানা-রিকশা চেপে রাস্তা থেকে রিকশার সরু-লম্বা হাতল রোয়াকে লাগিয়ে সেতুর মতো তার ওপর দিয়ে রোয়াকে পৌঁছতেন। অনেকে আবার এহেন কসরতে অকৃতকার্য হয়ে পা পিছলে ঘোলা জলে পড়ে (চালু ভাষায় ‘ল্যাটা মাছ ধরে’), পরের দিন আড্ডার ‘খোরাক’ হতেন।

অনেক সময় বয়স অনুযায়ী আড্ডার বিভাজন থাকত, আলোচ্য বিষয়ও হত বিভিন্ন। শুধু বয়স্কদের আড্ডা হলে চলত কিছুটা ধর্ম, কিছুটা দাবা, কিছুটা পুরনো সংস্কৃতি, বাকিটা হা-হুতাশ। একদম ছেলেছোকরাদের হলে কিছুটা রাজনীতি, কিছুটা হিন্দি ছবি আর বাকিটা পাড়ার সুন্দরী কন্যাদের গুণকীর্তন, কেচ্ছা। এই জাতীয় আড্ডার সঙ্গে প্রায়শ বাড়ির মালিক বা পাড়ার লোক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ত। অনেক সময় নিজের বাড়িতে ঢুকতে হত এই সব উৎপাত স্বরূপ ‘রকবাজ’দের সরিয়ে। কিন্তু আসলে জমত মিশ্র বয়সের আড্ডাগুলি। এখানে রাজনীতির তত্ত্ব কথা থেকে যামিনী রায়ের ছবি, ক্রিকেটের পঙ্কজ রায়-শুটে বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে মোহনবাগানের গোষ্ঠ পাল বা শৈলেন মান্না, সিনেমায় সুচিত্রা সেন-মধুবালা থেকে সোফিয়া লোরেন-লোলোব্রিজিদা তর্ক-সমঝোতায় মিলেমিশে থাকত। বেশির ভাগ আড্ডাধারীই ধূমপান করতেন বা পান খেতেন। তবে বয়সের তারতম্য খেয়াল রাখতে হত। সুকিয়া স্ট্রিট-কালু ঘোষ লেনের মোড়ের ‘সান্যাল,লাহিড়ি’ কোম্পানির রোয়াকে এমনই মিশ্র আড্ডায় একই পরিবারের তিন প্রজন্মের তিন সদস্যকে পরস্পরের বিপরীতে মুখ করে ধূমপান করতে দেখেছি।

মুখে-জগৎ-মারা, সবজান্তাপনা এবং বিশুদ্ধ গুলবাজি এই সব আড্ডার আবশ্যিক গুণ ছিল। সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘টেনিদা’ সিরিজত্বে ব্যাপারটাকে আর্টের পর্যায়ে নিয়ে যান, সেই সঙ্গে অমর করে যান ‘পটলডাঙা’র (ক্রমশ)

ঠাকুর বাড়ির চায়ের আড্ডা এবং জমিয়ে মজলিস

বিশেষ প্রতিবেদক

ঠাকুরবাড়ির রমরমার দিন শুরু হয়েছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের হাতে। দ্বারকানাথ ঠাকুর একদিকে যেমন ছিলেন জ্ঞানী, গুণী, আভিজাত্যময় শিল্পী মনের পুরুষ, তেমনই অন্যদিকে ছিলেন প্রকৃত ব্যবসাদার মানুষ। ব্যবসার জন্যই সাহেব-সুবোকে ডেকে বাড়িতে মজলিস বসাতেন। বিশাল জমিদারি সামলানোর পাশাপাশি পাট, চিনি, আফিম, নীলের ব্যবসা বা জাহাজের ব্যবসা কী ছিল না তাঁর, তেমনই তাঁর চায়ের ব্যবসাও ছিল।

বিলেতে তখন চায়ের খুব কদর। বিলেতে চা রফতানির প্রয়োজনই অসমের বাগানে চা আবিষ্কার হল। এই চা আবিষ্কারের বছর দশেক পরে ১৮৩৪ সালে লর্ড বেন্টিং ভারতের চায়ের ব্যবসার অনুমোদন দিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর আর দেরি করলেন না, অমনি চা ব্যবসা শুরু করেন। বাগিচা শিল্পের প্রযুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তিনি। তিনিই অসমের চা প্রথম কলকাতায় এনে ইংল্যান্ডে রফতানি করেছিলেন। যে বাড়ি থেকে চায়ের ব্যবসা চলে, সে বাড়ির লোকেরা চা-পানে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে এ আর নতুন কথা কী!

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা ছিলেন মজলিসী মানুষ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আপনকথা’ থেকে জানা যায় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে পাঁচ নম্বর বাড়ির দোতলার দক্ষিণের বারান্দার সামনে লম্বা ঘরে সকালের দিকে চায়ের মজলিস বসত। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অনেক সাহেবসুবোর ভাব-সাব ছিল। একেক দিন সাহেবসুবোরাও আসত সেই চায়ের মজলিসে। সেদিন সেখানে পেয়ারী বাবুর্চি উর্দি পরে তকমা ঝুলিয়ে ফিটফাট হয়ে হাজির থাকত সকাল থেকে। ছোটদের কোট-প্যান্ট পরিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হত দূরে। চায়ের টেবিলে রাখা থাকত চায়ের পেয়ালা, কাচের প্লেট, মাখন, পাউরুটি, বিস্কুট।

গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা যাবার পরও চায়ের মজলিস উঠল না।

গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিন ছেলে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিন গুণী মানুষ। তাঁদের বাড়িতে তখনও আসতেন বহু জ্ঞানীগুণী মানুষ। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে পূর্ণিমা ঠাকুর তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, ক্যালকাটা ক্লাবের মাধ্যমে অনেক সাহেবের সঙ্গেই আলাপ হয়েছিল গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তাঁদের বাড়িতে প্রায় সব লাট সাহেবই এসেছিলেন।

বাংলার প্রথম ছোটলাট লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ছোটলাট তাঁদের বাড়িতে আসতেন বিকেলের দিকে। ছোটলাটের আসার খবর দুপুরের দিকে তাঁর সেক্রেটারি ফোন করে জানালেই বাড়িতে সাজ সাজ রব পড়ে যেত। দারোয়ান, চাকর, বেহারা সব পরিষ্কার হয়ে হাজির থাকত।

লাইব্রেরি ঘরে বসত চায়ের আসর। চারিদিকে দেশি ধরনের কৌচ কেদারা দিয়ে সাজানো থাকত সে ঘর। গগন্দ্রেনাথ ঠাকুর একলা অপেক্ষা করতেন সেখানে। অন্য দুই ভাই চলে যেতেন বাগানে। লাট সাহেবের গাড়ি এলেই গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এগিয়ে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। কারমাইকেল কিন্তু কৌচ কেদারায় না বসে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে গদিতে বসে গল্প করতেন, গড়গড়ায় তামাক খেতেন। বাড়ির তৈরি চিড়েভাজা, কড়াইশুটি দিয়ে খেতে খুব ভালবাসতেন। ঠাকুর বাড়ির মেয়েদের হাতে তৈরি চিড়েভাজা টিনের কৌটোয় করে বিলেতেও নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ঠাকুরবাড়িতে এলে নীচে রাস্তায় দুজন বডিগার্ড ঘোড়ায় চড়ে টহল দিয়ে বেড়াত। সময় হয়ে গেলে খবর পাঠাত। কিন্তু সাহেব কিছুতেই উঠতেন না। গল্পই করে যেতেন। ডিনারের টাইম হয়ে গেলেও তাঁদের দুই বন্ধুর গল্প শেষ হত না।

ঠাকুরবাড়ির আর এক মজলিসী মানুষ ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। স্বামীজি যখন দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর স্বামীজি, ভগিনী নিবেদিতা এবং আরও কয়েকজনকে তাঁর সিঁথির বাগানবাড়ি মরকত কুঞ্জে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ১৮৯৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মিস ম্যাকলাউডকে লেখা ভগিনী নিবেদিতার চিঠি থেকে ঘটনাটি জানা যায়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর চিরকুট পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। ভগিনী নিবেদিতা জানিয়েছেন, মরকত কুঞ্জের ড্রইংরুমটি ছিল একেবারে প্রথম শ্রেণির ইউরোপীয় রুচি ও বুদ্ধিতে সজ্জিত রাজকীয় কক্ষতুল্য। সেদিন ওই কক্ষের বাইরের বারান্দায় চায়ের টেবিলে চা পান করেছিলেন তাঁরা।

চায়ের সঙ্গে আড্ডার একটা গভীর যোগ আছে। কত কিছুই যে ঘটেছে এই চায়ের আড্ডায়। চা-কে কেন্দ্র করে ঘটেছে নক্ষত্র সমাবেশ। মরকত কুঞ্জের চায়ের আসরের কদিন আগেই একটি ঐতিহাসিক চায়ের আড্ডা বসিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হয়ে ওঠার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মাত্র একবারই তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। আর সে সাক্ষাৎ হয়েছিল এই ঐতিহাসিক চায়ের আড্ডাতেই। ১৮৯৯ সালের ২৮ জানুয়ারি এই চায়ের আড্ডাটির আয়োজন করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী বিবেকানন্দেরই অনুরোধে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, তিনি যদি তাঁর ব্রাহ্ম-বন্ধুদের আমন্ত্রণ করে আনতে পারেন তাহলে তিনিও সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন।

সেই নির্দেশ পেয়েই ভগিনী নিবেদিতা চায়ের আসরের আয়োজন করেছিলেন। সে আড্ডায় নিমন্ত্রিত ছিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু, সস্ত্রীক ড. প্রসন্নকুমার রায়, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, সরলা ঘোষাল, তাঁর মা স্বর্ণকুমারী দেবী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সে আড্ডায় স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মুখোমুখি বসাতে পেরেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। দিনটি ছিল ২৮ জানুয়ারি ১৮৯৯, শনিবার। ভগিনী নিবেদিতার চিঠি থেকে জানা যায়, সন্ধ্যার সেই চায়ের আড্ডার মনোরম পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনটি গানও করেছিলেন। তাঁর একটি গান ছিল ‘বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে’। গানটির শেষে ছিল ‘এসো শান্তি’ কথা দুটি। গানটি এই চায়ের আসরের জন্যই।

সম্পাদক সমীপেষু

হেনরি ডিরোজিও শিক্ষক ডেভিড ড্রামণ্ড

বাল্যে ও কৈশোরে ড্রামণ্ডের মত শিক্ষকের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল বলেই হয়ত স্বল্প জীবনে এদেশের ইতিহাসের পাতায় নিজের প্রতিভার চিরস্থায়ী স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তিনি যাদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন তাদের মধ্যে তাঁর শিক্ষক ড্রামণ্ড সাহেব অবশ্যই থাকবেন। তবে পরিতাপের বিষয় ডিরোজিওর শিক্ষক কুঁজো স্কচম্যান ড্রামণ্ড সাহেবকে নিয়ে আলোচনা, লেখালেখি সাধারণত আমাদের চোখে বিশেষ পড়ে না!

পাণ্ডিত্যের দিক থেকে ড্রামণ্ডের মত মানুষ তখন কলকাতা শহরে সহজলভ্য নয়। তিনি খাঁটি বিলেতি সাহেব,বেশ একগুঁয়ে প্রকৃতির মানুষ,বিচক্ষণ,দর্শন, সাহিত্য,বিজ্ঞান সব বিষয়ে তাঁর অনুরাগ। স্কটল্যাণ্ড থেকে এদেশে এসেছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্য করে কিছু অর্থ উপার্জন করবেন। তবে ড্রামণ্ড প্রচলিত পথে অর্থ উপার্জন করার রাস্তায় হাঁটলেন না, কয়েকজন বন্ধুর সাহায্য নিয়ে ‘ধর্মতলা অ্যাকাডেমি’ প্রতিষ্ঠা করলেনঞ্চ নিজে ছিলেন অন্যতম স্বত্বাধিকারীঞ্চ তাঁর পিঠে ছিল প্রকাণ্ড কুঁজ সেজন্য তিনি পরিচিত ছিলেন ‘কুঁজো স্কচম্যান’ নামে।

১৮০৯সালে যখন ডিরোজিও যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের রাজস্ব থেকে শিক্ষাখাতে এক কপর্দকও ব্যয় করা আবশ্যক মনে করত না। কলকাতা শহরে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হওয়ার পর অর্থ রোজগারের প্রয়োজনে এদেশের মানুষের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্মায়। অবাক হলেও সত্যি তখনকার সময়ে যিনি যত ইংরেজি শব্দ মুখস্ত করতে পারতেন তিনি তত বড় পণ্ডিত! ভাষা শিক্ষা,প্রকৃত জ্ঞান অর্জন এসবের কথা চিন্তা-ভাবনায় ছিল না। যেসব ইংরেজি শব্দ ভাব-বিনিময়ের জন্য প্রয়োজন, সেগুলি আয়ত্ত করে ব্যবহারিক জীবনে সাহেবদের সঙ্গে মিলেমিশে অর্থ রোজগারের সঙ্গে এদেশের লোকদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি মিলত। অধিকাংশ শিক্ষকের যোগ্যতা ছিল ব্যবসা অথবা চাকরির প্রয়োজনে পড়ুয়াদের নিতান্ত প্রয়োজনের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া।

যুক্তিবাদী ড্রামণ্ডের মানসপ্রকৃতি অভিভাবকদের জানা থাকলেও কুঁজো স্কচম্যানের ‘ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে’ সন্তানদের পাঠাতে দ্বিধা করতেন না তারা, তবে ভয় ছিল ড্রামণ্ড সাহেবের কাছে শিক্ষা লাভ করে না জানি ছেলেরা পাছে অতিশয় তার্কিয় হয়ে ওঠে! এদেশের সম্ভ্রান্ত ঘরের অনেক সন্তান বাল্যকালে ড্রামণ্ডের স্কুলে লেখাপড়া শিখেছেন। শিক্ষক মহাশয় ড্রামণ্ডের গৃহে বড় আকর্ষণ ছিল সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনের মজলিস,দার্শনিক ডেভিড হিউমের গোঁড়া ভক্ত নিয়মিত সমসাময়িক ইংরেজি পত্রিকায় সাহিত্য,প্রবন্ধ,কবিতা লিখতেন। ড্রামণ্ডের একটি কবিতা পাঠ করে মেটকাফ সাহেব প্রীত হয়ে তাঁর কাব্যগ্রন্থের জন্য পঞ্চাশ টাকা চাঁদা পাঠিয়েছিলেন। শুধু সাহিত্যচর্চা নয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ড্রামণ্ড বেশ দক্ষ সম্পাদক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেনঞ্চ প্রকাশ করতেন । পত্রিকাটা চলেছিল দুটো বছর ১৮৩৯ও ৪০সাল। ড্রামণ্ডের কোনও স্মৃতিচিহ্ন কলকাতা শহরে না থাকলেও শহরে তাঁর সমাধি আজও আছে,সেখানে খোদাই করা কয়েকটি কথা তাঁর স্মৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন a successful teacher of youth?

ড্রামণ্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমির’ সংবাদ প্রকাশিত হত ‘ক্যালকাটা গেজেট’,‘গবর্নমেন্ট গেজেট’, ‘সমাচার দর্পণে’। ডিরোজিওর ছাত্র জীবনের কৃতিত্বের কথা এইসব সংবাদ থেকে কিছু কিছু জানা যায়।

শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন পর্ষদের বৈঠকে বোলপুর ও পার্শবর্তী এলাকার পঁয়ত্রিশ বছর উন্নয়নের রূপরেখা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৯ জুলাই ঃ শুক্রবার শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠক হলো পর্ষদ ভবনে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পর্ষদের

চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, আরবান ডেভেলপমেন্ট এর স্পেশাল সেক্রেটারি মিউটীনি বন্দ্যোপাধ্যায় বোলপুরের মহকুমা শাসক অয়ন নাথ, এসএস ডি এ-র একজিকিউটিভ অফিসার তন্ময় ব্যানার্জি, সদস্য হিসেবে বোলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ এছাড়াও কমিটির অন্যান্য সদস্য এবং আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। মূলতঃ এদিন হকার্স পুনর্বাসন, রাস্তা সম্প্রসারণ, সৌন্দর্যায়ণ এবং ভূগর্ভস্থ পয়প্রণালী নিয়ে এস এস ডি এর বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, বোলপুরের উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক হয়। পুরপ্রধান কতগুলো দাবি জানান। আমরা সেগুলো মেনে নিয়েছি। পঁয়ত্রিশ সাল পর্যন্ত পুরসভার এলাকার পাশাপাশি তার সংলগ্ন এলাকা নিয়ে একটা পরিকল্পনা রূপায়ণের কথা মাথায় রেখে আমরা এগোচ্ছি। আমরা বসে থাকতে চাইছি না। হকার্সদের পুনর্বাসন যত সত্বর সম্ভব আমরা কার্যকর করতে চাইছি। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার টিম নিয়ে এবং পুরসভাকে সাথে নিয়ে একটা সার্ভে করা হবে আগামী সোমবার থেকেই। রাস্তা যেমন সম্প্রসারণ হয়েছে। তেমনি তার সৌন্দার্যায়ণের কথাও মাথায় আছে। বোলপুরবাসীকে বলবো, যত্রতত্র আবর্জনা ফেলবেন না। পাশাপাশি, এন এইচ বি সি অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ পয়প্রণালী ব্যবস্থা করতে চাইছি। বোলপুর একটি আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র। তাই আমরা একে ঝাঁ চক চকে শহর হিসেবে রাখতে চাইছি।

সুন্দরী তিস্তার রাক্ষসী রূপ, গিলে খাচ্ছে টোটগাঁও গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ জুলাই ঃ প্রতিবারের ন্যায় এবারও বর্ষার তিস্তা রুদ্র মূর্তি ধারণ করেছে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে। তিস্তার তাণ্ডবে টোটগাঁও বস্তি এলাকার বাসিন্দাদের দুর্ভোগের যেন শেষ নেই। এবারের তিস্তা যেন পুরো টোটগাঁও বসতিকে তার গর্ভে নিতে আগ্রহী। তিস্তা নদী গ্রামের দিকে মোড় নিতে শুরু করেছে, এই কারণেই তিস্তা নদীতে অনেক ঘরবাড়ি ভেসে গেছে ইতিমধ্যেই। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো তাদের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তলিয়ে গেছে বাড়িঘরসহ কৃষি জমি। পানীয় জলের ট্যাঙ্কটি তিস্তার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং কোনো এক সময়ে তিস্তার জোয়ারে ডুবে যেতে পারে বলে জানা যায়, এই এলাকার এক- তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বন্যা দুর্গতদের দাবি, তিস্তার এই আগ্রাসন বন্ধ করতে বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা হোক বা সরকার আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক। এই প্রসঙ্গে এলাকার বাসিন্দা ভীম প্রসাদ শর্মা বলেন, আমরা কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো । এ অবস্থা চলতে থাকলে পুরো গ্রাম নদীতে ভেসে যাবে।

করলা নদীতে তলিয়ে গেলো স্কুল পড়ুয়া, চলছে উদ্ধার কাজ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ জুলাই ঃ প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার বিকেলে জলপাইগুড়ি জামা ক্লাবে বাস্কেট বল খেলতে এসেছিলো ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মাধব আগরওয়াল । জানা গেছে মাধব জলপাইগুড়ি হোলি চাইল্ড স্কুলের ছাত্র। খেলা শেষ করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মুখে ৩ বন্ধু মিলে নদীতে স্নান করতে নামে। এরপর তলিয়ে যায় মাধব। এখন বর্ষা কাল। এইসময় করলা নদীর জলে প্রচন্ড স্রোত থাকে। চোখের সামনে মাধবকে ডুবে যেতে দেখে দুই বন্ধু নদীর পারে উঠে স্থানীয় বাসিন্দাদের ডাকাডাকি করে । ছুটে আসেন কিং সাহেব ঘাটের বাসিন্দারা। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তাঁরা পুলিশকে খবর দেয়। এরপর খবর যায় সিভিল ডিফেন্স এবং পুরসভার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিমের কাছে। রাতেই তল্লাশি শুরু হয়। কিন্তু রাত ১০ টা পর্যন্ত ছাত্রটির খোঁজ না পাওয়ায় খবর দেওয়া হয় NDRF টিমকে। খবর পেয়ে চলে আসে NDRF টিম। কিং সাহেবের ঘাট থেকে তিস্তা ও করলা নদীর সংযোগ স্থল পর্যন্ত তল্লাশি জারি রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ব্যক্তিকে পিটিয়ে মারার ঘটনায়, চার অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই ঃ জমি নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে মারার ঘটনায় বৃহস্পতিবার চার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিচারক। শুক্রবার অভিযুক্তদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিলেন বিচারক। আদালত সূত্রে জানা গেছে অভিযুক্তদের নাম কুঞ্জ সিংহ, ভারতী সিংহ, বিদেশ সিংহ ও সুনীল সিংহ। জানা গেছে প্রায় ১৯ বছর আগে খড়িবাড়ির জনৈক উত্তম সরকারের জমিতে অভিযুক্ত চারজন বর্গা শ্রমিক হিসেবে কাজ করতো ওই চার অভিযুক্ত। যদিও সেই উৎপন্ন ফসলের ভাগ উত্তম সরকারকে সঠিকভাবে দিত না তারা। জমি ছাড়তে বললেও জোর করে জমি দখল করার চেষ্টা করছিল অভিযুক্তরা। এরপর খড়িবাড়ি থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উত্তমবাবু অভিযোগ জানায়। তবে অভিযোগ জানানোর পরেও জোর করে উত্তমবাবুর জমি দখল করার চেষ্টা চালায় কুঞ্জ সিংহ ও তাদের বাকি সহযোগীরা। উত্তমবাবু বাধা দিতে গেলে তার উপর ধারালো অস্ত্র সহ হামলা চালায় অভিযুক্তরা। হামলার জেরে মৃত্যু হয় উত্তমবাবুর। খুনের অভিযোগে দুই নাবালক সহ মোট ছ'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর দীর্ঘ ১৯ বছর মামলা চলার পর এদিন সাজা শোনান বিচারক।

জমি কেলেঙ্কারী নিয়ে শ্বেত পত্র প্রকাশের দাবী বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই ঃ শুধু ভাঙ্গোরের বি এল আরও নয়, জলপাইগুড়ি জেলারও অনেকের বিরুদ্ধে এফ আই আর করতে বাধ্য হবে

পুলিস, দাবী শিলিগুড়ির বিধায়কের। শুক্রবার শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক তথা বিধানসভায় দলীয় চিফ হুইপ ড. শঙ্কর ঘোষ জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী সহ ডুয়ার্সের জঙ্গলে সরকারী জমি দখল করে গড়ে ওঠা রিসোর্ট এবং বিনোদন কেন্দ্র গুলোর জমি নিয়ে শ্বেত পত্র প্রকাশের দাবী জানালেন । এদিন এই সংক্রান্ত বিষয়ে অবগত করার জন্য পূর্ব নির্ধারিত সময়ে জলপাইগুড়ি জেলার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক তথা অতিরিক্ত জেলাশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তবে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও অতিরিক্ত জেলাশাসকের দেখা না পেয়ে ফিরে যান। জেলাশাসক কার্যালয়ে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, তৃণমূল নেতাদের অবৈধ রিসোর্ট ভাঙার নামে আই ওয়াশ করছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে আজ যেমন ভাঙ্গোরের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফ আই আর করেছে পুলিশ, এই জেলার ক্ষেত্রেও সেই কাজ করতে বাধ্য হবে প্রশাসন এক সময়।

অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে খুন করে আত্মসমর্পণ যুবকের, উত্তপ্ত হবিবপুর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ জুলাই ঃ বাড়ির মধ্যে ঢুকে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ করল এক যুবক। এই ঘটনার জেরে শুক্রবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মালদার হবিবপুর। প্রেমের সম্পর্কে বিচ্ছেদের পর ধর্ষণের অভিযোগে প্রেমিকা ব্ল্যাকমেইল করছিল প্রেমিককে। আর সেই আক্রোশেই প্রেমিকাকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ প্রেমিকের বিরুদ্ধে। এরপর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে প্রেমিক। এই ঘটনার জেরে উত্তপ্ত মালদার হবিবপুর। অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে পথ অবরোধ এলাকাবাসীর। রাস্তায় টায়ার জ্বেলে বিক্ষোভ নিহত অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীর পরিবার- পরিজন সহ গ্রামবাসীদের। মালদার হবিবপুরের ইংলিশ মোহনপুরের এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার মৃতার বাবা ও মা মেলায় আইসক্রিম বিক্রি করতে গিয়েছিলেন, সেই সময় বাড়িতে সাত বছরের ভাইকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিল মেয়েটি। প্রতিবেশী গ্রামের যুবক চন্দন সিংহ (২২) প্রেমিকার বাড়িতে যায়। মেয়েটি বারান্দায় বেড়িয়ে এলেই গলা টিপে খুন করে

বলে অভিযোগ। ঘটনার পর গ্রামে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বাড়ির বারান্দায় মেয়েটির মৃতদেহ পাওয়া যায়। অভিযোগ, ভাইকে ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখা হয়। মালদা- নালাগোলা রাজ্য সড়কের বুলবুলচন্ডি হাসপাতাল মোড়ে অবরোধ শুরু হয়। অবরোধ তুলতে হবিবপুর থানার আইসির নেতৃত্বে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এরপর বাড়ির বারান্দায় ওই ছাত্রীর মৃতদেহ ফেলে রেখে হবিবপুর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে সে। চন্দন সিংহের বয়ানের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে হবিবপুর থানার পুলিস ছাত্রীর মৃতদেহটি উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটি মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত চন্দন সিংহ নিজের জবানবন্দিতে জানিয়েছে যে, খুন করার সময় ভাইকে ঘরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। পুলিস জানিয়েছে, প্রাথমিভাবে অনুমান করা হচ্ছে যে গলা টিপে খুন করা হয়েছে ওই ছাত্রীকে। তবে মৃতদেহের ময়নাতদন্তের পরই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। অভিযুক্ত যুবকের ফাঁসি চেয়েছেন নিহত ছাত্রীর বাবাও। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিস।

বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ জুলাই ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। এই নিয়ে এদিন মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই সাংবাদিক বৈঠক করেন। জানা গেছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শীতলকুচি থানার পুলিশ গতকাল শীতলখুচি থানার অন্তর্গত ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ভোগডাবরি এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১০৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেন। সাংবাদিক বৈঠক করে মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলেন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শীতলকুচি থানার পুলিশ গতকাল ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ভোগডাবরি এলাকার কৃষ্ণ মন্ডলের বাড়ি থেকে ১০ টি প্যাকেটে ১০৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। তবে ওই ব্যক্তির বাড়িতে এত পরিমান গাঁজা কি করে এলো তা নিয়ে এখনো স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরও জানান তিনি নিজে জমিতে চাষ করে গাঁজা গুলো বাড়িতে রেখেছিলেন নাকি বিক্রির জন্য মজুত করে রেখেছিলেন ধৃত ব্যক্তিকে আজ আদালতে তুলে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

২১ জুলাই এর কর্মসূচিতে যোগ দিতে রওনা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ জুলাই ঃ আগামী ২১ জুলাই - এর কর্মসূচিতে যোগ দিতে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তৃণমূল

কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। শুক্রবার এনজেপি স্টেশন থেকে হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে করে কলকাতার উদ্যেশে রওনা দিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, দলের মহিলা যুব কর্মী সমর্থকরা। এদিন ২১ জুলাই কর্মসূচির উদ্দেশ্যে যাওয়া কর্মীদের জন্য শিলিগুড়ি টাউন ব্লক ৩ আইএনটিটিইউসি নিউ জলপাইগুড়ি শাখার তরফে সহায়তা কেন্দ্র এবং টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়। সহায়তা কেন্দ্র উদ্বোধন করেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। এদিন প্রচুর কর্মী সমর্থক লাইনে দাঁড়িয়ে সেই টিফিন সংগ্রহ করে কলকাতার ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পাশাপাশি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছান শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

রাস্তা অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ জুলাই ঃ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল কোচবিহার শহরের দুর্গাবাড়ি চৌপতি থেকে ধর্মতলা মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি। তুফানগঞ্জ , দিনহাটা , মাথাভাঙ্গা থেকে শহরে ঢোকার সমস্ত বড় ট্রাক অথবা বাসগুলি ওই রাস্তা দিয়ে শহরে প্রবেশ করে। যার ফলে বেহাল পরিস্থিতি হয়েছে রাস্তাটির। সেই রাস্তা সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেই প্রশাসনের।

হুঁশ ফেরেনি টোটো চালকদের, ময়নাগুড়িতে চলছে পণ্য বহন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ জুলাই ঃ পুলিশি নির্দেশকে কার্যত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালেন ময়নাগুড়ির টোটো চালকরা! হুঁশ ফেরেনি শুক্রবারও, পুলিশি নির্দেশকে উপেক্ষা করেই চলছে পণ্য বহন। নির্দেশ অমান্য করায় শুক্রবার আটক করা হল বেশ কিছু টোটোকে। ময়নাগুড়ি ট্রাফিক ওসি ভয়েস সুব্বা বলেন, টোটোতে পণ্য নিয়ে যাওয়া যাবে না। যারা প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করছে তাদের আটক করা হচ্ছে। আগামীতেও এমন অভিযান চলবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারও পণ্যবাহী টোটো আটক করেছিল পুলিশ। সতর্ক করে দেওয়া হয় টোটোর চালকদের, ভবিষ্যতে এমন দৃশ্য নজরে এলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছিল পুলিশ। এরপরও হুঁশ ফেরেনি বেশ কিছু টোটো চালকের। শুক্রবার আরও একবার পুলিশের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, ভবিষ্যতে এমন দৃশ্য নজরে এলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Jiaganj—Azimganj Municipal
PO-Azimganj. Dl-Murshidabad.

Sl	Name of Work	N.I.T/ N.I.e.T No	Estimated Amount	Last date of Application/ Bid submission
1	Construction and Repairing Roads, Drains and Bamboo Pile	2987/ ESTB/J. A.M./2024, Dated: 19.7.2024	Rs. 396630.00	30/7/2024
2	Electrical Works for electrifications of 'Municipal Food Hub-I' (08 Shop).	2989/ ESTB/J. A.M./2024, Dated: 19.7.2024	Rs. 186098.00	30/7/2024
3	Electrical Works for electrifications of 'Municipal Food Hub-II' (10 Shop).	2990/ ESTB/J. A.M./2024, Dated: 19.7.2024	Rs. 197562.00	30/7/2024

Sd/-
Chairman
Jiaganj—Azimganj Municipal

Office of the Board of Administrators
BUNIADPUR MUNICIPALITY
PO-Buniadpur, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin:733121
e-TENDER
Tender are hereby invited from the eligible contractors/suppliers for the different works as specified in **1173/BPM/N-160/2024; NIT No.-1174/BPM/N-161/2024; NIT No.-1175/BPM/N-162/2024; Dated-18/07/2024**, (**Closing date-27/07/2024, 11.00 AM**). For details please contact the office of the Chairperson, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.
Sd/- Chairperson
Buniadpur Municipality

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SHYAMPUR-II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH,711312
Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-03/2024-25 544/Shy-II
Dated- 19.07.2024
On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders .gov.in**. The last date of tender submission-**27.07.2024 at 10.00 AM.**
SD/-EXECUTIVE OFFICER
SHYAMPUR–II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH, 711312

TRIBUTE TRADING AND FINANCE LIMITED
CIN - L35991WB1986PLC139129
Regd. Office: 3, Bentinck Street, 2nd Floor, Kolkata - 700 001
Phone: 033 22100875;
email: ttfltd@gmail.com; Website: www.ttfltd.co.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that the **38th Annual General Meeting (AGM)** of the Company will be held on Monday, 12th August, 2024 at 11.00 A. M. At the registered office of the Company at 3, Bentinck Street, 2nd Floor, Kolkata-700001, to transact the business as set out in the Notice convening the said Annual General Meeting.
The Registrar of the Members and Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 06.08.2024 to Monday, 12.08.2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.
The Company has mailed/dispatched the copy of Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year ended March 31, 2024, to the Members of the Company.
The Company is pleased to provide the members facility to exercise their right to vote electronically on all resolutions set out in the notice of AGM and has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose.
All the Members are hereby informed that:
a) Remote e-voting will commence on 09.08.2024 at 9.00 A.M. and end on 11.08.2024 at 5:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.
b) The facility for the casting the vote through ballot paper shall be made available at the Annual General Meeting for the members who have not cast their vote by remote e-voting.
c) The cur off date for the purpose of remote e-voting is on 05.08.2024.
d) Any person who acquire shares and become Member and dispatch of the Notice of the 38th Annual General Meeting and holds shares as of the cut-off date of 5th August, 2024 may obtain the sequence number for remote e-voting by sending a request to the Company's RTA at absconsultant99@gmail.com.
e) In case of any queries or issues relating to e-voting, the Shareholders may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.co.in under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or ttfltd@gmail.com or contact at the Registered Office of the Company.

The results of the e-voting shall be declared on or after the AGM and the results declared along with the Scrutinizers Report shall be placed on the website of the Company at www.ttfltd.co.in and also on the CDSL's website at www.evotingindia.com.
Notice of 38th Annual General Meeting and Annual Report for the year ended 31st March, 2024 are also available on the website of the Company, www.ttfltd.co.in and also on the CDSL's website at www.evotingindia.com.

By order of the Board
For **Tribute Trading and Finance Limited**
Smita Jain
Company Secretary
Place: Kolkata
Date: 19.07.2024

টোটো চার্জ করতে গিয়ে ইলেকট্রিক শক লেগে মৃত্যু ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ জুলাই ঃ টোটো চার্জ করতে গিয়ে ইলেকট্রিক শক লেগে মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু হল তুফানগঞ্জ দোলমেলা মাঠ সংলগ্ন কামাতফুলবাড়ী এলাকার এক টোটো চালকের। মৃত ব্যক্তির নাম আলমগীর হোসেন (৩০) জানা যায় তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের দোলমেলা মাঠ সংলগ্ন কামাতফুলবাড়ী এলাকার বাসিন্দা আলমগীর হোসেন পেশায় টোটো চালক। প্রত্যেক দিনের মতোই গতকাল রাতে টোটো চার্জ করতে যান আলমগীর, সেখানে ইলেকট্রিক শক লেগে ঘরে পড়ে থাকতে দেখতে পারেন পরিবারের সদস্যরা। পরবর্তীতে তাদের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। হাসপাতাল থেকে দেহটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। ময়নাতদন্তের পর দেহটি পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে থানা সূত্রে খবর।

Patashpur- II Panchayat Samiti
Purba Medinipur
e- Tender Notice
The undersigned is inviting E-Tender for 5 (Five) nos scheme fund of XV Finance/MPLAD/BEUP vide NIeT no 01/WB/PURBA MDN/PTP-2/EO/e-NIT/2024-25 Dated 19.07.2024 . Intending bidders may visit e-procurement portal www.wbtenders.gov.in or office notice board of the undersigned for details of the tenders.
Sd/-
Executive Officer ,
Patashpur II Panchayat Samiti

জনবিজ্ঞপ্তি
সার্কুলার নং সম্মতিতে. DNBS (PD)/CC.N0.11102. 01/ 99-2000 ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ১৫.১১.১৯৯৯ তারিখে সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা এবং শর্তগুলি পূরণ সাপেক্ষে, যদি থাকে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রয়োজনীয় ভারতের বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, মেসার্স S.L.N এর পরিচালক ফাইন্যান্স অ্যান্ড লিজিং প্রা. লিমিটেড (CIN- U65922WB1995PTC124678) একটি বিদ্যমান নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্স কোম্পানি (এখানে 'কোম্পানী' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) ১৮, রবীন্দ্র সরণি, গেট নং ২, পোদ্দার কোর্ট, ৫ম তলা, ইউনিট নং ৫৪২, কলকাতা-৭০০০০১, পরিবর্তন করা হচ্ছে শ্রী গৌতম গুপ্ত (DIN: 09444174), শ্রী মানিক গুপ্তের ছেলে দক্ষিণ পাড়া অঙ্গশা চামরাইল, কোনা লিলুয়া, হাওড়া-৭১১১১৪ পেশাজীবী ব্যবসায়ী কর্তৃক ২০ মে, ২০২৪ তারিখে কোম্পানির পরিচালক হিসাবে পদত্যাগ করে। যে কোন ব্যক্তি যার স্বার্থ প্রস্তাবিত পদত্যাগের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদের প্রকৃতি উল্লেখ করে কোম্পানি এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ডি.এন. বি.এস. ১৫, এন. এস. রোড, ৮তল, কলকাতা-৭০০০০১ কে জানাতে পারে এবং আপত্তির ভিত্তি।
তারিখঃ ২২.০৫.২০২৪

JAMTORA GRAM PANCHAYAT
SALCHURA: MANTUMRA: CHHATNA: BANKURA
Please visit at www.wbtenders.gov.in for participating in e-Tender Notice No. 7/JAM/2024-25 and 8/JAM/2024-25 dated 18/07/2024, last date of submission 27/07/2024 upto 11.00 AM.
Sd/-
Pradhan
Jamtora Gram Panchayat
Chhatna, Bankura

Abridged Notice Inviting e-Tender
Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for 10 nos. various works. For details visit www.wbtenders.gov.in Tender ID : 2024_ZPHD_716051_1 to 2024_ZPHD_716051_6, Last Date and time 26-07-2024, 05:55 PM and 2024_ZPHD_716053_1 to 2024_ZPHD_716053_4 Last Date and time 02-07-2024, 05:55 PM Ref. NIT08 & 09/24-25.
Sd/-Executive Officer
Namkhana Panchayat Samiti
District South 24 Parganas

Tender has invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for **Construction of CC Road from Saidullah house to Nzrul house at Jashar. NIT No. 08/PUR/24-25 Dt.-19.07.2024, Tender ID No 2024_ZPHD_717644_1 to 3**. Last date for submission of Tender: **02/08/24 up to 5.00 P.M. Wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
PursurahHooghly**

HIJALNA GRAM PANCHYET
HIJALNA GRAM PANCHAYAT, BADGACHA :: PURBA BURDWAN
(Under Raina-I Panchayat Samity)
e-tender are invited by the Prodhan, Hijalna Gram Panchayat from bonafied and experience contractors for **CONSTRUCTION OF PUCCA COVER DRAIN, CONSTRUCTION OF CC ROAD AND CONSTRUCTION OF WATER PURIFICATION UNDER HIJALNA GP** from 15th FC Tied and Untied Fund 2024-2025. Vide NIT Memo No-204/HGP, 205/HGP and 206/HGP Date-19/07/2024, For further details please visit **http://wbtendar.gov.in portal. and see Tendar ID 2024_ZPHD_717502_1_6, 2024_ZPHD_717389_1_6, and 2024_ZPHD_717688_1_4**
Sd/-
Prodhan
HIJALNA Gram Panchayat

Office of the Prodhan
GANGADHARPUR GRAM PANCHAYAT
Panchla, Howrah
NOTICE INVITING TENDER No. (1) GGP/95/2024
Scheme wise separate Online Tenders are hereby invited by the undersigned for total 8(Eight) Nos. Similar works from reputed, bonafied & resourceful contractors. Submission of Bid through online will be started from 19/07/2024 up to 5 p.m. on 02/08/2024. The tender will be opened on 05/08/2024 after 1 PM. For details, please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Prodhan
Gangadharpur Gram Panchayat

বৈদ্যুতিক কাজ
টেন্ডার নং ঃ ইএল-জিএইচ-৯৫৮ অফ ২০২৪-২৫, **তারিখ ঃ** ১৮-০৭-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে **কাজের নাম ঃ** নিউ গুয়াহাটিতে: "পর্যায়- III, IV এবং V হিসাবে নিউ গুয়াহাটিতে বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের পরিদর্শন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কার্যকলাপের জন্য প্রস্তাবিত উন্নত পরিদর্শন কেন্দ্র" -এর সাথে যুক্ত বৈদ্যুতিক কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৯৭,৩৭,৪০৮/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,৯৪,৮০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৮-০৮-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য **http:// www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই, গুয়াহাটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

PUBLIC NOTICE
SURRENDER OF INVESTMENT ADVISER REGISTRATION
Chanpreet Singh
SEBI Investment Adviser Registration No. INA300005090
29, Rani Rashmoni Road, Kolkata, West Bengal, 700087
NOTICE is hereby given that Chanpreet Singh is desirous of making an application for the surrender of their Investment Adviser registration bearing registration number INA300005090. Any aggrieved party may make any representation against the surrender to Chanpreet Singh at their Registered Office as indicated above, and they can lodge their compliant at grievances at https://scores.sebi.gov.in/ within 15 days of the date of Notice, or before SEBI Head Office, Plot No. C4-A, 'G' Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/S_D/RAJ/03/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Rewinding of stator with heat varnishing of burnt out submersible motor of pump unit no. 3 including replacement of broken bearings and mechanical seals at Rajdanga Drainage Pumping Station.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: **2% of quoted amount.** Period of completion: **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/S_D/JORA/04/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of motor starter panel including other electrical works of submersible pump motor unit no. 2, 4 & 5 at Jorabridge and pump unit no. 2 at Rajapur Drainage Pumping Station.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: **2% of quoted amount.** Period of completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **31.07.2024 - 5 pm (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **19.07.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen **(For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : GRBU/JOKA/E5/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Complete servicing and overhauling of 1000 LPS SWF submersible pump unit no. 1 along with allied works at Joka DPS under GRBU (S&D).** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **14 days.** Last date and time of submission of bid: **31.07.2024 upto 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **23.07.2024 at 5 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/65 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged road surface at different places of S. A. Farooque Road and surrounding area in portion of Ward No.-140 under BR-XV.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,85,478.13 (excluding contingency amount).** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/174 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged road surface at different places of G. R. Road and surrounding area in portion of Ward No.-134 under BR-XV.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,48,686.42 (excluding contingency amount).** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of all bids: **06.08.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **27.07.2024 (12 noon)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Director General (Mechanical), Roads, KMC invites e-tender online percentage/item rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ASPH/P.B/SAB-18/2023-24 (2nd Call)
Name of the work: **Shifting and staking iron materials including housekeeping of workshop and mechanical store at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated cost: **₹ 4,97,358.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **85 days.** Last date and time of submission of bid: **09.08.2024 - 1 pm.** Bid opening date for technical proposal (online): **12.08.2024 - 1 pm.** The bid forms and other details are available on and from **19.07.2024 (after 6 pm)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

(2) NIT No. : KMC/ASPH/GG/SJ.M-02/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of road at Rani Sankari Lane by lowering the bituminous surface and other allied civil works from 117, Hazra Road to 2/1A Parboti Chakraborty Lane in Ward No.-73, BR-IX under Roads (M) Department.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 2,79,275.48.** Earnest money: **₹ 5,600.00.** Period of completion: **15 days.**

(3) NIT No. : KMC/ASPH/GG/SJ.M-01/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of road at Rani Sankari Lane by lowering the bituminous surface and other allied civil works from Rupayan Garden, Harish Mukherjee Road to near St. Helen School in Ward No.-73, BR-IX under Roads (M) Department.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,99,173.62.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **29.07.2024 at 11 am (For Sl. No. 2 & 3).** Bid opening date for technical proposals (online): **31.07.2024 at 11 am (For Sl. No. 2 & 3).** The bid forms and other details are available on and from **19.07.2024 at 5 pm** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 2 & 3).**

(4) NIT No. : KMC/ASPH/P.B/SAB-Q3/2024-25
Name of the work: **Repairing and servicing with replacement of various spare parts of different old computers, printers of Asphaltum Palmer Bazar plant and D.G. (M)/Roads office under Roads (M) Department.** Estimated cost: **Quotation.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **07.08.2024 - 12 noon.** Bid opening date for technical proposal (online): **09.08.2024 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **19.07.2024 (after 2 pm)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

(5) NIT No. : KMC/ASPH/GG/ASP-08/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of road at Rani Sankari Lane by lowering the bituminous surface and other allied civil works from 46 S. P. Mukherjee Road to 11/2A Rani Sankari Lane in Ward No.-73, BR-IX under Roads (M) Department.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,99,230.16.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(6) NIT No. : KMC/ASPH/GG/ASP-05/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Packaging and distribution of emulsion bitumen to different borough and departmental gangs for hot mix laying work at Roads within the jurisdiction of KMC under Road's (Mech) Department (GG).** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 2,52,253.56.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **200 days.**

(7) NIT No. : KMC/ASPH/GG/ASP-02/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Cleaning of dust and silt from inside of Asphaltum G. G. Plant under Road's (M) Department.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,93,274.91.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(8) NIT No. : KMC/ASPH/GG/ASP-07/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Contractual operation of drum mix plant (civil) occasionally at night shift under Asphaltum Goragacha.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,83,485.99.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **300 days.** Last date and time of submission of bid: **31.07.2024 at 5 pm (For Sl. No. 5 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **22.07.2024 after 5 pm** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 5 to 8).**

CORRIGENDUM
NIT No. - KMC/EE(C)/Br-VIII/085/01/2024-2025/ Bustee of Engineering (Civil), Br-VIII Department (Sl. No. 1). Earnest money will be read as **₹ 9,900.00** in place of ₹ 8,900.00.
(249/24-25)

চাষবাস

রোগের হাত থেকে পান বাঁচাতে কি করবেন তার টিপস

পান একটি অর্থকরী ফসল। কিন্তু বিভিন্ন রোগের কারণে ফলনে প্রভাব পড়ে। ফলন কম হওয়ায় কৃষকও পানচাষে আগ্রহ হারান। পানে রোগের প্রাদুর্ভাব প্রাক-বর্ষাকাল থেকেই শুরু হয়। বর্ষাকালে যা চরমে পৌঁছয়। পানকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে আগাম প্রতিরোধ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। লিখেছেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. গৌতম মণ্ডল।

পান একটি অত্যন্ত লাভজনক অর্থকরী ফসল। প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে জ।তি। বাণিজ্যিকভাবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। পানকে ভারতের ‘ সোনা’ হিসাবে গণ্য করা হয়। ভারতবর্ষে পান চাষের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ আগ্রণী ভূমিকা পালন করে। পশ্চিমবঙ্গে পান প্রধানত ‘ চাষ করা হয়। বরোজ অধিক আর্দ্রতা এবং স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় থাকে। যা পানের উপযুক্ত বৃদ্ধি এবং গুনগতমান সঠিক রাখার জন্য উপযোগী। তাছা।। বিভিন্ন ঋতুতে বরোজের ছাউনি ও

চারদিকের বো।র দেওয়ালের পুরুত্বে কম-বেশি করে আপেক্ষিক আর্দ্রতা, গ্রীষ্মকালে উচ্চ তাপমাত্রা এবং রোদ, শীতকালে নিম্ন তাপমাত্রা এবং বর্ষাকালে অতিরিক্ত আর্দ্রতা থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়। বর্তমানে পান চাষিরা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। ফলে, দিন-দিন চাষের জমির পরিমাণ কমে যাছে। এর মধ্যে, রোগের সমস্যাও অন্যতম। যা প্রায় প্রাক-বর্ষাকাল থেকে শুরু হয় এবং তা বর্ষাকাল থেকে চরম মাত্রায় ধারণ করে। তাই প্রাক-বর্ষাকাল থেকেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও আগাম সতর্কতা গ্রহণ করতে না পারলে চাষিভাইদের সমূহ বিপদের মুখে প।তে হতে পারে। যা পরে প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মূলত যে রোগ সমস্যা গুলোর সম্মুখীন হতে হয় তা হল, ছত্রাকজনিত পাতা পচা, কাণ্ড পচা ও পাতায় চাকা-দাগ এবং ব্যাকটেরিয়া জনিত পাতায় দাগ (অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যায় ছোট দাগ)। এই সমস্ত রোগের জীবাণু জমিতে ও গাছের গোড়ার মাটিতে থাকে।

তাই বর্ষায় যে যে সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে তা হল

(১) জমিতে জল দাঁড়ানো চলবে না।
(২) জমির মাটি বিশেষত গাছের গোড়ার মাটি ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি ওষুধ বোর্দু-মিশ্রণ (১.০ শতাংশ) দিয়ে ভিজিয়ে এক মাস অন্তর বিশুদ্ধ করতে হবে। (৩) বোর্দু-মিশ্রণ (০.৫ শতাংশ) দিয়ে ২০ থেকে ৩০ দিন অন্তর গাছে স্প্রে করে ধুয়ে দিতে হবে। (৪) জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করার সময় অথবা অন্তত এক মাস অন্তর জৈব ওষুধ, ট্রাইকোডার্মা কিছু পরিমাণ জৈব সারের সঙ্গে মিশিয়ে (মোটামুটি ২-৫ গ্রাম জৈব ওষুধ প্রতি কেজি জৈব সারের জন্য) প্রয়োগ করতে হবে। (৫) পান ফসল তোলা এবং লতাকে নামানোর পর বোর্দু-মিশ্রণ (০.৫ শতাংশ) দিয়ে গাছেকে স্প্রে করে ধুয়ে দিতে হবে। (৬) যাঁরা নতুন লতা লাগাবেন, তাঁরা অবশ্যই লতাকে বোর্দু-মিশ্রণ (০.৫ শতাংশ) দিয়ে ৩০ মিনিট শোধন করে লাগাবেন। (৭) বরোজের বাইরের চারদিকে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। বিশেষত কচু জাতীয় গাছ নির্মূল করতে হবে। (৮) বরোজের চারিদিকের ও ছাদের আচ্ছাদন বা ছাউনি সময়মতো ঘন এবং পাতলা করে দিতে হবে।

বেআইনি বাজি কারখানার হদিস পিয়ালিতে, আটক নয়

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১৯ জুলাই ঃ রীতিমত ল্যাবরেটরি বানিয়ে বাজি তৈরি হচ্ছিল। তাও বেআইনি ভাবে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে নানান ধরনের কেমিক্যাল, বারুদ সহ চকলেট বোমা তৈরির নানান সরঞ্জাম। ঘটনাস্থল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং ১ ব্লকের পিয়ালি মোল্লা পাড়া। শুক্রবার বিকেলেই ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় অভিযান চালায় এসডিপিও ক্যানিং রামকুমার মন্ডলের নেতৃত্বে ঘুটিয়ারিশরীফ ফাঁড়ির বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থল থেকেই আটক করা হয়েছে নজনকে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। সঠিক কি ধরনের বাজি এখানে তৈরি হত? কেন ল্যাবরেটরি গ।ে তোলা হয়েছিল? এখানে বিশেষ কোন বিস্ফোরক তৈরির চেষ্টা চলছিল কিনা সেটাও ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এই এলাকায় অভিযান চালায় ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও ঘুটিয়ারিশরীফ ফাঁড়ির পুলিশ। মাত্র পাঁচ সাতদিন আগেই এই কারখানা ও ল্যাবরেটরি চালু হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। পিয়ালীর মোল্লাখালি পাড়ায় প্রায় এক বিঘা জমির উপর তৈরি হয়েছে এই বেআইনি বাজি কারখানা। কারখানার মধ্যেই রয়েছে বাজি তৈরির ল্যাবরেটারিও। যেখানে বাজি না বোমা বানানোর নানান পরীক্ষা নিরিক্ষা করা হত তা ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে। বিপুল পরিমান বাজিও উদ্ধার করেছে পুলিশ। ল্যাবরেটারির বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কাছে নমুনা পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এসডিপিও বলেন, ঘুটিয়ারিশরীফ ফাঁড়ির পুলিশ সূত্র মারফ এই কারখানার হদিস পায়। আমরা তল্লাশি করে এখান থেকে বাজি তৈরির নানাবিধ সামগ্রী উদ্ধার করেছি। একটা ল্যাবরেটরিও রয়েছে এখানে। সপ্তাহ খানেক আগেই এটি তৈরি হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এর মালিক কে? কি উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়েছিল সে সব বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বর্তমানে অবৈধ বেতার তরঙ্গের ব্যবহার বেড়ে চলেছে ট্রলারগুলিতে

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ১৯ জুলাই ঃ বর্তমানে মাছ ধরার মরশুম চলছে । আর দিন দিন অবৈধ বেতার সংযোগ বেড়ে চলেছে বহু ট্রলারে। প্রতি বছরই মাছ ধরতে গিয়ে ট্রলার ডুবি হয়ে মৎস্যজীবীদের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা বেড়ে চলেছে।এই মাছের মরশুমে বন্দর ছেড়ে সমুদ্রে পাড়ি দেয় কয়েক হাজার ট্রলার। প্রতি বছরই মাছ ধরতে গিয়ে ট্রলার ডুবি হয়ে মস্যজীবীদের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটে। কারও কারও হদিশ মেলে না। অথচ ট্রলারগুলির সঙ্গে মৎস্য বন্দরগুলির যোগাযোগ রাখার জন্য প্রতিটি ট্রলারেই রয়েছে ভিএইচএফ (ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি) রেডিয়ো সেট।একটি নির্দিষ্ট চ্যানেলে বন্দরের সঙ্গে বারো থেকে পনেরো নটিক্যাল মাইল থেকে যোগাযোগ করতে পারেন মৎস্যজীবীরা। আর সব কিছু আবহাওয়ার উপরে নির্ভর করে আরও বেশি দূর থেকেও। সমুদ্রের মধ্যে প্রতিটি ট্রলার পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে এই রেডিয়ো সেটের মাধ্যমে।এব্যাপারে ট্রলারের মৎস্যজীবীরা বলেন,১৬ নম্বর চ্যানেলে আমরা কথা বলি নিজেদের মধ্যে।তবে কোন ও কারণে নব ঘুরে গেলে নানা রকম কথাবার্তা শোনা যায়। খেয়াল না করলে তাতেই কথা বলে ফেলি আমরা। উপকূল রক্ষী বাহিনী ও ট্রলার গুলির মধ্যে কথোপকথন শুনতে পায় ওই নির্দিষ্ট চ্যানেলে কথা বললে। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় যখন চ্যানেল বদল করা হয়।ওয়্যারলেস মেসেজ পাঠানোর প্রথাগত প্রশিক্ষণ আর বৈধ রেডিয়ো সেট এই দুটোর কোনওটাই নেই

অধিকাংশ মৎস্যজীবীর।এমনকী মৎস্যজীবীদের ওয়্যারলেস সেট ব্যবহারের জন্য ভারত সরকার ‘ লাইসেন্স’(রেডিয়ো টেলিফোনিক লাইসেন্স) চালু করলেও তা সে বিষয়ে তাঁদের কোনও ধারণাই নেই বলে জানিয়েছেন মৎস্যজীবীরা। এর ফলে বহু ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ থেকে কলকাতা বন্দরে যাতায়াত করা বার্জ গুলির কথোপকথনও শোনা যায় ট্রলারগুলির ভিএইচএফ রেডিয়োয়। জানা যায়,প্রায় ১২ হাজার ট্রলার এখন সমুদ্রে যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা, কাকদ্বীপ, রায়দীঘি, ফ্রেজারগঞ্জ থেকে। প্রতিটি ট্রলারেই বিনা লাইসেন্সের এই রেডিয়ো সেট ব্যবহার করা হয়, যা সম্পূর্ণ ভাবে বেআইনি। রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগ সূত্রে জানা যায়, শুধু ভিএইচএফ নয়, সমুদ্রে অনেক দূর পর্যন্ত কথা বলার সুবিধার জন্য কিছু ইউএইচএফ (আল্ট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি) রেডিয়ো সেটও ট্রলার গুলিতে ব্যবহার করা হয়। রেডিয়ো ও অ্যান্টেনা ব্যবহারের জন্য জাতীয় বেতার নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়। বিভিন্ন সময়ে অজ্ঞতার কারণেই পুলিশের নির্দিষ্ট রেডিয়ো তরঙ্গেও ঢুকে পড়েন মৎস্য জীবীরা। এ দিকে নামখানা,কাকদ্বীপের ট্রলার মালিকদের বাড়ির ছাদে জিপি, স্লিমজিম, ইয়াগি’র মতো পেশাদার রেডিয়ো অ্যান্টেনা নজরে পড়ে। একই অ্যান্টেনা দেখা যায় ট্রলার গুলিতেও। ব্যবহার করা হয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ব্যবহৃত রেডিয়ো সেটের মডেলগুলি। বছর পাঁচেক আগে কাকদ্বীপে মৎস্য জীবীদের নিয়ে সমুদ্রে রেডিয়োয় বার্তা পাঠানোর প্রশিক্ষণের জন্য কর্মশালা করেছিলো হ্যামরেডিয়োর ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিয়ো ক্লাব। তাঁর সম্পাদক অম্বরীষ নাগ বিশ্বাস বলেন,অবাধে অবৈধ রেডিয়ো ঢুকছে এ রাজ্যে। কখনও অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে কখন ও আবার ডিলারদের কাছ থেকেই মৎস্যজীবীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এই রেডিয়ো। কেনার সময় শুধু দেখে নেওয়া হচ্ছে, কত দূর পর্যন্ত কথা বলা যায়। সেটা নিয়ম মেনে কিনা, তা জানার প্রয়োজন বোধ করেন না ট্রলার মালিকেরা।এতে নজর না দিলে রেডিয়ো তরঙ্গকে ব্যবহার করে সীমান্তে অপরাধ আরও বাড়বে। তাই এদিকে নজর দেওয়ার খুব প্রয়োজন আছে।

শীতকালীন ফসল হোক বা বর্ষাকালীন পেঁয়াজ হোক বীজ উপাদনের প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারনা প্রয়োজন

আলু আর পিঁয়াজের দাম নিয়ে প্রতি বছর যে হইচই লক্ষ্য করা যায় তা আমাদের রাজ্যের এই সব ফসল চাষের মূল সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। এইসব ফসলের বীজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। তা শীতকালীন ফসল হোক বা বর্ষাকালীন পেঁয়াজ হোক। তাই বীজ উপাদনের প্রযুক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেই পিঁয়াজের বাজার অনেক নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। সারা বছর ধরে চাষবাসের মাধ্যমে বাজারে ফলনের জোগান ঠিক রাখে। দৈনন্দিন জীবনে পেঁয়াজ একটি মূল্যবান সবজি। দেশে ও বিদেশে পেঁয়াজ কাঁচা, সবুজপাতা ও কলি অন্যান্য সবজির সঙ্গে রান্না করে ও শুকনো করে গুঁড়ো অবস্থায় এর ব্যবহার আছে। এছাড়া পিঁয়াজের নানারকম ওষধি গুণও বর্তমান। পিঁয়াজের কন্দ ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। শ্বেতসারে ভরপুর। এতে ভাল পরিমাণে প্রোটিন ও ভিটামিন রয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে পিঁয়াজ উপাদনে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার ছাড়াও বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পিঁয়াজের একটি বিশেষ স্থান আছে। বীজ উপাদনের নিরিখে, পেঁয়াজ একটি দ্বি-বর্ষজীবী উদ্ভিদ। দেশে যে সমস্ত জাত সমতল ভূমিতে হয়, সেগুলির বীজ উপাদন সমতলে করা যায়। এই বীজ উপাদন করতে গেলে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে অবশ্যই ধারনা থাকা প্রয়োজন- ১) বীজ থেকে বীজ উপাদন পদ্ধতি বীজ থেকে উপাদনের এই পদ্ধতিকে ইন-সিটু পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে পিয়াজের কান্দা লাগানোর পরে একই জমিতে ফুল ও বীজ তৈরি হয়। বীজতলাতে বীজ বোনা হয় জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি থেকে আষাড়ের শেষ পর্যন্ত এবং চারা রোপণ করা হয় আষাড়ের মাঝামাঝি থেকে আশ্বিনের শেষ পর্যন্ত। পিঁয়াজের ফুল বা কলি বেরুতে শুরু হয় মাঘ-ফাল্গুণে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি বীজ তৈরি হয়। সুবিধাঃ কম খরচে উপাদন প্রযুক্তি। জলদি পরিণত হয়। বীজের জন্য কান্দা সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না। অসুবিধাঃ যেহেতু কান্দা নির্বাচন করা হয় না, সে জন্য উপাদিত বীজের গুণগত মান ঠিক থাকে না। বীজ উপাদন কম হয়। ২) কান্দা থেকে বীজ উপাদন পদ্ধতি- এই পদ্ধতিতে কান্দা তুলে নির্বাচিত কান্দা গুলি পুনরায় জমিতে লাগানো হয়। দুটি পদ্ধতিতেই এই বীজ উপাদন হয়- বার্ষিক পদ্ধতি - বীজ বোনা জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি থেকে আষাড়ের শেষ পর্যন্ত। চারা রোপন আষাড়ের মাঝামাঝি থেকে ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত্য। কান্দা তৈরি হয় কার্তিকের মাঝামাঝি থেকে পৌষের মাঝামাঝি পর্যন্ত। পিঁয়াজের কান্দা তোলার পরে কয়েকদিন শুকনো করে নিতে হবে। শুকনো নির্বাচিত কন্দগুলি মাঠ থেকে কান্দা তোলার ১৫ দিন পরে মূল জমিতে লাগানো হয়। কান্দা লাগানো হয় অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে। কলি বা ফুল এসে যায় ফাল্গুণ মাসে। জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ তৈরি হয়ে যায়। যেহেতু এই পদ্ধতিতে এক বছর সময় লাগে তাই এটি বার্ষিক পদ্ধতি। বর্ষার মরসুমের পিঁয়াজের জাতগুলি যেমন এগ্রিফাউন্ড ডার্ক রেড, এন-৫৩, বসন্ত ৭৮০, আর্কা কল্যাণ প্রভৃতি সাধারণত এই পদ্ধতিতে বীজ উৎপাদিত হয়। দ্বি-বার্ষিক পদ্ধতি ঃ এগ্রিফাউন্ড লাইট রেড, পুসা রেড, এন-২-৪-১, সুখসাগর এবং অন্যান্য রবি মরসুমের জাতগুলির বীজ এই পদ্ধতিতে তৈরি হয়। পিঁয়াজের কান্দা তৈরির জন্য প্রথমে চারা তৈরি ও রোপণ করা হয় সময়ানুযায়ী। চৈত্র মাসের মাঝামাঝি থেকে বৈশাখের শেষে কান্দা তোলা হয়। কান্দা গুলি ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। কান্দা গুলি কাটাকাটি ও রোগবিহীন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কার্তিকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়। কান্দা গুলি ভাল ভাবে তৈরি মূল জমিতে লাগানোর আগে কান্দা গুলি নির্বাচিত করা হয় নির্দিষ্ট আকারের নিরিখে। যেহেতু এই পদ্ধতিতে প্রায় দেড় বছর সময় লাগে তাই এটি দ্বি-বার্ষিক পদ্ধতি।

শ্রীলক্ষেশ্বর সাইকিয়া কলকাতার মেট্রো রেলওয়ের প্রধান অপারেশন ম্যানেজারের দায়িত্ব নিচ্ছেন

কলকাতা, ১৯ জুলাহ ঃ শ্রী লক্ষেশ্বর সাইকিয়া ১৭.০৭.২০২৪ তারিখে কলকাতার মেট্রো রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় রেলওয়ে ট্রাফিক সার্ভিস অফিসারের ১৯৯৩ ব্যাচের শ্রী সাইকিয়া শ্রী সৌমিত্র বিশ্বাসের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন যাকে পূর্ব রেলে বদলি করা হয়েছে। শ্রী সাইকিয়া একটি ভালো প্রযুক্তিগত পটভূমি নিয়ে এসেছেন এবং রেলওয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার দক্ষতা রয়েছে। তিনি ভারতীয় রেলে ২৯ বছর চাকরি করেছেন এবং জোনাল রেলওয়ের বিভিন্ন স্তরে কাজ করেছেন। মেট্রো রেলওয়ের দায়িত্ব নেওয়ার আগে, শ্রী সাইকিয়া চিফ ট্রাফিক প্ল্যানিং ম্যানেজার পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের চিফ ফ্রেট ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার ছিলেন। তিনি চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজারফ্রেটের পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে যাত্রী বিপণন এবং ভারত সরকারের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের পরিচালক হিসেবেও কাজ করেছেন। তিনি আসাম অঞ্চলের ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার জেনারেল ম্যানেজার এবং আইআরসিটিসি লিমিটেড গুয়াহাটির চিফ রিজিওনাল ম্যানেজার হিসাবেও ইয়োম্যান পরিষেবা প্রদান করেছেন।

ভারতের ইউকো ব্যাঙ্ক, ১৯.০৭.২০২৪ তারিখে ভারতের অন্যতম প্রধান পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক, শুক্রবার অর্থমন্ত্রী শ্রীমতি নির্মলা সীতারামনকে ৩১৯ কোটি টাকার লভ্যাংশ চেক পেশ করেছে। চেকটি হস্তান্তর করেন ব্যাঙ্কের এমডি ও সিইও শ্রী অশ্বনী কুমার, নির্বাহী পরিচালক শ্রী রাজেন্দ্র কুমার সাবু এবং শ্রীবিজয় এন কাম্বলে।

পুণে জেলা কালেক্টরের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ পূজার

পুণে, ১৯ জুলাই ঃ পুণের জেলা কালেক্টর সুহাস দিওয়াসের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ এনেছেন ট্রেনি আইএএস পূজা খে।কার। যদিও, পূজার এই অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ পুণের জেলা কালেক্টর সুহাস। তাঁর বিরুদ্ধে পূজার অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, শুক্রবার পুণের জেলা কালেক্টর সুহাস দিওয়াসে বলেন, এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানানোর কিছুই নেই। আমি কোনও অভিযোগের কপি পাইনি, তাই আমার কাছে কোনও উত্তর নেই। উল্লেখ্য, প্রবেশনারি আইএএস অফিসার পূজা খেড়কার পূর্ব মহারাষ্ট্রের ওয়াশিমে পুণের জেলা কালেক্টর সুহাস দিওয়াসের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ দায়ের করেছেন। গত ১৬ জুলাই এই বিষয়ে জানা যায়। তবে, সুহাস এই অভিযোগকে একেবারেই গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বারাবাঙ্কি-গোরখপুর রেলপথের গোন্ডা স্টেশন থেকে প্রায় ১৯ কিমি দূরে

গোরখপুর ১৯ জুলাই ঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বারাবাঙ্কি-গোরখপুর রেলপথের গোন্ডা স্টেশন থেকে প্রায় ১৯ কিমি দূরে। ১৫৯০৪ চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস ১৮ জুলাই, ২০২৪ তারিখে মতিগঞ্জ-ঝিলাহি স্টেশনের মধ্যে কিমি নং ৬৩৮-১৯ ডাউন লাইনে লাইনচ্যুত হওয়ার ফলে এই সেকশনে রেল চলাচল ব্যাহত হয়। ঘটনাস্থল সংস্কারের কাজ চলছে যুদ্ধ পর্যায়ে। আট শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী সংস্কার কাজ করছেন। ফলস্বরূপ, আপ লাইনটি ১৮ জুলাই, ২০২৪-এ ২৩.৫৮ ঘন্টায় ডিজেল ফিটমেন্ট দেওয়া হয়েছিল। ত্রাণসামগ্রী পরিবহনের জন্য এই লাইনের একটি ব্লক নেওয়া হয়েছে এবং ডাউন লাইনে পুনঃস্থাপনের কাজ করা হয়েছে এবং শীঘ্রই আপ লাইনে বিদ্যুৎ লাইন লাগানো হবে। এর পর ডাউন লাইনও শীঘ্রই লাগানো হবে। এই ডাইভারশনের ফলে, ট্রেন বাতিল এবং ডাইভারশন নিম্নরূপ করা হবে।

বাতিলকরণ -০৪২৬০ অযোধ্যা ধাম-মানকাপুর স্পেশাল ট্রেন অযোধ্যা ধাম থেকে ১৯ জুলাই, ২০২৪ তারিখে চলা বাতিল করা হয়েছে।- ০৪২৫৭ মানকাপুর-অযোধ্যা ধাম স্পেশাল ট্রেন মানকাপুর থেকে ১৯ জুলাই, ২০২৪ তারিখে চলা বাতিল করা হয়েছে।- ০৪২৫৮ অযোধ্যা ধাম-মানকাপুর স্পেশাল ট্রেন অযোধ্যা ধাম থেকে ১৯ জুলাই, ২০২৪ তারিখে চলা বাতিল করা হয়েছে।- ০৪২৪১ মানকাপুর-অযোধ্যা ধাম স্পেশাল ট্রেন মানকাপুর থেকে ১৯ জুলাই, ২০২৪ তারিখে চলা বাতিল করা হয়েছে। রুট পরিবর্তন-- ১৫০৯৭ ভাগলপুর-জম্মুটভি এক্সপ্রেস ১৮ জুলাই, ২০২৪-এ ভাগলপুর থেকে চলমান, মনকাপুর-অযোধ্যাধাম-বরাবাঙ্কি হয়ে যাওয়া রুট দিয়ে চলবে।- ১২৫৬৫ দারভাঙ্গা-নতুন দিল্লি এক্সপ্রেস ১৯ জুলাই, ২০২৪ তারিখে দারভাঙ্গা থেকে চলমান, মানকাপুর-অযোধ্যাধাম-বারাবাঙ্কি রুট হয়ে যাবে। কচুভেলি - ১২৫১২ কচুভেলি-গোরখপুর এক্সপ্রেস যা ১৭ জুলাই, ২০২৪ তারিখে চলছিল তা পরিবর্তিত রুট আইশবাগ-বরাবাঙ্কি-অযোধ্যা ধাম-মানকাপুর দিয়ে চালানো হচ্ছে।

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের দুই জোড়া সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন পরিষেবা

মালিগাঁও, ১৯ জুলাই ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)র পক্ষ থেকে গ্রীষ্মের ভিড়ের সময় যাত্রীদের সুবিধার জন্য, যাত্রীর বর্ধিত চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আরও দুই জোড়া সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। একটি ট্রেন গুয়াহাটি ও আনন্দ বিহার টার্মিনাল এবং আরেকটি ট্রেন নিউ তিনসুকিয়া ও ভগত কি কোঠির মধ্যে চলাচল করবে। দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেনই সাপ্তাহিক ভিত্তিতে উভয় দিকে চারটি করে ট্রিপের জন্য চলবে। এই এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি উত্তর-পূর্ব, উত্তরবঙ্গ, বিহার এবং ভারতের উত্তর অংশের মধ্যে রেল পরিষেবা উন্নত করবে এবং বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে উৎসাহিত করবে। এই ট্রেনগুলির নিয়মিত পরিষেবা নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী চলবে। ট্রেন নং. ০৫৬৭১ (গুয়াহাটি - আনন্দ বিহার টার্মিনাল) স্পেশাল ২৪ জুলাই থেকে ১৪ আগষ্ট, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার গুয়াহাটি থেকে ১৫,০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে শুক্রবার ৮,৫০ ঘন্টায় আনন্দ বিহার টার্মিনাল পৌঁছাবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৬৭২ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-গুয়াহাটি) স্পেশাল ২৬ জুলাই থেকে ১৬ আগষ্ট, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ২৩,৪৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে রবিবার ১৪,১৫ ঘন্টায় গুয়াহাটি স্টেশন পৌঁছাবে। ট্রেনটি উভয় দিকে কামাখ্যা, রঙিয়া, নিউ বঙাইগাঁও, কোকরাঝাড়, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, কিষাণগঞ্জ, মালদা টাউন, ভাগলপুর, জামালপুর, গয়া, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ও

প্রয়াগরাজ ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। ট্রেনে যাত্রীদের জন্য একটি এসি-৩ টিয়ার, আটটি শ্লিপার ক্লাস ও দশটি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস কোচ থাকবে। ট্রেন নং. ০৫৯১৯ (নিউ তিনসুকিয়া-ভগত কি কোঠি) স্পেশাল ২২ জুলাই থেকে ১২ আগষ্ট, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক সোমবার নিউ তিনসুকিয়া থেকে ১২,৪৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে বৃহস্পতিবার ৭,১৫ ঘন্টায় ভগত কি কোঠি পৌঁছাবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৯২০ (ভগত কি কোঠি - নিউ তিনসুকিয়া) স্পেশাল ২৬ জুলাই থেকে ১৬ আগষ্ট, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ০৫,৩০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে সোমবার ৪,০০ ঘন্টায় নিউ তিনসুকিয়া স্টেশন পৌঁছাবে। এই স্পেশাল ট্রেনটি উভয় দিকে শিমালুগুড়ি, ডিফু, লামডিং জং., কামাখ্যা, রঙিয়া, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, কিষানগঞ্জ, কাটিহার, হাজিপুর, গোরখপুর, গাজিয়াবাদ, রোহতক, সুরতগড়, লালগড় জং., মেরতা রোড ও যোধপুর জং. স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। ট্রেনে যাত্রীদের জন্য দুটি এসি-৩ টিয়ার, এগারোটি শ্লিপার ক্লাস ও আটটি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস কোচ থাকবে। উক্ত রুটে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা এই গরমের সময় স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণের জন্য এই স্পেশাল ট্রেনগুলির সুযোগ নিতে পারবেন। এই স্পেশাল ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

প্রাকৃতিক চাষের সংকল্প পূরণের জন্য সব কিছুই করা হবে ঃ শিবরাজ

লখনউ, ১৯ জুলাই ঃ প্রাকৃতিক চাষের সংকল্প পূরণের জন্য সব কিছুই করা হবে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। শুক্রবার লখনউতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ন্যাচারাল ফার্মিং সিস্টেম প্রোগ্রামে ভাষণ দেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী পৃথিবীকে বাঁচানোর, পরিবেশ বাঁচানোর সংকল্প নিয়েছেন। রাসায়নিক সার ব্যবহার না করেই উপাদন বাড়ানো যেতে পারে...প্রাকৃতিক চাষ প্রধানমন্ত্রী মোদীর একটি সংকল্প। প্রাকৃতিক চাষের সংকল্প পূরণের জন্য আমরা সবকিছু করব। প্রাকৃতিক চাষের প্রচারের জন্য কৃষকদের মধ্যে একটি সচেতনতা প্রচার চালানো হবে। এই অনুষ্ঠানে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, উত্তর প্রদেশে চারটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৯টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং দু'টি কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক কৃষির পণ্যের প্রচারের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, প্রত্যয়ন ল্যাব উন্নত করার জন্য ছয়টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

NAME CHANGE

I, Sumita Mitra, W/o. Late Keshab Kumar Mitra,R/o Nazrul Islam Sarani, Madhyamgram (M), North 24 Parganas, West Bengal-700129,wrongly spelled as Sumitra Mitra in my pension documents, changed vide affidavit(No.11568), 1st Class Judicial Magistrate, Sealdah Court on 08.12.2023.. Henceforth, Sumita Mitra & Sumitra Mitra is the same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতি শ্যামা সরদার স্বামী অজয় কুমার ঘোড়ই সোনারপুর রাধাগোবিন্দ পল্লীতে ৮ই ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে ১০২৫১ নং দলিল মূলে জমি ক্রয় করি , দাগ নং ১৯১১ খতিয়ান নং ৪৩৫৭ উক্ত জমি জমির পাওয়ার হোল্ডার শ্রীমতি অর্চনা লোধ পাওয়ার নং ১৯৬৪ সাল ২০২২ যার কেস নং ২১৮৮ /২৪ । কারোর আপত্তি থাকলে সোনারপুর B.L.& L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

নাম পরিবর্তন

আমি Manisha Bhowmik (পুরাতন নাম) স্বামী Sanjib Bhowmik ঠিকানা 58C /1D, Tollygunge Road, P.O.- Tollygunge, P.S. - Charu Market, Kolkata- 700033 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 19-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Manisha Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Manisha Mondal (নতুন নাম) ও Manisha Bhowmik (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Madhabi Dutta S/o. Abhijit Nag R/o. 2/60, Viveknagar, P.O.- Santoshpur, P.S. -Garfa, Kolkata- 700075, W.B., India shall henceforth be known as Madhabi Nag. I declare that Madhabi Nag and Madhabi Dutta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-07-2024.

Name Change

I, Reena Samanta & Reena Bai (Old Name), daughter of Sudesh Kumar, wife of Prapin Samanta, Residing at Murail, P.O.- Dhuliapur, East Medinipur, P.S.- Panskura, PIN- 721634, West Bangal, INDIA Shall henceforth be known as Reena Bai Samanta (New Name) vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 18/07/2024.That Reena Bai Samanta (new name) and Reena Samanta & Reena Bai (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

KUMAR BANERJEE(OLD NAME), SON OF SUSHIL BANERJEE, RESIDING AT SATIN SEN PALLY,NATUN PUKUR ROAD, PO & PS- BARASAT, NORTH24PARGANAS - 700124, WEST BENGAL, INDIA,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANAS BANERJEE(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/07/2024.THAT MANAS KUMAR BANERJEE AND MANAS BANERJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি Arup Kumar Biswas (পুরাতন নাম) পিতা Amaresh Biswas ঠিকানা Jagannathpur, Patikabari, Hanskhali, Nadia, W.B-741502, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 19-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Arup Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Arup Biswas (নতুন নাম) ও Arup Kumar Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I GOUTAM KUMAR SONI, S/O SANJAY SONI, R/O 10, ADI BANSTALLA LANE, PO BURRABAZAR, PS POSTA, KOLKATA -700007, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOUTAM SONI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/07/2024, THAT GOUTAM KUMAR SONI AND GOUTAM SONI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি Sikta Kundu (পুরাতন নাম) স্বামী Saikat Kumar Kundu ঠিকানা GC-156, Sector-3, Salt Lake City, P.S.- Bidhannagar South, P.O.- Bidhannagar IB Market, Bidhannagar- 700106 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 19-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sikta Talukdar Kundu (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sikta Talukdar Kundu (নতুন নাম) ও Sikta Kundu (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, ABHIMANYU DEBNATH resident of Vill. Jageswarpur Barishal Nimdaha, P.O. Ukhara, P.S. Purbasthali, Dist.- Purba Bardhaman, Pin-713512, India do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name SRI BINODBIHARI DEBNATH instead of BINOD DEBNATH which is wrongly recorded in my Admit Card, Registration Certificate, Mark Sheet & Pass Certificate issued by WBBSE, vide an affidavit sworn before the notary public at Nabadwip on 19/07/2024. SRI BINODBIHARI DEBNATH and BINOD DEBNATH both are same and one identical person.

Name Change

I, Aynur Rahaman alias Ainul Molya S/o. Latafat Molla R/o. Vill.- Dakshin Bamunia, P.O. - B Chaltaberia, P.S. - Kashipur, Dist.- 24 Pgs. (S), Pin-743502 shall henceforth be known as Ainur Rahaman. I declare that Ainur Rahaman Aynur Rahaman and Ainul Molya is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-07-2024

Name Change

I, Md Rejaul Islam S/o. Md Shafique Uddin Ahamed R/o. Vill.- Maricha, P.O. - Chak Borali, P.S. - Bhangore, 24 Pgs. (S), Pin- 743502 shall henceforth be known as Rejaul Islam. I declare that Rejaul Islam and Md Rejaul Islam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-07-2024.

শতাব্দী কথা রাখলেন, ডলি পালরা খুবই খুশি

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৯ জুলাই ঃ ভোট ফুরোলে, নেতা নেত্রীদের দেখা মেলে না। এই প্রবাদ সাংসদ শতাব্দী রায়ের ক্ষেত্রে খাটে না। তিনি ব্যাতিক্রম। লোকসভা নির্বাচনের আগে চলতি বছরের ৩১ মার্চ তিলডাঙার ঠিক যে জায়গাই টিঠি ডাঙা সহ আশেপাশের গ্রামের মানুষ প্রার্থী শতাব্দী রায়কে ঘিরে তিলডাঙায় কাঁদরের উপর একটি সেতুর আবেদন জানিয়েছিলেন। আর সেই আবেদন নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার হয়েছিল, এই মর্মে যে শতাব্দী বিক্ষোভের মুখে। টিঠিডাঙার বাসিন্দা সুনীল পাল সেদিন বলেছিলেন, আমরা বছরের পর বছর ধরে এই গ্রামে সেতুর জন্য আবেদন জানাচ্ছি। কিন্তু গ্রামের বিচিত্র ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কোনো আমলেই সুরাহা মেলে নি। আবার শতাব্দী রায়ের কাছে আবেদন জানালাম। তিনি ভোটের মুখে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে চান নি। ভোট মিটে গেলে বিষয়টি সঠিক জায়গাই তুলে ধরবেন বলে জানান। আজ সেই সুনীল পাল গদগদ স্বরে বললেন, দিদি যা বলেন, তা করেন। সেদিন ভোটের মুখে প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নি। তবে আজ আমাদের সঙ্গে দেখা করে বলে গেলেন কাঁদরের উপর সেতু হবেই। ডলি পাল সহ অন্যান্যদের কাছে ডেকে সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, এক মাস সময় লাগলো তোমাদের কাছে আসতে। দেখো, দুবরাজপুর থেকে মুরারই কতটা জায়গা। সাতটা বিধানসভা এলাকা। সবার আব্দার রাখতে হবে। তাই একটু সময় লাগে। আমি আজ বলতে এসেছি, তোমাদের ছেলেমেয়েদের নদী পেরিয়ে স্বাভাবিক স্কুলে যেতে কষ্ট হয়। আর কষ্ট হবে না। এরপর সেতু উদ্বোধনের সময় আসবো। ডলি পালরা বলেন, দিদি আমাদের কাছে আসায় আমরা খুবই আনন্দিত। উল্লেখ্য, গ্রামের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে একটি কাঁদর যা ভদ্রপুরে এবং মুর্শিদাবাদে ব্রহ্মাণী নদীতে মিশেছে। বর্ষায় এই কাঁদর নদীর মতো ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ক'দিন আগেও গলা জল ছিল। সেতু না থাকায় টিঠিডাঙার সঙ্গে সাহেবগঞ্জ, তিলডাঙা সহ বিভিন্ন গ্রামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে এক দ্বীপের রূপ নেই বর্ষাকালে। এই সেতু হলে আটটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ উপকৃত হবে তাই নয়, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের যোগাযোগ সহজ হবে। শুক্রবার বেলা ১০টা নাগাদ নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের শীতলগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলডাঙা গ্রামে যান সাংসদ শতাব্দী রায়। কথা দিয়ে কথা রাখলেন বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়। ভোটে জেতার পরে উপস্থিত হন তিলডাঙ্গা গ্রামে শতাব্দী রায়। কাঁদরের ওপর ব্রিজের জন্য জায়গা পরিদর্শন করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই কাজ শুরু হবে বলেন। খুশি এলাকাবাসীরা। উপস্থিত ছিলেন ব্লকের ফাইভ ম্যান কমিটির সদস্যরা রেজাউল হক, আবু জাহেল রানা, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ নাগর চন্দ্রকোনায় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বরুন ভট্টাচার্য্য অঞ্চল সভাপতি আব্দুল হালিম সহ আরো অন্যান্য নেতৃত্বরা ও গ্রামবাসীরা।

ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি দুস্কৃতিদের! মোবাইল ও নগদ টাকা নিয়ে চম্পট

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৯ জুলাই ঃ রাজ্য জুড়ে প্রতিদিনই দুস্কৃতি দের তান্ডবের খবর থাকছে শিরোনামে। এবার সেই তালিকায় নাম উঠে এলো নদীয়ার জেলা সদর কৃষ্ণ নগর শহরেরও। উল্লেখ থাকে জেলা সদর হবার দরুন প্রশাসনিক সকল দপ্তরের জেলা কার্যালয় যেমন এই শহরে পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের আধিকারিক দেরও বসবাস এই শহরে, সুতরাং নিরাপত্তার দিক থেকে কিছুটা হলেও বাড়তি নজরদারি থাকবে নদীয়ার কৃষ্ণনগর শহরে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এবার এই কৃষ্ণনগর শহরেই প্রকাশ্যে ব্যাবসায়ীকে লক্ষ্য করে দুস্কৃতিদের তান্ডব ও গুলি চালনার ঘটনায় শহরের নিরাপত্তা নিয়েও উঠতে শুরু করেছে নানা প্রশ্ন। শুক্রবার ভোররাতে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার গোয়ারী বাজারে এক মাছ ব্যাবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুস্কৃতিরা। ঘটনায় গুরুতর আহত ওই মাছ ব্যাবসায়ী। জানা যায় কৃষ্ণনগর নগেন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দা সমীর ঘোষ এবং বিশ্বনাথ ঘোষ নামে দুই ভাই পেশায় মাছ ব্যাবসায়ী। প্রতিদিন

তারা কৃষ্ণনগর গোয়ারা বাজার থেকে মাছ কিনে পাত্র বাজারে বিক্রি করে। প্রতিদিনের মতো শুক্রবার ভোররাতেও তারা গোয়ারি বাজারে মাছ কিনতে যায়। অভিযোগ উঠে হঠাৎ ওই এলাকার কিছু দুস্কৃতি তাদেরকে ঘিরে ধরে এবং টাকা চাই। টাকা দিতে অস্বীকার করায় আগ্নেয়াস্ত্র বের করে ওই দুই মাছ ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে। প্রথমে একটি গুলি বিশ্বনাথ ঘোষের পায়ে লাগে। বিশ্বনাথকে বাঁচাতে গেলে সমীর ঘোষ কে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুস্কৃতীরা। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। অন্যদিকে বিশ্বনাথ ঘোষের পায়ে গুলি লাগার কারণে বিশ্বনাথ ঘোষ মাটিতে পড়ে যায়। এরপরেই বন্দুক দিয়ে মাথায় আঘাত করে দুস্কৃতীরা। জানা যায় পরপর চার রাউন্ড গুলি করে অভিযুক্তরা। গুলির আওয়াজ ও শোরগোলের আওয়াজ পেয়ে বাজারের অন্যান্য মাছ ব্যবসায়ীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এলে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায় দুস্কৃতীরা। এরপরেই রক্তাক্ত অবস্থায় বিশ্বনাথ ঘোষ কে উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন বিশ্বনাথ ঘোষ। পাশাপাশি ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ। ঘটনা প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ ঘোষ জানান আমাদের অভিযুক্তদের সঙ্গে পুরনো কোন শত্রুতা নেই। তবে যারা গুলি চালিয়েছে তারা ওই এলাকার সমাজবিরোধী কাজ করে বেড়ায়। ওরা টাকা চেয়েছিল আমি দিতে অস্বীকার করাতেই এই আক্রমণ করেছে। আমার এবং ভাইয়ের কাছ থেকে ওরা প্রায় ৪০ হাজার নগদ টাকা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে। আমরা চাই অবিলম্বে প্রশাসন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। সামগ্রিক ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন।

সপ্তাহ ব্যাপী সাগরে বনমহোৎসবের উদ্‌যাপন

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিন ২৪ পরগনা, ১৯ জুলাই ঃ রাখতে চাইলে সুস্থ জীবন.....। চাই অরণ্যের সংরক্ষণ...। গত ১৪ জুলাই থেকে ২০ জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত অরণ্য সপ্তাহ তথা বনমহোৎসব পালন । গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান। বনমহোসব ও অরণ্য সপ্তাহ পালন হবে আজ ১৫ জুলাই থেকে চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।গাছ লাগানো, গাছের চারাবিতরণ, গাছের উপকারীতা, গাছের পরির্চযা, পথযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অভিভাবকদের নিয়ে সেমিনার ও আলোচনা সভা চলবে একসপ্তাহ ধরে। বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম রয়েছে সেইসঙ্গে শিশুদের জন্য বসে আঁকো ও স্বরচিত কবিতা পাঠ। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত। আর শিক্ষক রা হলো সমাজ গড়ার কারিগর তাই শিশুদের দিয়ে গাছ লাগিয়ে আজ ১৫ জুলাই, ২০২৪ শুক্রবার শুভসূচনা করা হলো অরণ্য সপ্তাহের তথা বৃক্ষরোপন ও বনমহোৎসবের। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন, অরণ্য সপ্তাহ পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে তোলা। অরণ্য সপ্তাহে প্রধানত বৃক্ষরোপণ এবং অরণ্য সংরক্ষণমূলক বিভিন্ন কার্যাবলী করা হয়ে থাকে। এই সকল কার্যাবলীর মাধ্যমে আমাদের পৃথিবীর পরিবেশকে সুন্দর করে তোলাই অরণ্য সপ্তাহের প্রধান উদ্দেশ্য। এবারের আমাদের থিম গাছ লাগাও, পরিবেশ বাঁচাও। একটি গাছ, অনেক প্রাণ । একটি করে গাছ লাগাই, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বাঁচাই। আলোচনার বিষয় রয়েছেঃ উষ্ণায়ণ প্রতিরোধে, আর্থিক মান্নোনয়নে অরণ্য এবং প্লাস্টিক দূষণের সমাপ্তি

করণ। সেইসঙ্গে পরিবেশে জীববৈচিত্র্যে অরণ্য ও প্লাস্টিকের প্রভাব। বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন- 'Each One, Plant One', এবারও প্রত্যেকের কাছেই অনুরোধ রাখব, -সকলেই অন্তত একটা করে গাছ লাগান। তবে সেলফি তুলতে নয়, ভালোবেসে। -আর নিজের দায়িত্বে তাকে বাঁচিয়ে রাখুন, ব। করুন। গাছ লাগানো সোজা, ব। করে তোলাটা একটুখানি হ্যাপা। আসুন না সবাই মিলে প্রায়শ্চিত্তে এই হ্যাপাটা উপভোগ করি। পৃথিবীটা বাসযোগ্য রাখতে, -সবুজ চাই, নীল আকাশ দেখতে, -সবুজ চাই, পাখির গানে ঘুম ভাঙতে, -সবুজ চাই, শ্রাবণ মেঘে হারিয়ে যেতে, -সবুজ চাই, আর বুক ভর্তি নিঃশ্বাস নিতেও তো সবুজই চাই! মাঝের ক'বারের পালটে যাওয়া পৃথিবী এবার খানিকটা স্বাভাবিক, তাই আসুন হৈ হৈ করে আবার সবাই মাঠে নেমে পড়ি, সময়ের দাবি মতই ছোট্টো বন্ধুদের সাথে এই সাতটা দিন সবুজের সাথে থাকি, আর সবুজকেই কাছে রাখি।

নদীয়ায় আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের সাথে দেখা করতে এসে বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৯ জুলাই ঃ শুক্রবার নদীয়ায় এসে রাজ্য সরকার ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের তীর্যক ভাষায় আক্রমণ করতে শোনা গেলো বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। সম্প্রতি রাজ্যের চার বিধানসভা কেন্দ্রে সমাপ্তি হয়েছে উপনির্বাচন। যদিও তাতে একটি আসনও জয় লাভ করতে পারেনি বিজেপি। আর তারপর থেকেই একাধারে যেমন তৃণমূলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শোনা গেছে শুভেন্দু অধিকারীকে পাশাপাশি রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের দিকেও আঙুল তুলতে শোনা গেছে শুভেন্দু অধিকারীকে। পাশাপাশি নদীয়ার রানাঘাট দক্ষিনে দলীয় কর্মীদের ওপর মারধর ও ভোটের দিন ক্যাম্প অফিস ভাংচুরের অভিযোগ তুলে তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে শোনা গেছে শুভেন্দু অধিকারীকে। আর শুক্রবার উপনির্বাচন পরবর্তী অবস্থায় আবার নদীয়া জেলায় এলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি রানাঘাট দক্ষিণের উপনির্বাচনে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের বাড়ি গিয়ে তাদের খোঁজ খবর নেন শুভেন্দু। এদিন তিনি পায়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রীতিনগর জগপুর ও উকিল নারায় দলীয় আক্রান্ত কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন। এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন। আগামীদিনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী ও নেতাদের নিয়ে জোটবদ্ধ হওয়ার পরামর্শ দেন বিরোধী দলনেতার শুভেন্দু অধিকারী। এবং উপনির্বাচনের সময় তৃণমূলের অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ হিন্দুদের ভোট দিতে দিচ্ছে না। তিনি আরও জানান ভোটের দিন চাপড়া, থেকে গুন্ডা এনে ভোটের আগের দিন রাতভর বিজেপি কর্মীদের বাড়ি ভাংচুর করছে, এবং ভোটের দিন বিজেপির ক্যাম্প অফিস ভাংচুর করে, আর পুলিশ আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের চিকিৎসা তো দূর তাদেরই গ্রেপ্তার করেছিলো। বিদ্যুৎ বিল সহ বিভিন্ন বিষয়ে আন্দোলনের জন্য শুক্রবার উচ্চ আদালতে যেতে হয়েছে আমাকে। এখানে কি গণতন্ত্র বলে কিছু আছে? এ ছাড়াও এদিন তিনি বিভিন্ন এলাকায় কর্মীদের ঘরে ঢুকে হাতে হাত রেখে পাসে থাকার আশ্বাস দেন ও আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতেও বার্তা দেন। তবে নির্বাচনের ফলাফলের পর শুভেন্দু অধিকারীর দলীয় কর্মীদের বাড়ি গিয়ে তাদের সাথে এভাবে কথা বলা ও খোঁজ নেওয়াতে যে আগামী দিনে কর্মীদের মনোবলকে চাঙ্গা রাখবে তা বলাই বাহুল্য।

কালনা পৌরসভার পৌরপতির নামে এফআইআর দায়ের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৯ জুলাই ঃ কালনা রাজবাড়ি চত্বরে পুরাতত্ব বিভাগের কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষীকে ধাক্কা মারা ও হেনস্থার অভিযোগে অবশেষে কালনা পৌরসভার পৌরপতি আনন্দ দত্তের নামে কালনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হলো শুক্রবার। এদিন কালনা পুরাতত্ব দপ্তরের আধিকারিকরা ও আক্রান্ত সিকিউরিটি গার্ড কালনা থানায় উপস্থিত হয়ে পৌরপতি আনন্দ দত্তের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যা নিয়ে ফের চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমান জেলায়। উল্লেখ্য, উল্টো রথের দিন কালনা রাজবাড়ি চত্বরের লালজী মন্দিরে চলা ভোগ প্রসাদ বিতরণের একটি অনুষ্ঠানে টোটো সমেত জলের জার নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা বাঁধে পৌরপতির সাথে নিরাপত্তারক্ষীর। পৌরপতি আনন্দ দত্ত কর্তব্যরত নিরাপত্তা রক্ষীকে ঠেলে সরিয়ে দেন এবং গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ ওঠে। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হওয়ার পরই চাঞ্চল্য ছড়ায় রাজনৈতিক মহলে। ওই ঘটনার ২ দিন পরে পুরাতত্ত্ব বিভাগের তরফে শুক্রবার অভিযোগ দায়ের হলো কালনা থানায়।

আষাঢ়ের শেষেও বৃষ্টি নেই, পুরুলিয়ায় বৃষ্টির ঘাটতি ৬৪.০৮ শতাংশ

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১৯ জুলাই ঃ প্রায় দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে চলল জুলাইয়ের। আষাঢ়ের শেষেও বৃষ্টির দেখা নেই পুরুলিয়ায়। জুন থেকে হিসাব করলে এখনও এই জেলায় বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে। জুনের নিরিখে পুরুলিয়া জেলায় বৃষ্টির ঘাটতি ৬৪.০৮ শতাংশ বলে জানা গিয়েছে। জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত তা আরও বেড়ে গিয়েছে। ফলে জলাধারের জলেই হচ্ছে ধান রোপণের কাজ। এই বিষয়ে পুরুলিয়ার কৃষি দপ্তরের যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (পার্সোনাল-ইনফরমেশন)জানালেন, জুনে বৃষ্টির ঘাটতি ছিলই। জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত সেই ঘাটতি আরও বেড়েছে। এখনও এই জেলায় ধান রোপণের কাজ শুরু হয়নি। পুরোপুরি তৈরি হয়নি বীজতলাও। পুরুলিয়া জেলার কিছু অংশে জলাধার থেকে জল নিয়ে ধান রোপণের কাজ চলছে। এই খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে শুক্রবার ৩০.৭ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে জেলায়। সাম্প্রতিককালে যা একদিনে হয়নি। কয়েকদিন ঝিরঝিরে ও মুষলধারে বৃষ্টিতে পুরুলিয়ার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নেমে গিয়েছিল। গতশুক্রবার এই জেলার সর্বোচ্চ ছিল ৩৫. ৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সর্বনিম্ন ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে বরাবাজার ব্লকে। ওই ব্লকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫৮ মিলিমিটার। এর পরেই রয়েছে কাশীপুর। সেখানে বৃষ্টি হয়েছে ৫৬.২ মিলিমিটার। বৃষ্টি ওই ব্লকগুলোতে আমন ধানের পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠেছে। কম বৃষ্টি হয়েছে বাঘমুণ্ডিতেও। ৫.২ মিলিমিটার।

সময়মতো ডিম সবজির টাকা না পেয়ে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ১৯ জুলাই ঃ শুক্রবার কুলতলিতে শতাধিক অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীরা সিডিপিওর দপ্তরে ডেপুটেশন দিলেন ও পথ অবরোধ এবং বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিলেন।ডিম ও সব্জির ঠিক মতো দাম সঠিক সময়ে না পাওয়ায় এদিন পথ অবরোধ ও বিক্ষোভে সামিল হলেন কুলতলি ব্লকের শতাধিক আই সি ডি এস কর্মীরা। কুলতলির ব্যস্ততম বাজার জামতলা। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে এদিন অচল হয়ে পড়ে কুলতলির জামতলা। পরে কুলতলি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী এসে আই সি ডি এস কর্মীদেরকে ছত্রভঙ্গ করে অবরোধ তুলে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার সহায়িকা সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পন্ডিত এদিন বলেন,জিনিসপত্র দাম বেড়ে চলেছে। ডিম সবজির দাম ও চড়া। আমরা সময়মতন টাকা পাইনা। তাহলে শিশুদের খাওয়ার যোগান দেব কি করে। আমরা তাই এদিন অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করি। কিন্তু পুলিশ এসে আমাদের ছত্রভঙ্গ করে আমাদের কর্মসূচি বানচাল করে দেয়। আমরা সিডিপিও কে বিস্তারিত কপি সহ জমা দিয়েছি। তিনি এও বলেন, সঠিক সময়ে ডিম ও সবজির পয়সা না পাওয়ায় কর্মস্থলে হেনস্তার স্বীকার হতে হচ্ছে আমাদের।এ ব্যাপারে কুলতলি ব্লকের সিডিপিও শুভাশিস মন্ডল বলেন,পুরো বিষয়টি উদ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।

চন্ডীতলায় তালা ভাঙা হল, আলমারি ভাঙা হল কিন্তু কিছুই নিল না চোর!

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৯ জুলাই ঃ তালা ভাঙা হল, আলমারি ভাঙা হল। অথচ যা ছিল তার কিছুই নিল না চোর! চোরদের আজব কাণ্ড চণ্ডীতলায়। গুচ্ছ গুচ্ছ ফাইল যেটা, যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। ল্যাপটপ বা নগদ টাকা, সব যেমন ছিল, তেমনই আছে। নৈটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘরে ঢুকলেও ১১টা আলমারি, লকার, ড্রয়ার ভেঙেও কিছুই নেয়নি চোর। শুক্রবার সকালে চণ্ডীতলার নৈটি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক কর্মী পঞ্চায়েতের অফিসে গিয়ে দেখতে পান, গেটের তালা ভাঙা। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে যান পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্যরা। চণ্ডীতলার নৈটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাপস মান্না জানান, পঞ্চায়েতের এক মহিলা কর্মী প্রথম দেখতে পান যে অফিসের তালা ভাঙা। এরপর গিয়ে দেখেন, পঞ্চায়েতের ১১টি আলমারি ভাঙা, তার লকার ভাঙা, টেবিলের ড্রয়ার পর্যন্ত ভাঙা। জিনিসপত্র চারপাশে ছড়ানো। অল্প কিছু টাকা ছিল পঞ্চায়েতে। সে টাকা কেউ সরায়নি। পঞ্চায়েতের ল্যাপটপ, ফাইল পত্র সব যেমন ছিল তেমনই আছে। কিছুই খোয়া যায়নি। প্রধান বলেন, তাহলে কী উদ্দেশ্য ছিল চোরের, কেন এসেছিল সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। পঞ্চায়েতের সিসি ক্যামেরাগুলো অকেজো হয়ে আছে গত কয়েকদিন ধরে, যার ফলে বোঝার উপায় নেই, চোর একজন নাকি একাধিক। একইভাবে চণ্ডীতলার জনাইয়ের আরও দুটি স্কুলে তালা ভেঙে ঢুকে আলমারি ভাঙা হয়েছে। বাঁকাগাছা প্রাথমিক স্কুল ও জনাই ভগবান দেবী গোয়েঙ্কা গার্লস হাইস্কুলে ওই ঘটনা ঘটে। গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বলেন, স্কুলের ১২টি আলমারি ও তার লকার ভেঙেছে কেউ বা কারা। চুরি বলতে সিসিটিভির দুটো হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে গিয়েছে, তার বেশি কিছু নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চণ্ডীতলা থানার পুলিশ।

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার অবকাঠামো বৃদ্ধি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ডেপুটি সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/২৫/২৪-২৫, তারিখ ঃ ১৭-০৭-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং ঃ** ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-২৫-২৪-২৫; **কাজের নাম ঃ** নামবাড়িতেঃ নামবাড়ি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে নামবাড়ি অফিসার কলোনির বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার অবকাঠামো বৃদ্ধি। **বিজ্ঞাপিত মূল্য** ঃ ৫৫,৯৩,১৬০/- টাকা; **বায়না মূল্য** ঃ ১,১১,৯০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৭-০৮-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

ডেপুটি সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah
TENDER NOTICE No.-BHGP/170/2024, Date:- 19/07/2024

The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for total 7 (Seven) Nos. different works. Date of issue of tender form 19.07.2024 to 29.07.2024 from 11.00 AM to 3:00 PM. Last date of receiving of tender from 29.07.2024 up to 3:00 PM. Date of Opening: i) TECHNICAL BID-31.07.2024, 3:00 PM, AND ii) FINANCIAL BID-31.07.2024, 4:00 PM. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং জোন১২৭_২০২৪-২৫, তারিখ ১৯.০৭.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক (**ডিইএন/৩/হাওড়া**-র অধীনে) সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ** ঃ জোন নং-৩০ ঃ হাওড়া ডিভিসন ব্যাপী এসএসই/ বিআর/এইচডব্লুএইচ কর্তৃক ব্রীজ রক্ষণাবেক্ষণের আনুষঙ্গিক কাজ সমেত ব্রীজগুলির অধিকাঠামো বা সুপারস্ট্রাকচার রক্ষণাবেক্ষণ করার জোনাল কাজ। **আনুমানিক মূল্য** ঃ ৮৫,০০,০০০ টাকা। **বায়না অর্থ** ঃ ১,৭০,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** মেয়াদ শেষ হবে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয় তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদানঃ** ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্য** ঃ আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টালে)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে প্রদেয় বায়না অর্থ রূপে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

HWH-175/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ ডিএল_এসপিআইসি_কামিনস্_১০০_আরটি_২, তারিখ ১৮.০৭.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ডিজেল, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং ডিএল_এসপিআইসি_কামিনস্_১০০_আরটি_২-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** ০৩ (তিন) বছরের মেয়াদের জন্য পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে, হাওড়া ডিজেল শেডে এসপিআইসি (মডেল নং. এনটি৮৫৫আর)-তে ফিট করা কামিনস্ নির্মিত প্রধান ইঞ্জিনের বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি** ঃ সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১৩,৭৮,৪৮৩.৫৮ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২৭,৬০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩৬ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ১২০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৭.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩ টা ১৬ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ** ঃ ৩০.০৭.২০২৪। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ পাওয়া যাবে যে ওয়েবসাইটে ঃ **www. ireps.gov.in**

HWH-174/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Notice

My Client Mukesh Mittal lost Original registered Deed in respect of his flat Block-E-802, "FORUM PRAVESH" 212, Girish Ghosh Road, Belur, Howrah, Pin-711202, duly registered with ADSR Howrah and recorded in Book No.I, Deed No.4439 of 2016 and G.D. was lodged in this regard vide Belur Police Station GDE No.162 dated 04.07.2024. If anyone find the said deed, the said person may contact to the undersigned otherwise the said original deed shall be treated as void.

Sd/-RUDRANIL GHOSH
Advocate
10, Old Post Office Street
3rd Floor, Room No.80A
Kolkata-700 001

NOTICE INVITING TENDER

Memo No- 105/Maji/15 th CFC E-Tender invited by the Prodhan of Majida Gram Panchayat, Lakshmipur, Purba Bardhman The last date of tender dropping 29/7/2024 For more details, please visit the Panchayat office or go to www.wbtenders.gov.in

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah
TENDER NOTICE No.-BHGP/172/2024, Date:- 19/07/2024

The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for total 5 (Five) Nos. different works. Date of issue of tender form 19.07.2024 to 29.07.2024 from 11.00 AM to 3:00 PM. Last date of receiving of tender from 29.07.2024 up to 3:00 PM. Date of Opening: i) TECHNICAL BID-31.07.2024, 3:00 PM, AND ii) FINANCIAL BID-31.07.2024, 4:00 PM. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

Office of Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER

E-tenders are hereby invited by the undersigned for Solar lights at different places under Bishnupur-I Panchayat Samity, Details of which as noted below:- 1. N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT- 07(31)/2024-25, Date: 19.07.2024. 2. Bid submission start date: 20.07.2024 at 10:00 Hrs. 3. Bid submission closing date: 27.07.2024 at 14:00 Hrs. Details available from the web site http://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayat Samity
Bhasa, South 24 Parganas

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-05/2024-25
(Memo No: 472 /Panch , Dated: 19/07/2024)

Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of six (06) nos. work in different above mentioned NIT, within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in **https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in**) and Office Notice Board.

Sd/-
Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

SARVOTTAM FINVEST LIMITED
CIN - L65993WB1978PLC031793
Regd. Office: 3, Bentinck Street, 2nd Floor, Kolkata - 700 001
Phone: 033 2210 0875;
email : sarvottamfinvest@gmail.com ; Website: www.sarvottamfinvest.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that the **45th Annual General Meeting (AGM)** of the Company will be held on Monday, 12th August, 2024 at 1.00 P. M. At the registered office of the Company at 3, Bentinck Street, 2nd Floor, Kolkata-700001, to transact the business as set out in the Notice convening the said Annual General Meeting.

The Registrar of the Members and Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 06.08.2024 to Monday, 12.08.2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

The Company has mailed/dispatched the copy of Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year ended March 31, 2024, to the Members of the Company.

The Company is pleased to provide the members facility to exercise their right to vote electronically on all resolutions set out in the notice of AGM and has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose.

All the Members are hereby informed that :

a) Remote e-voting will commence on 09.08.2024 at 9.00 A.M. and end on 11.08.2024 at 5:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.
b) The facility for the casting the vote through ballot paper shall be made available at the Annual General Meeting for the members who have not cast their vote by remote e-voting.
c) The cur off date for the purpose of remote e-voting is on 05.08.2024.
d) Any person who acquire shares and become Member and dispatch of the Notice of the 45th Annual General Meeting and holds shares as of the cut-off date of 5th August, 2024 may obtain the sequence number for remote e-voting by sending a request to the Company's RTA at absconsultant99@gmail.com.
e) In case of any queries or issues relating to e-voting, the Shareholders may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.co.in under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or sarvottamfinvest@gmail.comor contact at the Registered Office of the Company.

The results of the e-voting shall be declared on or after the AGM and the results declared along with the Scrutinizers Report shall be placed on the website of the Company at www.sarvottamfinvest.inand on the CDSL's website at www.evotingindia.com.

Notice of 45thAnnual General Meeting and Annual Report for the year ended 31st March, 2024 are also available on the website of the Company, www.sarvottamfinvest.in and also on the CDSL's website at www.evotingindia.com.

By order of the Board
For **Sarvottam Finvest Limited**
Priyanka Mundhara
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 19-07-2024

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (E)/LTG/Z-I/BR-III, KMC invites E-tender online percentage Bid system for the following works:

(1) NIT No.: LTG/53/WD-29/BR-III/Z-I/24-25
Name of the Work : **Supply & delivery of LED lights at Narkeldanga North Road and other places in Ward No. 29**; Estimated Amount : **Rs. 4,99,005.62;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

(2) NIT No.: LTG/16/33&35/BR-III/Z-1/24-25
Name of the Work : **Renovation of damaged street lighting arrangements due to "Remal" in Ward No. 33 & 35 under BR-III for smooth functioning of street lighting system**; Estimated Amount : **Rs. 1,50,560.28;** Earnest Money : **Rs. 3,100.00;** Period of Completion : **15 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **01.08.2024 at 1 p.m.** (for Sl. no. 1), **05.08.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 2); The bid forms and other details are available on and from **19.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1), **22.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 2); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2)

The Executive Engineer (E)/LTG/Z-III, KMC invites tender online, two part Bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/98
Name of the Work : **Supply and delivery of LED light fittings for different places in Ward No. 79;** Estimated Amount : **Rs. 4,98,256.00;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/99
Name of the Work : **Repairing of street lighting system at Coal Dock Road, EJC Road and other places in Ward No. 79**; Estimated Amount : **Rs. 1,95,346.12;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **20 Days;**

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/107
Name of the Work : **Repairing of bustee lighting system at Khalbari Bustee, Sick Line Bustee and other bustee areas in Ward No. 80;** Estimated Amount : **Rs. 1,49,250.73;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/108
Name of the Work : **Repairing of bustee lighting system at Chetla Road Bustee and Lock Gate Bustee & other bustee areas in Ward No. 82;** Estimated Amount : **Rs. 1,49,929.45;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/117
Name of the Work : **Repairing of bustee lighting system at B.K. Road Bustee and D.E.B. Bustee & other bustee areas in Ward No. 79;** Estimated Amount : **Rs. 1,48,910.36;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/109
Name of the Work : **Repairing of bustee lighting system at Kalighat Bustee, Mohim Halder Street Bustee and other bustee areas in Ward No. 83**; Estimated Amount : **Rs. 1,49,871.88;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/116
Name of the Work : **Repairing of street lighting system at Tollygunge Road, Pratapaditya Road and other different places in Ward No. 88;** Estimated Amount : **Rs. 1,98,452.88;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/118
Name of the Work : **Repairing of bustee lighting system at 54, Tollygunge Bustee, 102 Tollygunge Bustee and other bustee areas in Ward No. 88;** Estimated Amount : **Rs. 1,49,702.20;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

(9) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/110
Name of the Work : **Repairing of bustee lighting system at Ramanath Paul Road Bustee & other bustee areas in Ward no. 76;** Estimated Amount : **Rs. 1,49,929.45;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

(10) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/111
Name of the Work : **Repairing of bustee lighting system at Manasatala Row Bustee & other areas in Ward No. 77;** Estimated Amount : **Rs. 1,49,861.78;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

(11) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/112
Name of the Work : **Repairing of bustee lighting system at Ekbalpur Lane Bustee & other bustee areas in Ward No. 78;** Estimated Amount : **Rs. 1,49,794.11;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

(12) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/113
Name of the Work : **Repairing of bustee lighting system at Nritya Ghosh Street Bustee, Personage Road Bustee & other bustee areas in Ward No. 75;** Estimated Amount : **Rs. 1,49,827.44;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

(13) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/106
Name of the Work : **Operation & maintenance of street lighting system in Ward No. 85 under BR-VIII;** Estimated Amount : **Rs. 3,70,446.00;** Earnest Money : **Rs. 7,500.00;** Period of Completion : **273 Days;** Last Date and Time of Completion of Bid : **29.07.2024 up to 2 p.m.** (for Sl. no. 1 to 12) & **29.07.2024 up to 12 noon** (for Sl. no. 13); Tender (Technical) Opening Date : **29.07.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1 to 12) & **29.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 13); The bid forms and other details are available on and from **19.07.2024 from 2 p.m.** (for Sl. no. 1 to 12) & **19.07.2024 from 5 p.m.** (for Sl. no. 13); For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 13). Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only (for Sl. no. 1 to 13).

The Dy. Chief Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/DCE(PS)/SUM_SEEDS/24-25R1 (2nd Call)
Name of the Work : **Procurement of seeds and seedlings of summer varieties for growing summer annual flowering plants for the year 2024 different nurseries under P&S Department;** Estimated Cost : **Quotation Invited;** Earnest Money : **Rs. 6,100.00 (Actual amount to be calculated as 2% of the quoted amount);** Period of Completion : **30 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **29.07.2024 at 1 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **20.07.2024 at 10 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

253/24-25

রেকর্ড ট্রান্সফার ফি! ৪ বছরের চুক্তিতে লাল-হলুদেই সই জিকশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাইঃ অনেক টানাপড়েন। অনেক কটূক্তি সহ্য করতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। আপুইয়া রালতের ডিল নিয়ে পড়শি ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্টও দিয়েছিল প্রত্যক্ষ খোঁচা। এবার তারই হয়তো পাল্টা জবাব দিল লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। কেরালা ব্লাস্টারস থেকে ৪ বছরের চুক্তিতে তাঁরা তুলে নিল জিকশন সিংকে। সূত্রের খবর, এই ডিল করতে গিয়ে রেকর্ড ট্রান্সফার ফি দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। আপুইয়ার মতো জিকশন লাল-হলুদে আসবেন কিনা তা নিয়েও ব্যাপক জল্পনা ছড়ায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই মোহনবাগানের একাধিক ফ্যান পেজ পোস্ট করে দিয়েছিল যে, জেকশন কেরালাতেই থাকছে। কলকাতায় বা ইস্টবেঙ্গলে সই করার কোনও সম্ভাবনাই নেই। কেউ কেউ তো আবার টাকার ইস্যুতে খোঁচা দিতে ছাড়েননি ইস্টবেঙ্গল শিবিরকে। কিন্তু সব জল্পনার ইতি টেনে দিল ইস্টবেঙ্গলের শুক্রবারের অ্যানাউন্সমেন্ট ভিডিও। ভারতীয় ফুটবল দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একজন খেলোয়াড় হলেন জিকশন। বিশ্বকাপে (অনূর্ধ্ব-১৭) ভারতের একমাত্র গোলস্কোরার তিনিই। তাঁকে কেরালা থেকে তুলে নিয়ে ইস্টবেঙ্গল যে একটা স্পষ্ট বার্তা দিতে চেয়েছে সব দলকে তা বলাই বাহুল্য। আর লাল-হলুদে সই করে জিকশনও বলছেন, ''ঐতিহ্যশালী এবং দেশের অন্যতম বড় ক্লাবে সই করে আমি উচ্ছ্বসিত। ফ্যানরা ভালবাসা উজাড় করে দিচ্ছেন। আমিও চাই এই ক্লাবের হয়ে ভাল খেলতে এবং সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে।'' বর্তমানে ভারতীয় ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারদের মধ্যে প্রথম সারিতেই আসবেন জিকশন সিং। সূত্রের খবর, তাঁকে পেতে কেরালাকে প্রায় ৩ কোটির ওপর ট্রান্সফার ফি দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল, যা ভারতীয় ফুটবলের ক্ষেত্রে আপাতত একটি রেকর্ড। এত টাকা ট্রান্সফার ফি দিয়ে এর আগে কোনও ভারতীয় ফুটবলার আইএসএলের কোনও ক্লাবে আসেনি।

বিসিসিআইয়ের মিটিংয়ের সত্যি ফাঁস!

হার্দিকে নেই ভরসা, নতুন ক্যাপ্টেন সূর্য

মুম্বই, ১৯ জুলাইঃ ভিন্ন ফরম্যাট, আলাদা ক্যাপ্টেন-এ ছবির চল ভারতীয় ক্রিকেটে ছিল না। গৌতম গম্ভীরের জমানা আসতেই এ ছবি দেখা যাবে। এতদিন ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের মনে প্রশ্ন ছিল কেমন হবে শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতের টিম। বৃহস্পতিবার রাতে সেই উত্তর মিলেছে। বোর্ডের পক্ষ থেকে আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য টি-২০ ও ওডিআই টিম ঘোষণা করা হয়েছে। এ বারের লঙ্কা সফরে টি-২০ টিম ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার যাদব। গত কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল হার্দিক পান্ডিয়া নন, রোহিত শর্মার পরবর্তী ভারতের টি-২০ ক্যাপ্টেন হবেন স্কাই। এ বার সেটাই হয়েছে। সদ্য এক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, টিমের অনেক প্লেয়ারের ভরসা নেই হার্দিক পান্ডিয়ায়। যে কারণেই সূর্যকুমার জিতলেন ক্যাপ্টেন্সির বাজি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, বোর্ড মিটিং চলাকালীন টিমের বেশ কয়েকজন প্লেয়ারকে ফোন করা হয়। তাঁদের কাছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয় হার্দিক নাকি সূর্য, কার উপর তাঁদের আস্থা। সেখানেই কার্যত ভোটে জেতেন সূর্যকুমার যাদব। টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিংরুমে যেন কোনও ঝামেলার পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তাই দু'দিন ধরে টিম মিটিং হয়েছে। সেই বৈঠকের সময় দলের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারকে ফোনও করা হয়। তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাও শেয়ার করা হয়। সেখানেই অনেকে হার্দিকের থেকে সূর্যর অধীনে খেলায় বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বলে জানান। শুধু এই কারণেই স্কাই ভারতীয় টিমের নতুন টি-২০ ক্যাপ্টেন হননি। তাঁর ম্যান ম্যানেজমেন্ট স্কিল বিসিসিআইকে তাঁর উপর ভরসা রাখতে বাধ্য করেছে। এও জানা গিয়েছে, টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপার ব্যাটার ঈশান কিষাণ যখন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের মাঝপথে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেই সময় সূর্য তাঁকে বুঝিয়েছিলেন এমন সিদ্ধান্ত না নিতে। এতেই শেষ নয়। জানা গিয়েছে, স্কাই সুযোগ পেলেই প্রতিটি ক্রিকেটারের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন। রোহিতের মতো সূর্যর সঙ্গে অন্যান্য প্লেয়াররা খোলা মনে আলোচনা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এটিও হার্দিকের জায়গায় নেতা হিসেবে স্কাইকে এগিয়ে দিয়েছে।

কেরিয়ারে সাফল্যই সাফল্য নীরজ চোপড়া তবুও মেজাজ হারান!

প্যারিস, ১৯ জুলাইঃ দরজায় কড়া নাড়ছে প্যারিস অলিম্পিক। ভারতের পদক জয়ের অন্যতম দাবিদার জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া। বরং বলা ভালো, নীরজ চোপড়ার থেকে আরও একবার সোনার পদকের প্রত্যাশা। অলিম্পিকের মঞ্চে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ইভেন্টে সোনা জয়ের নজির গড়েছিলেন নীরজই। ব্যক্তিগত ইভেন্টে দ্বিতীয় সোনা। শুধু অলিম্পিকই নয়, ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ভারতের নানা প্রত্যাশা পূরণ করেছেন। অ্যাথলেটিক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সেরার পুরস্কার, ডায়মন্ড লিগ। এ ছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পদকের পর পদক। সাফল্যে ঘেরা যাঁর কেরিয়ার, দেখতে যাঁকে এতটাই শান্ত। কথা বলেন বিনয়ের সঙ্গে। সেই নীরজ চোপড়াও মেজাজ হারান! বিশ্বাস না হওয়ার মতোই যেন বিষয়। নীরজ কিন্তু জানিয়েছেন, তিনি মেজাজ হারান। তার কারণও ব্যাখ্যা করেন। অলিম্পিকের ইতিহাসে ভারতের বড় আক্ষেপ ছিল ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে কোনও সোনার পদক জিততে না পারা। টোকিও অলিম্পিকে সেই প্রত্যাশা পূরণ করেছেন নীরজ চোপড়া। জ্যাভলিনে সোনা জিতেছেন। প্যারিসের জন্যও প্রস্তুত। সোনার পদক ধরে রাখাই মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত লক্ষ্যও রয়েছে। কেরিয়ারে তিনি কখনও ৯০ মিটারের সীমা পার করতে পারেননি। দীর্ঘদিন ধরেই এ নিয়ে আপশোস নীরজের। প্যারিস অলিম্পিকের আগে কী বলছেন ভারতের এই সফল অ্যাথলিট? স্পোর্টসস্টারকে এক সাক্ষাৎকারে নীরজ বলেছেন, ''একমাত্র নিজের সঙ্গে কথা বলেই শান্তি পাওয়া যায়। নিজেকে যদি বলি, লাস্ট থ্রো-টা ভালো ছিল, উত্তরে নিজেকে আরও বলা যায়, পরের থ্রো ভালো করা যেতে পারে। আমি সবসময় নিজের সঙ্গে এ ভাবেই কথা বলি। সকলেই হয়তো ভাবে, প্রতিটা টুর্নামেন্টেই প্রথম থ্রো-টা করি জেতার লক্ষ্যেই। বিষয়টা তেমন নয়। আমি চেষ্টা করি মাত্র।''

মেসি-ব্রিগেডকে ক্ষমা চাইতে বলে মহাবিপদে, ছাঁটাই আর্জেন্টিনার ক্রীড়ামন্ত্রী

বুয়েনস আইরেস, ১৯ জুলাইঃ কয়েকদিন আগে কোপা আমেরিকার খেতাব জিতেছে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। পরপর দু'বার কোপা জয়ের খুশিতে নীল-সাদা জার্সিধারীদের সেলিব্রেশন ছিল ডাবল। মেসি ব্রিগেড এতটাই সেলিব্রেশনে মত্ত হয়ে পড়ে যে, আর্জেন্টাইন ফুটবলাররা যে গান গাইছিলেন, তাতে ছিল কিছু বৈষম্যমূলক মন্তব্য। যার জেরে শুরু হয় বিতর্ক। কোপা জয়ের পর আর্জেন্টিনার ফুটবলার এনজো ফের্নান্ডেজ একটি ইন্সটাগ্রাম লাইভ করেন। সেখানেই এই গাননি তাঁরা গেয়েছিলেন। স্টেডিয়াম থেকে টিম বাসে হোটেল অবধি পৌঁছনোর পথে তাঁদের সেলিব্রেশন ফ্রান্সের ফুটবলারদের অপমান বলে দাবি করেন আর্জেন্টিনার ডেপুটি ক্রীড়ামন্ত্রী। যার জেরে এ বার ছাঁটাই হলেন তিনি। কলম্বিয়াকে হারিয়ে কোপার খেতাব ধরে রেখেছেন মেসিরা। কোপা আমেরিকা জয়ের পর আর্জেন্টিনার ডেপুটি ক্রীড়ামন্ত্রী জুলিও গারো টিমের ফুটবলারদের ওই গানের (ফ্রান্সের প্লেয়ারদের

বৈষম্যমূলক মন্তব্য করা) প্রসঙ্গ টানেন। তিনি মেসি-সহ আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের ক্ষমা চাইতে বলেন। একইসঙ্গে আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ক্লদিও তাপিয়াকেও তিনি প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলেন। আরবানা প্লে রেডিও স্টেশনে এ কথা বলেন গারো। তাঁর এই মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা যখন ওই গান গেয়ে সেলিব্রেট করছিলেন, সেই সময় তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না এলএম টেন। মেসি-ব্রিগেডকে ক্ষমা চাইতে বলে তাই মহাবিপদে পড়েন আর্জেন্টিনার ডেপুটি ক্রীড়ামন্ত্রী জুলিও গারো। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে লেখেন, 'রাষ্ট্রপতির কার্যালয় পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে আর্জেন্টিনার জাতীয় দল, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এবং দু'বারের কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন বা অন্য কোনও নাগরিককে কী মন্তব্য করতে হবে, কী ভাবতে হবে এবং কী করতে হবে তা বলার অধিকার কোনও সরকারের নেই। এই কারণেই জুলিও গারোকে আর্জেন্টিনার ডেপুটি ক্রীড়াবিদ হিসেবে বরখাস্ত করা হল।'

পুলিশকে ৬ গোলের মালা পরাল লাল-হলুদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাইঃ ডার্বি ম্যাচে জোড়া গোলে জয়ের পর কাস্টমসে আটকে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। ফের পুরনো ছন্দে ফিরল শুক্রবার নিজেদের মাঠে। এদিন লাল সমর্থকদের ভরা গ্যালারির সামনে পুলিশ এসিকে ৬-০ গোলে হারাল বিনো জর্জের ছেলেরা। এদিন মাঠে এসেছিলেন সিনিয়র দলের তারকা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার জিকশন সিং। তাঁর সামনেই রিজার্ভ দলের ফুটবলাররা গোলের মালা পরাল বিপক্ষ দলকে। এমনকী মাঠে ছিলেন দলের সিনিয়র কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাত। তিনিও জুনিয়র দলের খেলা দেখে খুশি হয়েছেন। নিজেদের মাঠে লাল হলুদ দল তছনছ করে দিয়েছে পুলিশের ব্যারিকেড। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে দুটি গোল করেন জেসিন টিকে। একটি করে গোল সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পিভি বিষ্ণু, শ্যামল বেসরা, আমন সিকের। পুলিশ এসি-কে হারিয়ে কলকাতা প্রিমিয়ার লিগে গ্রুপ বি-তে শীর্ষস্থানে উঠে এল ইস্টবেঙ্গল। গোলপার্থক্যে পেছনে ফেলে দিয়েছে ভবানীপুরকে। বৃষ্টির মধ্যেই মখমলের মতো মাঠে দারুণ শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল। সায়নকে এদিন শুরু থেকেই মাঠে নামান লাল হলুদ কোচ বিনো জর্জ। তাঁর নেতৃত্বেই বাঁদিক থেকে বারবার আক্রমণ করেছে ইস্টবেঙ্গল। ১৬ মিনিটে বাঁদিক থেকে দারুণ সেন্টার করেছিলেন সায়ন। কর্নারের বিনিময়ে বাঁচান পুলিশ এসির ডিফেন্ডার। ১৭ মিনিটে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। বাঁদিক থেকে উঠে এসে গড়ানো সেন্টার করেছিলেন সায়ন। পুলিশ এসি-র এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে গোলকিপার শুভঙ্করকে বোকা বানিয়ে গোলে ঢুকে যায়। ২২ মিনিটে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ এসেছিল ইস্টবেঙ্গলের সামনে। সায়নের মাইনাস পুলিশ বক্সে সুবিধজনক জায়গায় পেয়েও জালে রাখতে পারেননি জেসিন টিকে। বিরতির পরে ইস্টবেঙ্গলের দাপট আরও বাড়ে। দুই প্রান্ত থেকে আছড়ে পড়ে আক্রমণ। জেসিনের পাস থেকে শ্যামল বেসরা ৩-০ করেন। জেসিন জোড়া করেন। লাল-হলুদের হয়ে ষষ্ঠ গোলটি করেন আমন সিকে। গোলের পাস বাড়িয়েছিলেন জেসিন। দুই বন্ধুর জুটিতে বাজিমাত লাল হলুদের। কলকাতা লিগে শুরু থেকেই বেশ চনমনে লাগছে লাল-হলুদ দলকে। তারা কৌশলে বাজিমাত করছে বিপক্ষকে। শেষ ম্যাচে ড্র করার জন্য এদিন শুরু থেকেই গোল করার ব্যাপারে মরিয়া ছিল ইস্টবেঙ্গল। পুলিশকে হাফডজন গোলে হারানো তারই প্রমাণ।

বিচ্ছেদে সিলমোহর, নাতাশাকে সম্পত্তি দিয়ে সত্যিই কি পথে বসবেন হার্দিক পান্ডিয়া?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাইঃ বিশ্বজয়ের হিরো হার্দিক পান্ডিয়া বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কার্যত বোমা ফাটিয়েছেন। বেশ কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, হার্দিক ও তাঁর স্ত্রী নাতাশা স্তানকোভিচের ডিভোর্স হতে চলেছে। মাঝে তো এও জানা গিয়েছিল, তাঁরা আলাদা থাকছেন। এ বছরের আইপিএল হার্দিকের খারাপ কাটার পর পাশে দেখা যায়নি নাতাশাকে। তেমনই হার্দিক বিশ্বকাপ জেতার পরও নাতাশা ছিলেন না তাঁর সঙ্গে। এই সকল ঘটনা যত বাড়তে থাকে, নানান গুঞ্জনও ছড়াতে থাকে। এ বার আর অবশ্য গুঞ্জন নয়। সব জল্পনার ইতি। ইন্সটাগ্রামে হার্দিক-নাতাশা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, তাঁরা ডিভোর্সের পথে হাঁটছেন। এর আগে শোনা গিয়েছিল তাঁদের ডিভোর্স হলে হার্দিককে তাঁর সম্পত্তির ৭০ শতাংশ দিতে হবে নাতাশাকে। সত্যিই কি তাই? একাধিক মিডিয়া রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, নাতাশার সঙ্গে হার্দিকের বিচ্ছেদ হলেই ভারতীয় অলরাউন্ডারের সম্পত্তির প্রায় ৭০ শতাংশ পাবেন নাতাশা ও তাঁদের ছেলে অগস্ত্য। সেই সময় নাতাশার ইন্সটাগ্রামে লিখেছিলেন, খুব শীঘ্রই কাউকে পথে বসতে হবে। নেটিজেনরা দুইয়ে দুইয়ে চার করতে ভুল করেননি। অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন নাতাশার সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে হার্দিককে তাঁর সম্পত্তির ৭০ শতাংশ দিতে হবে। এবং তাঁকে পথে বসতে হবে। সার্বিয়ান সুন্দরী যেন তারই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। হার্দিক-নাতাশার বিচ্ছেদ যেহেতু হয়ে গিয়েছে, তাই আবার চর্চা শুরু হয়েছে ভারতীয় অলরাউন্ডারের সম্পত্তি নিয়ে। এর আগে ২০১৮ সালে এক সাক্ষাৎকারে হার্দিক পান্ডিয়া জানিয়েছিলেন, তাঁর সম্পত্তির ৫০ শতাংশ নিজের মায়ের নামে রয়েছে। কারণ ভবিষ্যতে তিনি তাঁর সম্পত্তির ৫০ শতাংশ কাউকে দিতে চান না। এখনও অবধি তাই এ খবরে সিলমোহর পড়েনি যে, নাতাশাকে নিজের সম্পত্তির ৭০ শতাংশ দিচ্ছেন হার্দিক। নিয়ম অনুযায়ী, বিচ্ছেদের পর হার্দিককে কিছু টাকা খোরপোশ হিসেবে নাতাশাকে দেওয়ার কথা। কিন্তু তার পরিমাণ কতটা হবে তা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।

সঞ্জুর বিরুদ্ধে হওয়া 'অবিচার' নিয়ে গর্জে উঠলেন মনোজ, তোপ পন্তকেও

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাইঃ আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য ওয়ানডে দলে সঞ্জু স্যামসনকে বাদ দেওয়ার জন্য বিসিসিআই-কে একহাত নিচ্ছেন অনেকেই। আসলে সঞ্জুকে একদিনের দল থেকে বাদ দিয়ে বেশ সমালোচনার মুখে পড়েছে বিসিসিআই। প্রাক্তন ক্রিকেটার থেকে রাজনীতিবীদ ও ক্রিকেট ভক্ত সকলেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সমালোচনা করছেন। এটি উল্লেখযোগ্য যে বিসিসিআই ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য দল ঘোষণা করেছে এবং অনেক অবাক করা নির্বাচন করেছে।

ভারতের শ্রীলঙ্কা সফর শুরু হবে ২৭ জুলাই থেকে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে। এরপর ২ আগস্ট থেকে তিনটি ওডিআই ম্যাচ হবে। মনোজ তিওয়ারি লিখলেন, 'ঋষভ পন্তের বিরুদ্ধে আমার কিছুই নেই, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে সেঞ্চুরি করার পর সঞ্জু স্যামসনকে বাদ দেওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই সিদ্ধান্ত একজন খেলোয়াড়ের আত্মবিশ্বাসকে মারাত্মকভাবে ভেঙে দিতে পারে এবং তাঁকে হতাশ করতে পারে। এটা অবিশ্বাস্যভাবে লজ্জাজনক এবং নির্বাচক কমিটি আমাদের এই বেপরোয়া পছন্দের জন্য একটি ব্যাখ্যা দিন।' তিনি আরও লেখেন, 'যদিও ঋষভ পন্ত টেস্ট ক্রিকেটের জন্য উপযুক্ত এবং টেস্ট স্কোয়াডে তাঁর প্রথম পছন্দ হওয়া উচিত, সাদা বলের ফর্ম্যাটে (টি২০ ও ওডিআই) তাঁর পারফরম্যান্স সর্বোত্তমভাবে মাঝারি।' এদিকে সঞ্জুর বাদ যাওয়া নিয়ে শশী থারুর লিখেছেন, 'এই মাসের শেষে ভারতের শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য দল নির্বাচন আকর্ষণীয় হয়েছে। সঞ্জু স্যামসন, যিনি তার শেষ ওডিআইতে সেঞ্চুরি করেছিলেন, তাঁকে ওডিআইয়ের জন্য নির্বাচিত করা হয়নি, অন্যদিকে অভিষেক শর্মা, যিনি ভারত-নিউ জিল্যান্ড সিরিজে একটি টি-২০ সেঞ্চুরি করেছেন, কোন ফর্ম্যাটেই নির্বাচিত হননি। ভারতীয় দলের সাফল্য নির্বাচকদের কাছে এত কম গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে এমন ঘটনা বিরল! ব্যস, দলের জন্য শুভকামনা।' জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ফাইনাল ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি করার পর উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান সঞ্জু স্যামসন টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে নিজের জায়গা ধরে রাখতে সক্ষম হন। তবে শেষ ম্যাচে সেঞ্চুরি করলেও ওয়ানডে দলে জায়গা পাননি তিনি। সঞ্জু স্যামসনকে ওডিআই থেকে বাদ দেওয়ায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে, ডোডা গণেশ বিসিসিআইকে তাঁকে বাদ দেওয়ার এবং তার জায়গায় শিবম দুবেকে বেছে নেওয়ায় সমালোচনা করেছেন। এবার বোর্ডের সমালোচনা করেছেন বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি। তিনি পন্তকে বেছে নেওয়ায় প্রশ্ন তুলেছেন।

জাতীয় দলে সুযোগ পেতেই গম্ভীরকে নিয়ে বড় কথা হর্ষিত রানার

মুম্বই, ১৯ জুলাইঃ পরিশ্রমের বিকল্প নেই। কঠোর পরিশ্রমের ফল একদিন না একদিন মেলে। পরিশ্রমই সাফল্যের মূল মন্ত্র, এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ভারতের নতুন হেড কোচ গৌতম গম্ভীর। তাঁর সংস্পর্শে আসা বহু তরুণ ক্রিকেটারকে এই মন্ত্রই দিয়েছেন গৌতি। এ বছর গৌতম ছিলেন কেকেআরের মেন্টর। নাইটরা গম্ভীরের মস্তিস্ক কাজে লাগিয়ে তৃতীয় আইপিএল ট্রফি কেকেআরে এনেছে। কেকেআরের ক্রিকেটারদের উদ্বুদ্ধ করতে কোনও কসুর ছাড়েননি গম্ভীর। এ বার তিনি ভারতীয় টিমের হেড কোচের দায়িত্ব পালন করতে চলেছেন। গম্ভীরকে নিয়ে একাধিক ক্রিকেটার তাঁদের মনোভাব জানিয়েছেন। এ বার কেকেআরের পেসার হর্ষিত রানা জানালেন, তাঁর ক্রিকেট জীবনে গৌতমের অবদান ঠিক কতটা। বছর ২২ এর হর্ষিত রানা এই প্রথম বার ওডিআই টিমে ডাক পেয়েছেন। শ্রীলঙ্কা সফরে বিরাট-রোহিতদের সঙ্গে দেখা যাবে হর্ষিতকে। এই তরুণ ক্রিকেটার প্রথম বার জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার পর সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে তাঁর অনুভূতির কথা জানিয়েছেন। একইসঙ্গে তাঁকে আত্মবিশ্বাস জোগানো গৌতম গম্ভীরের কথা বলতে ভোলেননি। এ বছরের আইপিএলে কেকেআরের হয়ে ভালো পারফর্ম করেছিলেন হর্ষিত রানা। তিনি টুর্নামেন্টে ১৯টি উইকেট নিয়েছিলেন। গৌতমের ছত্রছায়ায় নিজেকে মেলে ধরেছিলেন হর্ষিত। তিনি বলেন, ''কঠোর পরিশ্রমে আমি বিশ্বাসী। আমার ক্রিকেট সফরে তিন জনের নাম করতেই হবে। তাঁরা হলেন, আমার বাবা, ব্যক্তিগত কোচ অমিত ভান্ডারি স্যার (প্রাক্তন ভারত ও দিল্লির পেসার) এবং সবার উপরে রাখতে হবে গৌতি ভাইয়াকে।'' সেখানেই থেমে থাকেননি রানা। তাঁর কথায়, খেলার প্রতি আমার দৃষ্টি ভঙ্গি পরিবর্তনের নেপথ্যে বড় ভূমিকা রয়েছে গৌতি ভাইয়ের। কেকেআরের ড্রেসিংরুমে তিনি আমার মানসিকতাই বদলে দিয়েছিলেন। শীর্ষস্তরে খেলতে হলে প্রতিভা প্রয়োজন। কিন্তু তার থেকেও বেশি প্রয়োজন চাপ সামলাতে পারা। গৌতি ভাই সব সময় আমাকে বলতেন, ''তোর উপর আমার বিশ্বাস আছে। তুই ম্যাচ জিতিয়ে আসবি।'' গৌতি ভাই বার বার বলত, নিজের ভয়ের মোকাবিলা করতে হবে। তা হলেই ভয়কে জয় করা যাবে। প্রতিটা দিন নতুন, প্রতিটা ম্যাচ নতুন। এটা ভেবেই অনুশীলন করা উচিত।

জল্পনার অবসান! মোহনবাগান ছাড়লেন সাদিকু, এফসি গোয়ায় পথে আইএসএল শিল্ডজয়ী তারকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাইঃ মোহনবাগান ছেড়ে দিলেন আলাবানিয়ার স্ট্রাইকার আর্মান্দো সাদিকু। গতবার আইএসএল শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় বেশ ভালোই অবদান ছিল সাদিকুর। কামিন্স-পেত্রাতোস জুটির সৌজন্যে প্রতি ম্যাচে সেভাবে সুযোগ পেতেন না সাদিকু। কিন্তু সুযোগ পেলে চেষ্টার কোনও খামতি রাখতেন না এই স্ট্রাইকার। একটা সময় শেষ দিকে মোহনবাগান যখন চাপে পড়ে গেছিল শিল্ড জয়ের দৌড়ে, তখন কেরল ম্যাচই ছিল টার্নিং পয়েন্ট। আর সেই ম্যাচেই গোল করেছিলেন এই স্ট্রাইকার। কিন্তু দল এবারে এএফসি প্রতিযোগিতায় খেলবে, তাই সবুজ মেরুন টিম ম্যানেজমেন্ট চেষ্টা করেছিল আরও ভালো মানের বিদেশি আনতে। অর্থাৎ আক্রমনভাগ আরও শক্তিশালী করতে। সেই কারণেই ৩৩ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকারকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস। মোহনবাগান ক্লাব এবং আর্মান্দো সাদিকুর মধ্যে আরও এক বছরের চুক্তি বাকি ছিল। এমত অবস্থায় মোহনবাগান ক্লাবও সাদিকুকে রাখতে চাইছিল না, আর প্রাপ্য সুযোগ পাবেন না বোঝায় সাদিকু নিজেও চাইছিলেন অন্য কোথাও গিয়ে প্লে টাইম বাড়াতে। এরই মধ্যে এফসি গোয়ার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান সাদিকু। অপেক্ষা ছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টসের সঙ্গে বোঝাপড়ার মধ্যে চুক্তিভঙ্গের অর্থাৎ মিউচুয়াল টার্মিনেশন। সেটা মিটে যেতেই বাগানের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হল, গত বছরে মোহনবাগানের আক্রমণের অন্যতম ভরসা সাদিকু আর খেলবেন না বাগানের জার্সি গায়ে। নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে আলবানিয়ার এই স্ট্রাইকারের উদ্দেশ্যে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস লেখেন, 'ফেয়ারওয়েল সাদিকু অ্যান্ড থ্যাঙ্ক ইউ ফর অল দ্যা স্পেশাল মোমেন্টস। জয় মোহনবাগান'। গতবার আইএসএলে মোহনবাগানের হয়ে ২২টা ম্যাচের মধ্যে ১০টি ম্যাচেই পরিবর্ত ফুটবলার হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন সাদিকু। ৮টি গোলের পাশাপাশি ছিল একটি অ্যাসিস্ট। অর্থাৎ সব ম্যাচে খেলতে পারলে শুরু থেকে, তার গোলের সংখ্যা বাড়তেও পারত। এই পরিস্থিতিতে সাদিকু ব্যক্তিগতভাবে চেয়েছিলেন বেশি সময় মাঠে কাটাতে। সেই মতো কেরল ব্লাস্টার্স দলের সঙ্গেও এক প্রস্থ কথা চলে তাঁর এজেন্টের। কথাবার্তা অনেক দূর এগোনোর পর এফসি গোয়াও তাঁকে সই করাতে চায়। কোচ ম্যানোলো মার্কুয়েজ তাঁকে নিতে সহমত হন। সাদিকু নিজেও সেই ক্লাবে খেলতে রাজি হতেই কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে যায়। গোয়া থেকে বেশ কয়েকজন ফুটবলারই চলতি মরশুমে দল ছেড়েছেন, যার মধ্যে অন্যতম ব্রান্ডন ফার্নান্দেজ। রয়েছে আরও বিদেশীও। তাই সাদিকুকে দলে নিয়ে ডুরান্ডের আগে দল শক্তপোক্ত করল এফসি গোয়া শিবির।

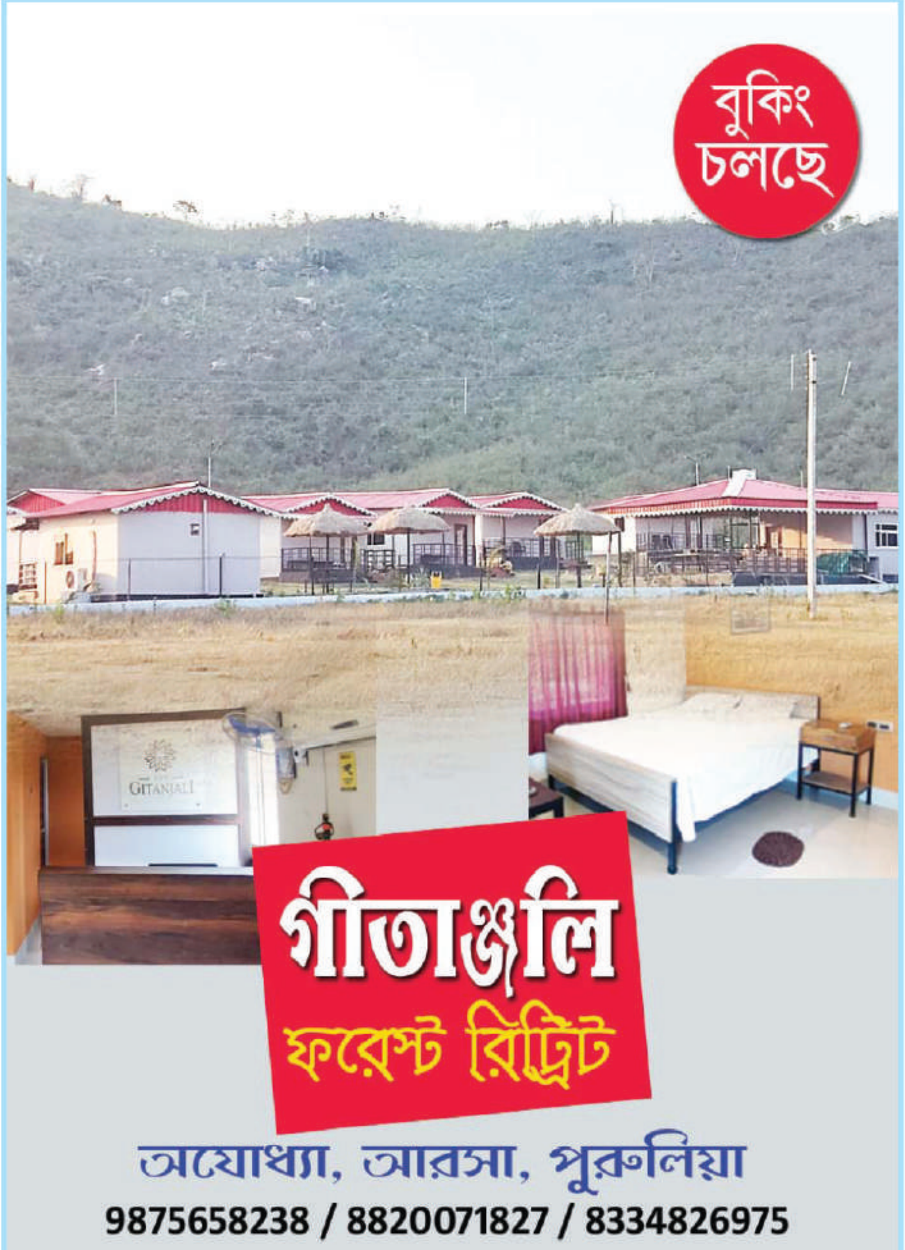

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com